NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com

৪ রবীন্দ্রসঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

সালিশি সভায় ধারানো অস্ত্রের কোপে মৃত্যু যুবকের ৫

কলকাতা ২৩ জুন ২০২৪ ৮ আষাঢ় ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 23.6.2024, Vol.18, Issue No. 14 8 Pages, Price 3.00

নিট দুর্নীতি আবহে এনটিএ-র সংস্কারে কমিটি গড়ল কেন্দ্র

শীর্ষে ইসরোর প্রাক্তন প্রধান

নয়াদিল্লি, ২২ জুন: ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) যাতে অবাধ, স্বচ্ছভাবে পরীক্ষা নিতে পারে, সে জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গড়ল কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক। এই এনটিএ-ই দেশে বড় মাপের পরীক্ষাগুলি পরিচালনা করে। ডাক্তারির সর্বভারতীয় প্রবেশিকা নিট নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের পর পিএইচডি এবং কলেজে নিয়োগের পরীক্ষা ইউজিসি নেট বাতিল করেছে পরীক্ষা আয়োজক সংস্থা এনটিএ। এই আবহেই শনিবার এই ঘোষণা করল মন্ত্রক। সাত সদস্যের প্যানেলের মাথায় থাকবেন ইসরোর প্রাক্তন প্রধান কে রাধাকৃষ্ণণ।

কেন্দ্রীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পরীক্ষা পদ্ধতিতে কী কী সংস্কার আনতে হবে, তা সুপারিশ করবে এই প্যানেল। ডেটা সুরক্ষা, এনটিএ-র গঠন নিয়েও সুপারিশ করবে তারা। আগামী দু'মাসের মধ্যে রিপোর্ট জমা করতে হবে। এই নিয়ে এক্স-এ পোস্ট দিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। তিনি লিখেছেন, 'স্বচ্ছ, কুপ্রভাবমুক্ত, নির্ভুল পরীক্ষাই আমাদের লক্ষ্য।' তিনি জানিয়েছেন, পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নতি, এনটিএ-র সংস্কার এবং ডেটা সুরক্ষাই তাদের উদ্দেশ্য। পড়ুয়াদের স্বার্থ এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এই সরকারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়েছেন তিনি।

শিক্ষা মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, এই কমিটির মূল লক্ষ্য হল পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার। তার জন্য যা যা পদক্ষেপ করা প্রয়োজন, তা সুপারিশ করবে কমিটি। পরীক্ষা পদ্ধতিতে যাতে কোনও ফাঁকফোকড় না থাকে, তা-ও খতিয়ে দেখবে কমিটি। এনটিএ-র প্রোটোকল এবং কার্যপদ্ধতি (এসওপি)-ও বিশদে পর্যালোচনা করবে কমিটি। তা মজবুত করার জন্য কী কী পদক্ষেপ করা জরুরি, তা-ও সুপারিশ করবে। নজরদারি বৃদ্ধির ব্যবস্থাও করবে। ডেটা সুরক্ষা নিয়েও ব্যবস্থা নেবে কমিটি। ডেটা যাতে কোনও ভাবে ফাঁস না হয়, তা দেখবে কমিটি। প্রশ্নপত্র যাতে ফাঁস না হয়, তার জন্য কী কী ব্যবস্থা রয়েছে, তা-ও দেখবে কমিটি। প্রয়োজনে সুরক্ষাবিধি অদলবদল করবে। কমিটির মাথায় রয়েছেন প্রাক্তন ইসরো প্রধান কে রাধাকৃষ্ণণ। তিনি কানপুর আইআইটির বোর্ড অফ গভর্নরের চেয়ারম্যান। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তৈরি করা কমিটিতে তিনি চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন। এ ছাড়াও কমিটিতে রয়েছেন দিল্লি এমসের প্রাক্তন ডিরেক্টর রণদীপ গুলেরিয়া, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অফ হায়দরাবাদের উপাচার্য বিজে রাও, মাদ্রাজ আইআইটির সিভিল ইঞ্জিনিয়াংরিং বিভাগের অধ্যাপক এমেরিটাস রামমূর্তি কে, কর্মযোগী ভারতের বোর্ড সদস্য পঙ্কজ বনসল, দিল্লি আইআইটির ডিন অফ স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার আদিত্য মিত্তল, শিক্ষা মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব গোবিন্দ জয়সওয়াল। তিনি এই কমিটির সদস্য সচিব।

নিট বাতিল না হওয়ার ব্যাখ্যা দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ জুন: এত বিতর্ক, হইচই সত্ত্বেও ডাক্তারির সর্বভারতীয় প্রবেশিকা নিট বাতিল না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এ বার তারই ব্যাখ্যা দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর দাবি, নিটের প্রশ্নফাঁসের প্রভাব পড়েছে কেবল সীমিত সংখ্যক পরীক্ষার্থীদের উপর। তাঁর আরও দাবি, ২০০৪ এবং ২০১৫ সালের ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে প্রশ্নফাঁস হয়েছিল, তার অভিঘাত এত বেশি ছিল যে, পুরো পরীক্ষা বাতিল করতে হয়েছিল। সেই তুলনায় ২০২৪ সালের নেটের প্রশ্নফাঁসের প্রভাব অনেক কম। তাই পুরো পরীক্ষা বাতিল হলে এমন লক্ষাধিক পরীক্ষার্থীর উপর প্রভাব পড়বে, যাঁরা নিয়ম মেনে পরীক্ষায় পাশ করেছেন। পাশাপাশি ধর্মেন্দ্র আরও জানিয়েছেন, নিট সংক্রান্ত মামলার শুনানি সুপ্রিম কোর্টে চলছে এবং এ বিষয়ে আদালতের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।

ভারত 'বিশ্বস্ত বন্ধু': হাসিনা, তিস্তা চুক্তি নিয়ে সদর্থক মোদি

নয়াদিল্লি, ২২ জুন: 'ভারত আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী ও বিশ্বস্ত বন্ধু', শনিবার দিল্লিতে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানালেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এদিন হায়দরাবাদ হাউসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। সেই বৈঠকে একাধিক চুক্তি সাক্ষরিত হয় দুই দেশের। এর পর যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করেন ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। সেখানে তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি নিয়েও সদর্থক বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

জানা গিয়েছে, এদিন হায়দরাবাদ হাউসে দুই রাষ্ট্র প্রধানের বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ চুক্তির রূপরেখা তৈরি হয়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমুদ্রাঞ্চলে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা চুক্তি। সে কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানান হাসিনা। তিনি বলেন, 'সমুদ্রাঞ্চলে এই দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার মাধ্যমে আর্থিক উন্নতির পথে এক সঙ্গে চলবে দুই দেশ।' এছাড়া এদিনের বৈঠক থেকে তিস্তা জট ছাড়ানোরও বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি নিয়ে পর্যালোচনা করার জন্য ভারত থেকে একটি দল পাঠানো হবে বাংলাদেশে। তাঁদের রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে ভারত সরকার।'

পাশাপাশি দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের তরফে আরও জানানো হয়, ভারত ও বাংলাদেশ একটি সার্বিক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তিতে আলোচনা শুরু করতে সম্মত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'বাংলাদেশ আমাদের বৃহত্তম উন্নয়ন সঙ্গী। প্রতিবেশীর স্বার্থকে ভারত সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়।' বাংলাদেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতার পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি, মহাকাশ গবেষণা, রেল যোগাযোগ এবং পরমাণু গবেষণার ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে শনিবারের বৈঠকে।

মোদি বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে গঙ্গা নদীতে বিশ্বের সবচেয়ে বড় রিভার ক্রুজ সাফল্য পেয়েছে। বাংলাদেশে তিস্তা সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কারিগরি দল বাংলাদেশ সফর করবে বলেও জানান তিনি। মাত্র এক বছরে অনেকগুলি বড় উদ্যোগ বাস্তবায়ন হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন। ৫৪টি অভিন্ন নদী ভারত ও বাংলাদেশকে সংযুক্ত করেছে বলে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম ক্রস বর্ডার পাইপলাইনের কাজ শুরু হয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ স্যাটেলাইট দুই দেশের সম্পর্ককে নতুন উচ্চতা দেবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

শনিবার একাধিক বিষয়ে কথা হয়েছে মোদি ও হাসিনার। প্রতিরক্ষা, নির্মাণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, উন্নয়ন ও নদীর জল বন্টন সংক্রান্ত একাধিক বিষয়ে কথা হয়েছে তাঁদের।

গ্রেটার নয়ডা থেকে গ্রেপ্তার প্রশ্ন ফাঁসের অন্যতম মূল চক্রী

নয়াদিল্লি, ২২ জুন: নিটে প্রশ্নপত্র ফাঁসে শনিবার গ্রেপ্তার হলেন আরও এক জন। উত্তরপ্রদেশের পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) গ্রেটার নয়ডা থেকে গ্রেপ্তার করেছে রবি অত্রি নামে এক ব্যক্তিকে। পুলিশ সূত্রে খবর, এই রবিই নিট কেলেঙ্কারির অন্যতম মূল চক্রী। শুধু তা-ই নয়, এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের নেপথ্যে রয়েছে 'সলভার গ্যাং'। ঘটনাচক্রে, সেই গ্যাংয়ের অন্যতম মাথা আবার রবিই। শুক্রবারই এই কেলেঙ্কারিতে জড়িত সন্দেহে ঝাড়খণ্ডের দেওঘর থেকে সিকন্দর যাদবেন্দ্র নামে এক সন্দেহভাজন-সহ পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পটনা পুলিশ। তার আগে এই ঘটনায় আরও ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এই কেলেঙ্কারিতে এখনও পর্যন্ত ধৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৯। পুলিশ সূত্রে খবর, নিট কেলেঙ্কারিতে অতুল বৎস, সিকন্দর যাদবেন্দ্র, সঞ্জীব মুখিয়ার পাশাপাশি রবি অত্রিরও নাম উঠে এসেছিল। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, প্রশ্নপত্র ফাঁসে নিজের গ্যাংকে কাজে লাগিয়েছিলেন রবি। অতুল বৎস এবং সঞ্জীব মুখিয়া বিহারের পাটনা এবং নালন্দায় প্রশ্নপত্র ফাঁস করেছিলেন বলে দাবি তদন্তকারীদের। সঞ্জীবকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কিন্তু অতুলের কোনও হদিস পায়নি। রবিরও খোঁজ চালাচ্ছিল পুলিশ। অবশেষে শনিবার গ্রেটার নয়ডার নিমকা গ্রাম থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রবি যে নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিলেন, তার নাম দিয়েছিলেন 'সলভার গ্যাং'। ২০১২ সালে মেডিক্যালের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল দিল্লি পুলিশ।

স্নানযাত্রা ...

(বাঁয়ে) কলকাতার ইস্কনে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। (ডাইনে) পুরীতে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা। কলকাতার ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

ছেঁড়া ওএমআর সংরক্ষণের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিট পরীক্ষার মামলা সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন। তাই এই নিয়ে হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চ কোনও রায় দিতে না পারলেও এনটিএ-কে ভর্ৎসনা করতে ছাড়লো না। পরীক্ষার হলে ছেঁড়া ওএমআর শিট দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন ফিয়োনা মজুমদার। এমনকি তিনি বলেন, পরীক্ষার প্রথম দেড় ঘণ্টা নষ্ট করা হয়েছে। তাকে অতিরিক্ত সময় বা গ্রেস মার্কস কিছুই দেওয়া হয়নি। মামলাকারোর এই অভিযোগ শুনে হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত এনটিএ-র কাছে গোটা বিষয়টি জানতে চান। কিন্তু এই পরীক্ষা নিয়ামক সংস্থা সময় নষ্ট করার বিষয়টি অস্বীকার করে। কিন্তু পরীক্ষা হলের যাবতীয় সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, এক বছরের জন্য ওই পরীক্ষার অরিজিনাল ওএমআর শিট এবং পরীক্ষা হলের সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ রাখতে হবে। যেহেতু সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ রয়েছে। তাই হাইকোর্ট কোনও নির্দেশ দেবে না। মামলাকারী প্রয়োজন মনে করলে শনিবার শীর্ষ আদালতে যেতে পারবেন।

নতুন জিএসটির হার ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ২২ জুন: নতুন জিএসটির হার ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী। শনিবার ৫৩তম জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে এই বিষয়গুলি নিয়ে। যেখানে ভারতীয় রেলের পরিষেবা যেমন প্ল্যাটফর্ম টিকিট জিএসটি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। শনিবার জিএসটি কাউন্সিল সব দুধের ক্যানে ১২ শতাংশ হারের সুপারিশ করেছে। ট্যাক্স ডিমান্ড নোটিসের উপর জরিমানার সুদ মওকুফেরও সুপারিশ করা হয়েছে কাউন্সিলর বৈঠকে। যেখানে কার্টন বক্স ও সোলার কুকারে ১২ শতাংশ জিএসটি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সীতারমণ বলেছেন, ভারতীয় রেলের অনেক পরিষেবা জিএসটি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এখন প্ল্যাটফর্ম টিকিটে জিএসটি চার্জ করা হবে না। সেই সঙ্গে স্টিল ও অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি সোলার কুকার ও দুধের ক্যানের ওপর ১২ শতাংশ জিএসটি আরোপের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও কাগজ ও কাগজের বোর্ডের তৈরি কার্টনের উপর ১২ শতাংশ জিএসটি ধার্য করার সুপারিশ করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, ব্যবসা বাড়াতে ও করদাতাদের স্বস্তি দিতে অনেক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, সব ধরনের জল ছেটানেরা মেশিনের ওপর ১২ শতাংশ জিএসটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যে কাগজের কার্টন বাক্স ও স্প্রিংকলারের উপর জিএসটি হ্রাস হিমাচল ও জম্মু ও কাশ্মীরের আপেল চাষিদের উপকার করবে। এছাড়াও, সারা দেশে আধার-ভিত্তিক বায়োমেট্রিক সনাক্তকরণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থাও করা হবে। এতে জাল ইনভয়েসের মাধ্যমে জাল ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নেওয়ার ঘটনা রোধ হবে।

এখনই দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টি নয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে বর্ষা ঢুকেছে রাজ্যের দক্ষিণে। অর্ধেক জুন পর্যন্ত ঘাম ঝরানো গরমে নাজেহাল করে অবশেষে শুক্রবার দক্ষিণের জেলাগুলিতে প্রবেশ করেছে মৌসুমী বায়ু। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, রবিবার ও সোমবার দক্ষিণের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হলেও এমনই আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরমে হাঁসফাঁস করতে হবে মানুষকে। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে। *বিস্তারিত শহরের পাতায়*

মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষোভপ্রকাশে পরে তৈরি করা হল পুর পরিষেবার রিপোর্ট কার্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: পানীয় জল, নিকাশীর মত বিভিন্ন পুর পরিষেবা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষোভ প্রকাশ করায় রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর প্রত্যেকটি পুরসভার পরিষেবা প্রধান সংক্রান্ত রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করেছে। রাজ্যে বর্তমান সরকারের আমলে পানীয় জল সরবরাহ, নিকাশি, রাস্তা নির্মাণ ও মেরামতি আলো লাগানোর জন্য কোন পুরসভা কত টাকা পেয়েছে এবং কত খরচ করেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য ওই রিপোর্টে থাকবে। রাজ্যে পুরো পরিষেবার হাল হকিকত নিয়ে সোমবার বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পুর মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম প্রতিটি পুরসভা ও উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং এক্সিকিউটিভ আধিকারিকদের ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পুরসভার উন্নয়ন সংক্রান্ত ওই রিপোর্ট পেশ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। পুরসভার উন্নয়নে গত ১৩ বছরে এ রাজ্যের কোষাগার থেকেই ৩২ হাজার কোটিরও বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বরাদ্দ বাবদ আরো বহু কোটি টাকা পেয়েছে পুরসভাগুলি। এদিকে সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা বৈঠকে বিরোধী পরিচালিত পুরসভাগুলির ডাক না পাওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সিপিআইএম পরিচালিত নদিয়ার তাহেরপুর এবং কংগ্রেস পরিচালিত পুরুলিয়ার ঝালদা পুরসভার কর্তাদের ওই বৈঠকে ডাকা হয়নি বলে অভিযোগ। যা নিয়ে সিপিআইএম, কংগ্রেসের পাশাপাশি বিজেপিও সরব হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম পরিবর্তন

আমি, মনোজ আগরওয়াল, প্রয়াত কৈলাশ চন্দ্র আগরওয়াল, 99, গিরিশ ঘোষ রোড, লিলুয়া, হাওড়া-711204-এ বসবাসকারী এখন থেকে হাওড়ার নোটারি পাবলিকের সামনে ঘোষণা করা হলফনামা নং-এর মাধ্যমে মনোজ আগরওয়াল নামে পরিচিত হব। K/June/146/2 তারিখ 21 জুন 2024। মনোজ আগরওয়াল, মানাজা আগরওয়াল এবং মনোজ কুমার আগরওয়াল একই এবং একই ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, Shahid Aftab S/O Md. Sajid Hussain, R/O 28/1 Gandhi Sarak, Rishra PO- Rishra PS- Serampore Dist- Hooghly PIN- 712248, Shall henceforth be known as Aftab Shahid as declared before the 1st class LD Judicial Magistrate Serampore court, Hooghly vide Affidavit no 6289 dated 19/06/2024. Shahid Aftab and Aftab Shahid both are same & one identical person.

গত ইংরাজি 05/07/1957 তারিখে রানাঘাট সাব রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্টিকৃত I নম্বর বহির ১৩৩১১ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে দাশরথী সরকার, পিতা- হরিচরণ সরকার, সাং: বাদকুল্লা, থানা: হাঁসখালি, জেলা: নদীয়া নিকট হইতে অঞ্জলি প্রভা রক্ষিত, স্বামী- কৃষ্ণ বিহারী রক্ষিত, সাং: পাটুলি, থানা: হাঁসখালি, জেলা: নদীয়া ক্রয় করিয়া মালিক হন। উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিল অনুযায়ী জেলা: নদীয়া, থানা: হাঁসখালি, 43 নং পাটুলি মৌজায় সি এস 120, সাবেক 663 হাল 105 খতিয়ানভুক্ত 375 নং দাগে 18 শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে মালিক অঞ্জলি প্রভা রক্ষিতের ওয়ারিশগণ অর্থাৎ পুত্র ও কন্যা যথাক্রমে 1) কানাইলাল রক্ষিত 2) বিজন কুমার রক্ষিত 3) সমীর কুমার রক্ষিত 4) সতীগুহ চৌধুরী (রক্ষিত)5) শিখা সিংহ রায়(রক্ষিত) সকলের পিতা মৃত কৃষ্ণ বিহারী রক্ষিত রানাঘাট সাব রেজিস্ট্রি অফিসে বিগত ইং 16/07/2004 তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত 4 নং বহির 65 নং আমমোক্তার দলিল মূলে মানস বসু, পিতা- মৃত ননীগোপাল বসু, সাং: পাটুলী, পো: বাদকুল্লা, থানা: হাঁসখালি, জেলা: নদীয়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী উপরে উল্লেখিত তপশিল সম্পত্তি হইতে 18 শতকের মধ্যে 10 শতক সম্পত্তি আমমোক্তার হইতেছে। উক্ত আমমোক্তার বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার মানস বসু ডিস্ট্রিক সাব রেজিস্ট্রার অফিস নদীয়া, বিগত ইং- 21/02/2005 তারিখে I নং বহির 826 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সুফল হালদার, পিতা- মৃত শান্তিরাম হালদার, সাং: পাটুলী, পো: বাদকুল্লা, থানা: হাঁসখালি, জেলা: নদীয়া উপরে উল্লিখিত তপশীল সম্পত্তি হইতে 18 শতকের মধ্যে 10 শতক তন্মধ্যে 3 শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। সুফল হালদার বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে মালিক হইয়া ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার অফিস, নদীয়া বিগত ইং- 07/06/2016 তারিখে I নং বহির 04705 বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে শক্তি চক্রবর্ত্তী, পিতা- মৃত গোপেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, সাং: পাটুলী, পো: বাদকুল্লা, থানা: তাহেরপুর, জেলা: নদীয়া উপরে উল্লিখিত তপশীল সম্পত্তি হইতে 3 শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সুফল হালদার চিরতরে দখলহীন হন। বর্তমানে 105 নং খতিয়ান কালীপদ সরকারের নামে রেকর্ডভুক্ত আছে। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশের 1 মাসের মধ্যে হাঁসখালি বি এল এ্যন্ড এল আর ও অফিসে জানাইবে অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে। শক্তি চক্রবর্ত্তী, পিতা- মৃত গোপেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, সাং: পাটুলী, পো: বাদকুল্লা, থানা: তাহেরপুর, জেলা: নদীয়া।

নারায়ন অধিকারী (অ্যাডভোকেট) | কৃষ্ণনগর ডিস্ট্রিক জার্জেস কোর্ট,
M: 7407133609 | Dated:23/06/2024

বিজ্ঞপ্তি

সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল সেখ সেলিম হোসেন, পিতা- সেখ সাহাজান হোসেন, সাং- ঈশ্বরীপুর, পোঃ- সূর্যপুর, থানা- রহড়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কোলকাতা- ৭০০১২১, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, থানা- বারাসাত মৌজা বেরুনান- পুকুরিয়া, জে. এল. নং ১৮, ২০২৮ নং খতিয়ান ভুক্ত, আর.এস. ও এল.আর. ২৭৯, ৩৩২ ও ৩৩৫ দাগে, ২ কাঠা ৮ ছটাক জমির মূল মালিক ডি.পি. অ্যামুউজমেন্ট পার্ক লিমিটেড, যাহার ঠিকানা ১৫৬, যশোহর রোড, পোঃ- নাগেরবাজার, থানা- দমদম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কোলকাতা- ৭০০০৭৪, পক্ষে ডাইরেক্টর শ্রী অশোক কুমার চাওলা মহাশয়ের নিকট হইতে বিগত ইংরেজি ২২/০৮/২০২২ তারিখে ডি.এস.আর. ২, উত্তর ২৪ পরগনা, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ৪৮৫০/২০২২ সাব বিক্রয় কোবালা দলিল মুলে তাহার মনোনীত এটর্নি ১) মহম্মদ আলি, ২) আবুল হোসেন, ৩) ফিরোজ আলি, ৪) উজির আলি মহাশয়গনের মাধ্যমে খরিদ করে। উক্ত জেনারেল পাওয়ার অফ এটর্নি ২০২২ সালে ২৩শে জুন, এ.আর.এ. ১ কলিকাতা অফিসে দলিল নং ০৫৫৪৩/২০২২ হিসাবে রেজিস্ট্রিকৃত আছে।
বর্তমানে আমার মক্কেল বি.এল. এন্ড এল.আর.ও বারাসাত-১ অফিসে তাহার খরিদা নিজ অংশ রেকর্ডভুক্ত করিতে চাহেন, উক্ত দাগে সম্পত্তি সম্বন্ধে কাহারও কোন দাবি-দাওয়া বা আপত্তি থাকে তাহলে অত্র বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার ১ মাসের মধ্যে বি.এল. এন্ড এল.আর.ও বারাসাত- ১ অফিসে যোগাযোগ করুন অন্যথায় কোনপ্রকার আপত্তি নামঞ্জুর হইবে।

মহিরুদ্দিন মণ্ডল
এডভোকেট
বারাসাত জার্জেস কোর্ট
মোবাইল- ৮৯১০১৪৩৬৯৫

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৩ শে জুন, ৮ ই আষাঢ়। রবিবার। প্রতিপদ তিথি। জন্মে রাশি। অষ্টোত্তরী গুরু র মহাদশা। বিংশোত্তরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ুন। আজ সহযোগিতা পাবেন মানুষের। এমন একজন প্রতিবেশী আছে যিনি আপনার সাহায্য করতে চায় কিন্তু আপনার বুদ্ধির ভুলে তিনি সহযোগিতার থেকে পিছিয়ে থাকছে। আজ মেশিনারি লোহা কেমিক্যাল ও ইলেকট্রিকাল কাজের মধ্য যারা আছেন তাদের ভাগ্য সহায়ে। পরিবারক দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ তৈরী হবে।

বৃষ রাশি : যারা বেতন ভুক কর্মচারী তাদের আজকে অতীব শুভ দিন। সোনার অলংকার, রুপোর অলংকার বা কোনো ধাতুর ব্যবসা যারা করেন আজ কোনো নতুন চুক্তি সম্পাদন হবে। পরিবারে বয়স্ক মানুষকে সময় দিন লাভ প্রাপ্তি হবে। ক্রোধ আর বাবাদের দ্বারা সম্পর্ক ভাঙ্গে সম্পর্ক গর্তে গেলে মেজাজ মর্জিকে ঠান্ডা করুন। প্রেমিক যুগল আজ শুভ যোগ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজ শুভ।

মিথুন রাশি : তাড়াহুড়োর ফলে আজ কতটা ভুল হয়ে পরবে। আজ সচেতই থাকুন নয়তো কোনো প্রিয় জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তি কারণ তর্ক বিতর্ক রান্না করা খাবার নিয়ে আজ পরিবারে মতবিরোধ। স্পষ্ট কথা বলা ভালো কিন্তু বলার আগে কয়েক সেকেণ্ড যদি ভেবে নেন তাহলে অশান্তি কম হয়। শশুর বাড়ির এক সদস্যের কারণে পরিবারে তিক্ততা বৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বিবাহের ব্যাপারে যে পাকা কথা আটকে ছিল আজ তার শুভ সম্পন্ন হবে। সন্তানের নামে যে টাকা রেখেছেন আজ সেখান থেকে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। প্রবীণ নাগরিক যারা পেনশন পান তাদের অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব। যে প্রতিবেশীকে আপনি এড়িয়ে চলতেন আজ তার সহযোগিতায় পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ বা অর্থ লগ্নি ব্যবসা যারা করেন তাদের আজ অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব।

সিংহ রাশি : হোটেল রেস্তোরা ব্যবসা যাদের তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি। যারা জমি বাড়ি এজেন্সির কাজ করেন তাদের আটকে থাকা কাজ আজ হয়ে পরবে। পরিবারে স্বামী স্ত্রীর বন্ধন অতিব শুভ। ফোনের মাধ্যমে সুসংবাদ প্রাপ্তি। ছাত্র ছাত্রী দের অতীব শুভ। চাকরির জন্য যারা আবেদন করছেন তারা আজ বহু মানুষের সহোযোগিতা পড়েন।

কন্যা রাশি : বীমা সংক্রান্ত কাজ বা ট্যাক্স সম্পর্কিত কাজের মধ্যে যারা রয়েছেন আজ তাদের জন্য কোনো সুখবর রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের ফোন আপনাকে উৎসাহিত করবে। পরিবারে এমন একজন কেউ অথিতি আতিথেয়তা গ্রহণ করবে আপনার নৈরাশ হতাশা কেটে যাবে। প্রেমিক যুগল আজ পরস্পরকে সময় দিয়ে আনন্দের বাতাবরণ তৈরী করবেন।

তুলা রাশি : আপনার কোনো প্রিয় জিনিস আজ হারিয়ে যেতে পারে। সচেতন থাকুন পরিবারে সদস্যদের নিয়ে। এমন একটি ঘটনার আলোচনা হবে যা আপনি ভুল বুঝে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। অনাত্মীয় আপনার বাড়িতে আজ অতিথি হবে। ধৈর্য রাখুন নয়তো ছোট ঘটনায় বিবাদ বিতর্ক তৈরী হয়ে আপনার সম্মান হানি হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ এমন একটি ফোন আসবে যে ফোন এ আপনা মেজাজ হারিয়ে ফেলবেন।

বৃশ্চিক : রাশি নতুন কিছু কেনা কাটা হওয়ার পরে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মনোবল আজ তুঙ্গে থাকার কারণে বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। অর্থ করির ব্যাপারে আজ লাভ প্রাপ্তির সম্ভব। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

ধনু রাশি : নতুন কাজের জন্য যে আবেদন করেছিলেন আজ সেখান থেকে সুখবর পাবেন। আজ পুরাতন বান্ধব বা বান্ধবীর দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। তবে সম্পতির কে কেন্দ্র করে যে দুশ্চিন্তা চেপে বসেছে আপনার মাথায় সেটা কাটতে আর একটু সময় লাগবে। যে সঙ্গীকে বেছে নিচ্ছেন আগামী জীবনের জন্য জন্য তিনি আপনার বিশ্বাস ভাজন তো?

মকর রাশি : লোহা, তেল, কেমিক্যাল, তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে যারা আছেন তাদের অতীব শুভ ফল প্রাপ্ত হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও ছোট খাটো কোনো বিবাদ বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা। যারা মেকানিকাল কাজে তাদের অতীব শুভ যোগ।বান্ধবীর দ্বারা শশুর বাড়ির কোনো সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। তবে দলিল দস্তাবেজ গুছিয়ে রাখুন। ঋণ পরিশোধের কোনো সুযোগ আসবে।

কুম্ভ রাশি : আজ এই শুভ নক্ষত্র যোগে বেকার ছেলে মেয়েদের কর্ম প্রার্থীর সুযোগ আসবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র এর আপনার বুদ্ধির দ্বারা নষ্ট হবে, আজ সম্মান প্রাপ্তি হবে। শিল্পী লেখক কলাকুশলীদের আজ সৌভাগ্য যোগ। এক রাজনৈতিক নেতার দ্বারা উপকার পাবেন। প্রেমিক যুগল কথা রাখুন সম্পর্ক শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ না হলেও নক্ষত্র বিচারে অশুভ যোগ নেই। আজ যদি কথা কম বলেন অন্যের কথা বেশি শোনেন তাহলে আপনার কাজটা এগিয়ে যাবে। বিদ্যার্থীরা একটু ধৈর্য ধরতে হবে। গ্রহ সনস্থান খুব ভালো নয়। আজ একটু সতর্ক থাকা ভালো পরিবারে আপনাকে ভুল বুঝে কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনা হবে। আপনার নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি নিয়ে আপনি বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন।

(আজ ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৭০ তম প্রয়াণ দিবস। আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস। স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় র ভুমিষ্ঠ দিবস।)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

গ্রামোন্নয়নের কাজে স্বচ্ছতায় নজর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে গ্রাম উন্নয়নের কাজে স্বচ্ছতা আনতে রাজ্য সরকার সরকারি প্রকল্পগুলির সুযোগ গ্রামের মানুষ ঠিকমত পাচ্ছেন কিনা তা নিয়ে সমীক্ষা শুরু করছে। সরকারের তরফে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতকে দেওয়া অর্থ সঠিক খাতে ব্যবহার করা হচ্ছে কি না, সেই হিসেবও এবার নেওয়া হবে বলে খবর। বেশ কিছু জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতি তাদের কাজের হিসেব সময় মতো দাখিল করছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। সে কারণে এবার এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। সঠিক সময় হিসেব না দেওয়ার কারণ এবার ওই সমস্ত স্থানীয় প্রশাসনের কাছে জানতে চাওয়া হবে।

উল্লেখ্য, গত কয়েক বছর ধরে সরল-আইএফএমএস-এর মাধ্যমে আয়-ব্যয়ের হিসেব জমা দেওয়ার বিষয়টি বাধ্যতামূলক করেছে রাজ্য সরকার। ছোট থেকে বড়, সমস্ত খরচই এক্ষেত্রে পোর্টালে আপলোড করতে হবে জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দেখা গিয়েছে বেশ কয়েক জায়গায় স্থানীয় প্রশাসন এক্ষেত্রে নবান্নের নির্দেশ অমান্য করেছে। এই অভিযোগ উঠেছে তিনটি জেলা পরিষদ এবং ২৩ টি পঞ্চায়েত সমিতির বিরুদ্ধে। নিয়ম অমান্য করা জেলা পরিষদের তালিকায় রয়েছে, কোচবিহার, নদিয়া এবং হুগলি। তাদের কাছ থেকে ইতিমধ্যে এই বিষয়ে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে রাজ্য পঞ্চায়েত দফতরের তরফে। আগামী ২৫ জুন পঞ্চায়েত দফতরের একটি কর্মশালা রয়েছে। কর্মশালায় এই সমস্ত জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতির দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের হাজিরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

মট্রো যাত্রা সুরক্ষিত করাই লক্ষ্য। কালিঘাট এবং রবীন্দ্রসরোবর মেট্রো স্টেশনে অগ্নিনির্বাপণের একটি প্রশিক্ষণশালা আয়োজিত হয়। কলকাতা পুলিশ, আরপিএফ ও মেট্রো স্টাফরা এই প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেন।

জরাজীর্ণ বিদ্যাপতি সেতুর হাল ফেরাতে দ্রুত শুরু হবে কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেহাল দশা শিয়ালদার বিদ্যাপতি সেতুর। বয়সের ভারে ও দীর্ঘদিনের রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে শহরের ওই অন্যতম ব্যস্ত সেতুর বিভিন্ন অংশের কার্যত ভগ্নপ্রায় অবস্থা। তাই এবার দ্রুত সংস্কারের মাধ্যমে বিদ্যাপতি সেতুর স্বাস্থ্য ফেরানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে কেএমডিএ ও পুরসভা। এর জন্য বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ১৫ কোটি টাকাও। কিন্তু সেই সংস্কারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে বিদ্যাপতি সেতুর নিচে গড়ে ওঠা শিশির মার্কেট। সেতু সংস্কারের কাজ শুরু হলে দীর্ঘদিন ওই মার্কেট পুরোপুরি বন্ধ রাখতে হবে। কিন্তু সেখানকার ব্যবসায়ীরা তা মানতে নারাজ। শিশির মার্কেটের দোকানদারদের দাবি অন্যত্র স্থানান্তর। এবং তা নিয়েই তৈরি হয়েছে সমস্যা। মঙ্গলবার সেই জট কাটাতে যৌথভাবে পরিদর্শন করবেন কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভলপমেন্ট অথরিটি (কেএমডিএ) ও কলকাতা পুরসভার আধিকারিকরা। এই নিয়ে শুক্রবার কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, আমরা প্রস্তুত রয়েছি। ওই ব্রিজটির স্বাস্থ্যের অবস্থা খুবই শোচনীয়। কেএমডিএ ও কেএমসির তরফে দ্রুত সেই সেতুর সংস্কারের কাজ শুরু হবে। পুজোর আগে কিছুটা

কাজ হবে, বাকিটা হবে পুজোর পর। কিন্তু কাজ চলাকালীন অন্ততপক্ষে একমাস বন্ধ রাখতে হবে সেতুর নিচের শিশির মার্কেট।

মাঝেরহাট ব্রিজ দুর্ঘটনার পরই কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন সেতু ও উড়ালপুলের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছিল। সেই সমীক্ষাতেই জরাজীর্ণ সেতুগুলির মধ্যে উঠে এসেছে বিদ্যাপতি সেতুর নাম। ইতিমধ্যেই ব্রিজের বিভিন্ন অংশে টুকরো টুকরো চাঙর ভেঙে পড়ছে। তাই যত দ্রুত সম্ভব ওই সেতু ঢেলে সংস্কারের প্রয়োজন পড়েছে। সেতুর নিচের দিকের অংশ শক্তিশালী করে গোটা কাঠামোকে আরও দৃঢ় করা হবে। প্রতিটি পিলারের গায়ে লোহার খাঁচা দিয়ে কংক্রিট ওয়াল কভার করা হবে। এতে পিলারগুলি আরও শক্ত হবে। বেশকিছু অংশ ভেঙে ঠিক করতে হবে। সেতুর চারটি পথের রিলিং নতুন করে করা হবে। কিন্তু অনেকদিন ধরেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরও কাজ শুরু করা যায়নি। সেতুর নিচের বিরাট শিশির মার্কেট নিয়েই তৈরি হয়েছে সমস্যা। প্রায় হাজারখানেক দোকান একমাস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তেই বেঁকে বসেছেন দোকানদাররা। সেই সমস্যা কাটাতেই মঙ্গলবার যৌথ পরিদর্শনে যাবে কেএমডিএ ও কেএমসি। ধাপে ধাপে দোকান সরিয়ে কাজ করা যায় কি না, সেটাও খতিয়ে দেখা হবে। প্রয়োজনে মেয়র ফিরহাদ হাকিম নিজেও বাজার সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন বলে খবর।

বি আর আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তফসিলি জাতি-উপজাতি এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বেলেঘাটার সেলস ট্যাক্স অফিসে পালিত হল ডক্টর বিআর আম্বেদকর জন্ম জয়ন্তী। শনিবারের এই অনুষ্ঠান থেকে সামাজিক সচেতনতার বার্তা দেওয়াই লক্ষ্য ছিল আয়োজকদের। এদিনের এই অনুষ্ঠানে আর্থিক দিক থেকে প্রান্তিক শ্রেণির মানুষদের এবং মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সাহায্যের ব্যাপারেও বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। একইসঙ্গে এদিনের অনুষ্ঠান থেকে যোগা সম্পর্কেও সচেতনতার বার্তা দেওয়ার পশাপাশি আলোচনা হয় সাপে কামড়ানোর ঘটনায় কী করা উচিত তা নিয়েও।

বেলদা স্টেশনের কাছে মালগাড়ির ইঞ্জিনে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা স্টেশনের কাছে মালগাড়িতে আগুনের পর অবারও মাল গাড়ির ইঞ্জিনে আগুন লাগার ঘটনা ঘটল। শনিবার হাওড়ার বালিটিকুড়ি শেখ পাড়ার কাছে আচমকাই দেখা যায় ইঞ্জিন থেকে কালো ধোয়া বেরচ্ছে। ঘটনায় পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান ভট্ট নগরের দিক থেকে সাঁতরাগাছির দিকে মালগাড়িটি যাচ্ছিল। ওই মালগাড়ির সঙ্গে দুটি ইঞ্জিন ছিলো। আচমকাই তারই একটিতে আগুন লাগে। যদিও কিভাবে ঘটনা ঘটলো তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেই জানান তিনি। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টাতে আগুন সম্পূর্ন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন দমকলের আধিকারিকরা।

দক্ষিণবঙ্গে বর্ষার প্রবেশ, তবে এখনই ভারী বৃষ্টি নয়

নিজস্ব প্রতিবেদন : অবশেষে বর্ষা ঢুকেছে রাজ্যের দক্ষিণে। নির্ধারিত সময়ের আগেই উত্তরে বর্ষা ঢুকে গেলেও দক্ষিণে লেটলতিফ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। অর্ধেক জুন পর্যন্ত ঘাম ঝরানো গরমে নাজেহাল করে অবশেষে শুক্রবার দক্ষিণের জেলাগুলিতে প্রবেশ করেছে মৌসুমি বায়ু। তবে বর্ষা এসে গেলেও এখনই ভারী বৃষ্টি পাবে না কলকাতা-সহ দক্ষিণের জেলাগুলি। শনিবার সকাল থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণের বিভিন্ন জেলায় আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামে। বীরভূম, পুরুলিয়া-সহ পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে বৃষ্টি বেগ ছিল যথেষ্ট বেশি। কিন্তু বেলা বাড়তেই ভ্যাপসা গরমও তরতরিয়ে বাড়ে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, রবিবার ও সোমবার দক্ষিণের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত হালকা বৃষ্টি হলেও এমনই আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরমে হাঁসফাঁস করতে হবে মানুষকে। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে। তবে এখনই ভারী বৃষ্টির দেখা মিলবে না। মঙ্গলবার থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণের প্রায় সব জেলাতেই। রয়েছে বজ্রপাতের আশঙ্কাও। অন্যদিকে, আগামী ২-৩ দিনে রাজ্যের উত্তরের বেলাগাম বৃষ্টি অনেকটাই কমবে। তারপর বুধবার থেকে বৃষ্টির দাপট ফের বাড়বে উত্তরের দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে। কিন্তু হাওয়া অফিস জানিয়েছে, উত্তরে ফের মেঘভাঙা বৃষ্টি শুরু হলে দক্ষিণের ভাগ্যে বৃষ্টির পরিমাণ কমে যাবে। সেক্ষেত্রে ভরা বর্ষাতেও দক্ষিণে বৃষ্টির আকাল দেখা দিতে পারে।

সায়নীকে সংবর্ধনা ১০১ নম্বর ওয়ার্ডের তরফে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বিপুল জয় পেয়েছে বাংলার শাসকদল তৃণমূল। এই জয় উপলক্ষ্যে গাঙ্গুলি বাগানের কলকাতান কমিউনিটি হলে ১০১ নম্বর পুরসভার তরফ থেকে এক বিজয় উৎসবের আয়োজন করা হয়। সেখানে নবনির্বাচিত সাংসদ সায়নী ঘোষকে নাগরিক সংবর্ধনা প্রদান করা হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ কলকাতার সাংসদ মালা রায়, ১০১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং কলকাতা পুরসভার মুখ্য সচেতক বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত, প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী এবং, কাউন্সিলর কাজরি বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফের ছেলেধরা সন্দেহে গণপ্রহার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দু'দিন আগেই ছেলেধরা সন্দেহে বারাসাতের কামাখ্যা এলাকায় এক মহিলা-সহ তিন জনকে গণপিটুনি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল স্থানীয়দের বিরুদ্ধে। এবার ছেলেধরা সন্দেহে এক যুবককে বেদম প্রহার করার অভিযোগ উঠল মোহনপুর থানার ব্যারাকপুর কাঁঠালিয়া এলাকায়। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই যুবক কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গিয়েছে, পাতুলিয়া পঞ্চায়েতের রুইয়া মধ্য পাড়ার বাসিন্দা নাজির হোসেন নামে এক যুবক শুক্রবার রাতে কাঁঠালিয়ায় ঈদের মেলায় ঘুরতে গিয়েছিল। সেখানে কয়েকজন যুবক তাঁকে ঘিরে বাচ্চা চুরি করতে আসার অভিযোগ তুলে গণপিটুনি দেয় বলে অভিযোগ। ঘটনাকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ালে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে মোহনপুর থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেয়। এদিকে দোষীদের শাস্তির দাবিতে আক্রান্ত যুবকের প্রতিবেশীরা এসে মোহনপুর থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। পাড়ার নিরীহ ছেলেকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে মারধরের ঘটনায় জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হন তাঁরা। ঘটনা নিয়ে আক্রান্তের পড়শি অতনু দাস বলেন, নাজির খুব ভালো ছেলে। মারধরের ভিডিও ফুটেজ প্রশাসনের কাছে দেওয়া হয়েছে। আসল ঘটনা প্রশাসন অনুসন্ধান করে দেখুক।

এলটিসি: নয়া নির্দেশিকা রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারি কর্মী ও আধিকারিকদের এলটিসিতে গাড়ি ভাড়া বাবদ টাকা পাওয়া নিয়ে নির্দিষ্ট নিয়ম তৈরি হল। অর্থ দফতর এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। গাড়ি ভাড়া প্রতি কিলোমিটারে সর্বোচ্চ ১৬ টাকা দেওয়া হবে। এই সংক্রান্ত বিষয়ে দফতরগুলিকে নিজেদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এর আগে বিমান ট্রেনের টিকিটের দাম পেলেও গাড়ি ভাড়া করলে কত টাকা পাওয়া যাবে তা নিয়ে নির্দিষ্ট কোনও নিয়ম ছিল না। ফলে গাড়ি ভাড়ার বিল পেশ করলেও তা অনেক সময় দেওয়া হতো না। আবার কোনও কোনও সময় গাড়ির অত্যধিক ভাড়ার বিল পাশ হয়ে যেত এমন অভিযোগও উঠেছে। এই সংক্রান্ত সমস্যা নিরসনেই এবার সুনির্দিষ্ট বিধি জারি করা হলো।

স্কুল পড়ুয়াদের নিরাপত্তায় অগ্রাধিকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্কুল পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে এর আগে বহুবার দফায় দফায় স্কুল বাস মালিক, অভিভাবক, পুলকার চালক পুলিশের সঙ্গে বৈঠক করেছে রাজ্য পরিবহন দফতর। এবার কিভাবে গাড়ি চালাতে হবে বা কী ব্যবস্থা রাখতে হবে, অভিভাকদেরই বা কী বিষয় সচেতন হতে হবে সেই নিয়ে একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করল পরিবহন দফতর। ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, গাড়ির মালিকদের গাড়ির বৈধ কাগজ, ফিটনেস, লোকেশন ট্র্যাকিং ডিভাইস রাখতে হবে। গাড়িতে হাত মাথা পা যাতে বের না করা যায়, সেই জন্য সুরক্ষিত দরজা জানলা, বাইরে থেকে দৃশ্যমান কাচ, পর্যাপ্ত আলো, ব্যাগ রাখার জায়গা, সিটবেল্টের ব্যবস্থা, ফার্স্ট এইড বক্স, আগুন যাতে না লাগে তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রতি স্কুলে একজন করে ট্রান্সপোর্ট ম্যানেজার রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গাড়ির কাগজপত্র ও যন্ত্রপাতি নিয়মিত পরীক্ষা করাতে হবে। অভিভাবকদের বলা হয়েছে, গাড়ির মালিক ও ড্রাইভারদের পরিচয়পত্র ও ফোন নম্বর রাখতে হবে। পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানান, 'এর আগে বহুবার মিটিং হয়েছে। আমাদের অগ্রাধিকার শিশুরা যাতে নিরাপদ ভাবে স্কুলে যাতায়াত করতে পারে। এই নির্দেশিকা সকলকে মেনে চলতে হবে অন্যথায় আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৩ জুন ২০২৪ ৮ আষাঢ় ১৪৩১ রবিবার

নবনির্বাচিত দুই বিধায়কের শপথ ঘিরে রাজ্য-রাজভবনে সংঘাত তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বরানগরের সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভগবানগোলার রেয়াত হোসেন-দুই বিধায়কের শপথ গ্রহণ নিয়ে বিস্তর টালবাহানা। বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর প্রায় ১৫-১৬ দিন কেটে গিয়েছে। শপথ না হওয়ার জন্য ওই দুই এলাকায় নাগরিক পরিষেবা ব্যহত হচ্ছে বলে অভিযোগ শাসক দলের একাংশের। সেই শপথ গ্রহণ করানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে অনুরোধ করে বিধানসভা। রাজভবন সূত্রের খবর, রাজ্যপাল দুই বিধায়ককে চিঠি দিয়েছেন। ২৬ জুন দুপুর ১২টায় তিনি সময় দিয়েছেন। যদিও এ নিয়ে অধ্যক্ষ কিংবা পরিষদীয় দলনেতার কাছে কোনও চিঠি যায়নি বলেই খবর। সূত্রের খবর, রাজভবন থেকে যে চিঠি এসেছে, সেখানে ২৬ জুন দুই বিধায়ককে শপথবাক্য পাঠ করানোর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কে সেই শপথ পড়াবেন তার উল্লেখ নেই চিঠিতে।

সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

রেয়াত হোসেন

এই প্রসঙ্গে পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানান, 'এটা অপমানজনক। কাকে দিয়ে শপথ গ্রহণ করানো হবে, সেটা বলা হয়নি। মনোনীত ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে এখানে, একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির কাছে তা যথেষ্ট অপমানজনক। এটা রীতি নয়। আর তাছাড়া শপথ নিয়ে স্পিকারের চিঠির কোনও উত্তর না দিয়ে রাজ্যপাল নিজে বিধায়কদের চিঠি লিখলেন কেন, সেই প্রশ্নও থাকছে। আমরা বিষয়টা নিয়ে দলীয় স্তরে আলোচনা করছি। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ নেওয়া হবে। তার পরই ঠিক হবে, ২৬ জুন অনুষ্ঠানে যাওয়া হবে কি না।'

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, এর আগে সায়ন্তিকা ও রেয়াত হোসেনের শপথ নিয়ে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যপালকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তার কোনও উত্তর আসেনি। শনিবার রাজ্যপালের তরফে আলাদা চিঠি পাঠানো হয়েছে দুই ভাবী বিধায়ককে। বরানগরের সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় চিঠি পেয়েই যোগাযোগ করেন পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। কেন হঠাৎ আলাদা করে বিধায়কদের চিঠি, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এছাড়া চিঠির বয়ানেও আপত্তি তুলেছে পরিষদীয় দল।

এদিকে আবার বরানগরের বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, একটি চিঠি শুক্রবার তাঁর কাছে এসেছে। কিন্তু দলের নির্দেশ না পেলে তিনি যাবেন না। অন্যদিকে রেয়াত হোসেন জানান তিনি চিঠিই পাননি।

রাজপুর-সোনারপুর ওয়ার্ড কার্যালয়ে হামলা ফের তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোনারপুর-রাজপুর পুরসভায় ১ নম্বর ওয়ার্ডের কার্যালয়ে দুষ্কৃতি তাণ্ডব। বেশ কয়েকজন মহিলাকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। শনিবার দুপুর থেকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গড়িয়ার একাংশ। খবর পেয়ে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পিন্টু দেবনাথের কার্যালয়টি গড়িয়া স্টেশন সংলগ্ন ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে অবস্থিত। কাউন্সিলরের সঙ্গে দেখা করার জন্য এই অফিসে রোজই এলাকার বহু বাসিন্দা আসেন। নানা প্রকার সার্টিফিকেট নিতে আসেন অনেকেই। এদিনও পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে অনেকেই এসেছিলেন। অভিযোগ, আচমকা কিছু লোকজন এসে বাঁশ লাঠি নিয়ে হামলা চালাতে শুরু করে। পার্টি অফিসের চেয়ার টেবিলও ভেঙে দেওয়া হয়। তবে এই ঘটনার সময় কাউন্সিলর অফিসে ছিলেন না। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, পুরানো শত্রুতার জেরেই এই হামলা হয়ে থাকতে পারে। ঘটনায় আহত হয়েছেন বাপি হাজরা, প্রতাপ মিশ্র, বাপ্পা ও রাজকুমার নামে চারজন। অন্যদিকে মারধরের ঘটনার পিছনে অমিত হালদার, সিরাজ, আতাবুল, মিলন বলে চারজনের নাম উঠে আসছে। কিন্তু, এদের পিছনে কারা রয়েছে, কী উদ্দেশ্যে হামলা চালানো হল খতিয়ে দেখছে পুলিশ। অপাতত কার্যালয়টি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

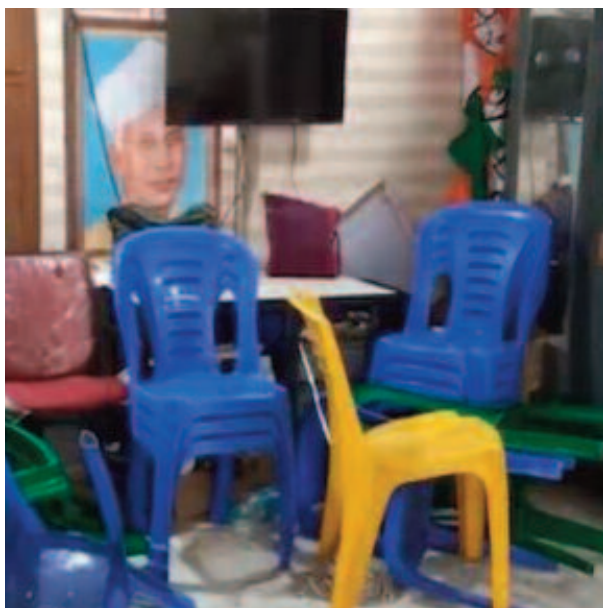

অন্যদিকে, ভাঙচুরের জন্য অমিত হালদার নামে অভিযোগ করেন রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর পিন্টু দেবনাথ। অমিত হালদারের পাল্টা বক্তব্য, তিনি তৃণমূলেরই সমর্থক। এলাকায় তৃণমূল কাউন্সিলরের আশ্রয়ে থাকা সফিকুল শেখ, বাপি হাজরা, মানু হাজারিকা বেআইনিভাবে জোর করে জমি দখল করায় তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন।

তারই জেরে গত ৩০ এপ্রিল অমিতকে প্রাণে মারার চেষ্টা করা হয় বলেও অভিযোগ। সূত্রের খবর, সফিকুলরা এদিন তৃণমূলের কার্যালয়ে রয়েছে এই খবর পেয়ে জলপোলের বাসিন্দারা গড়িয়া স্টেশন সংলগ্ন কার্যালয়ে যান। দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায়। যদিও কাউন্সিলরের বক্তব্য, অমিতরাই দুষ্কৃতিমূলক কাজে জড়িয়ে।

কাউন্সিলর পিন্টু দেবনাথ এই প্রসঙ্গে জানান, 'যারা হামলা চালিয়েছে তাঁরা এলাকায় অসামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত। আগে বিজেপি করতো। তবে সম্প্রতি তৃণমূলে আসে।' তিনি এও জানান, পুলিশকে বলা হয়েছে তদন্ত করতে। দলীয় নেতৃত্ব বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন। তারা খোঁজ নিয়েছেন। এদিকে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একটা বড় অংশের মতে, কাউন্সিলরের মন্তব্যেই স্পষ্ট গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের আবহ যে বর্তমান তা স্পষ্ট।

উপনির্বাচনে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি রাখতে তোলাবাজি বন্ধের নিদান কুণালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সামনেই উত্তর কলকাতার মানিকসভা বিধানসভায় উপনির্বাচন। তার মধ্যে এই নির্বাচনের আগে শাসকদলরে কাছে গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে 'তোলাবাজি'। এবার তোলাবাজি রুখতে কাউন্সিলরকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে নির্দেশ দিতে দেখা গেল কুণাল ঘোষকে। মানিকতলা উপনির্বাচনের প্রচারে গিয়ে দলের একাংশের তোলাবাজি নিয়ে সরব হলেন কুণাল। সূত্রে খবর, ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অমল চক্রবর্তীকে নির্দেশ দেন কুণাল। ওই ওয়ার্ডের কুমোর পাড়ায় তলাবাজির জেরে জেরবার ব্যবসায়ীরা। অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে কাউন্সিলরকে নির্দেশ কুণালের।

সূত্রের খবর, কুণাল কাউন্সিলরদের উদ্দেশ্যে স্পষ্টতই জানিয়েছেন, 'ক্যানেল ইস্ট রোড থেকে অভিযোগ এসেছে। আমাদের

সঙ্গে থাকা দু'একজন কোনও অন্যায় আবদার করছে।' আর এখানেই কুণালের বক্তব্য, 'কোনও সমস্যা হলে তা প্রাথমিক অবস্থাতেই মেটাতে হবে কথা বলে। যাতে কারও মনে এতটুকু ক্ষোভ না থাকে। যার প্রভাব যেন উপনির্বাচনে না পড়ে। সেটা করা যাবে না। যাঁরা করছে তাঁদের কাছে খবর চলে যাবে। নয় সিধে হবে, নয় আইনের ব্যবস্থার মধ্যে পড়বে। সোজা কথা বলে দিলাম।'

প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচনে বড় সাফল্য পাওয়ার পরেও তৃণমূল দেখছে শহরাঞ্চলের মানুষ মুখ ঘোরাচ্ছে শাসকদলের থেকে। তাতেই চিন্তায় ঘাসফুল শিবিরের একেবারে শীর্ষ নেতারা। দলে তোলাবাজি নিয়ে একাধিকবার সরব হয়েছে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরব হয়েছেন দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এদিনই আবার সুব্রত বক্সি দক্ষিণের দুই কাউন্সিলরকে শো-কজও করেছেন। এদিকে কলকাতার ৪২ থেকে ৪৬ টা ওয়ার্ডে তৃণমূলের থেকে এগিয়ে আছে বিজেপি। সেটা ভাবাচ্ছে ঘাসফুল শিবিরকে। তারমধ্যেই কুণালের এই সতর্কবাণী যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই ধারনা রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। যদিও কুনালের বক্তব্যের দ্বিমত প্রকাশ করতে দেখা গেল মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে। তিনি বলেন, 'কাউন্সিলরের দায়িত্ব নয় তোলাবাজি দেখা। তোলাবাজি দেখার দায়িত্ব প্রশাসনের।'

সাঁতারুর মৃত্যুর ঘটনায় ধৃত প্রশিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুর নোনা চন্দনপুকুর এথলেটিক ক্লাবের সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে খুদে সাঁতারুর মৃত্যুর ঘটনায় ধৃত এক প্রশিক্ষক। মৃতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে টিটাগড় থানার পুলিশ কৌশিক কিংকর ঘোষ নামে ওই প্রশিক্ষককে গ্রেপ্তার করে। শনিবার ধৃত প্রশিক্ষককে ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতকে ১৪ দিন জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। যদিও ধৃতের দাবি, প্রতীককে জল থেকে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপরে এই ঘটনা ঘটেছে। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার সন্ধেয় ব্যারাকপুর নোনা চন্দনপুকুর এথলেটিক ক্লাবের সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে আট বছরের প্রতীক বিশ্বাসের। মৃতের পরিবার অভিযোগ করে, প্রশিক্ষকের গাফিলতিতেই প্রতীকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে টিটাগড় থানায় অভিযোগ দায়ের

করা হয়। প্রসঙ্গত, শুক্রবার বেলায় ব্যারাকপুর সুকান্ত সরণিতে মৃত প্রতীকের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। মৃতের পরিবারকে তিনি আইনি সহায়তা দেবার আশ্বাসও দেন তিনি। এরপরই পুলিশ নড়েচড়ে বসে। গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত প্রশিক্ষককে।

বুধবার পর্যন্ত রাজ্যে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী: হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকার সময়সীমা ফের বাড়ানোর ইঙ্গিত দিল হাইকোর্ট। ভোট-পরবর্তী সন্ত্রাস রুখতে আগামী বুধবার পর্যন্ত বাহিনী রাখার পক্ষেই মত দিল বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যর ডিভিশন বেঞ্চ। আগামী বুধবার ফের শুনানি রয়েছে। প্রসঙ্গত, হাইকোর্টের আগের নির্দেশ মতো শুক্রবারই ছিল রাজ্যে বাহিনী থাকার শেষ দিন। এদিকে ভোট-পরবর্তী হিংসা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজভবন সূত্রে খবর, ভোট-পরবর্তী হিংসা নিয়ে অন্তত ১ হাজার ২৫টি অভিযোগ জমা পড়েছে রাজ্যপালের কাছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে তা জানতে চেয়েছেন রাজ্যপাল।

এদিন আদালতে মামলাকারী আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিব্রিওয়াল হলফনামা জমা দিয়ে অভিযোগ করেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সন্ত্রাসের জেরে বিরোধী দলের সমর্থকরা ঘর ছাড়া। কোথায় কতজন আক্রান্ত, তার হিসেবও জমা দেন তিনি। যাঁদের বাড়িতে লুঠপাট চলেছে বলে অভিযোগ, তাঁদেরও তালিকা দেওয়া হয়। পরিবারগুলিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিও জানানো হয়। এর পাশাপাশি আর এক আইনজীবী সুস্মিতা সাহা দত্ত দাবি করেন, এই বিষয়ে তদন্তভার সিবিআইকে দিতে হবে। কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের সময়ও বাড়াতে হবে। আর এক মামলাকারীর আইনজীবী সৌম্য মজুমদার দাবি করেন, বর্তমানে রাজ্যের কী অবস্থা, রাজ্য ও কেন্দ্র তার প্রকৃত তথ্য তুলে ধরুক। বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনও বলেন, প্রকৃত অবস্থা কী, আমরা জানতে চাই।

তবে রাজ্যের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত জানান, ডিজির অফিসে ৪ জুন থেকে ১৮ জুন পর্যন্ত অভিযোগ জানিয়ে ৮৫৯টি ইমেল এসেছে। ২০৪টি ক্ষেত্রে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। বাকি ১৭৫টি নন-কগনিজেবল। ১৭৯টি ক্ষেত্রে কোনও অভিযোগ প্রকাশ পায়নি। ২০৯টি মিথ্যে অভিযোগ চিহ্নিত হয়েছে। ৪৫টি ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে পারিবারিক ঝামেলা। হিসেব অনুযায়ী প্রতিদিন রাজ্যের প্রতি জেলায় গড়ে ১০টি করে অভিযোগ হয়েছে। রাজ্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। রাজ্য মনে করছে না আরও বেশি সময় কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকার দরকার আছে। বিচারপতি ট্যান্ডনের বক্তব্য, অভিযোগ যাই হোক, প্রশ্ন বাহিনী রাখা জরুরি কিনা। কেন্দ্রের তরফে এএসজি অশোক চক্রবর্তী বলেন, 'হাইকোর্ট নির্দেশ দিলে বাহিনী রাখতে আপত্তি নেই কেন্দ্রের।' এরপরই বিচারপতি জানান, আপাতত পুলিশ অভিযোগের জায়গাগুলিতে কড়া নজরদারি করবে। বুধবার পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে।

ফের ভুলের গেরোতে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের টেট

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের 'ভুল'-এর গেরোতে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের টেট। ২০২৩-এ অনুষ্ঠিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও উত্তরের অপশন নিয়েও প্রচুর অভিযোগ জমা পড়ল। পরীক্ষা পদ্ধতির স্বচ্ছতা বজায়ে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ প্রশ্নের মডেল অ্যানসার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে। এরপরই প্রশ্নপত্র ও মডেল উত্তর চ্যালেঞ্জ করেই ইতিমধ্যে ৪৬৫টি অভিযোগ জমা পড়েছে পর্ষদে। পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল শুক্রবার বলেন, 'সোমবার থেকে পর্ষদের বিশেষজ্ঞ কমিটি অভিযোগ বিশ্লেষণ শুরু করবে। মডেল অ্যানসার এবং অভিযোগ খতিয়ে দেখে যেটা সঠিক, সেটাই চূড়ান্ত করা হবে। তার ভিত্তিতেই ফলপ্রকাশ হবে।'

প্রসঙ্গত, গত বছর টেটের দিনই প্রশ্নপত্র এবং ওএমআর কপি পেয়েছিলেন পরীক্ষার্থীরা। এরপর উত্তরমালা প্রকাশ করে পর্ষদ। পরীক্ষার্থীদের তা ভুল মনে হলে চ্যালেঞ্জ জানানোর সুযোগ দেওয়া হয়। তার ভিত্তিতেই সাড়ে চারশোর বেশি অভিযোগ জমা পড়েছে। তবে ঠিক ক'টি প্রশ্নের উত্তর ভুল বলে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, তা জানা যায়নি। এদিকে ২০১২, ২০১৪, ২০১৭ এবং ২০২২-এর প্রাথমিকের টেটেও প্রশ্ন ভুল অথবা উত্তরের অপশন ভুল অভিযোগে মামলা হয়েছিল। ২০১২-র টেটের ভিত্তিতে সাড়ে ১৭ হাজার নিয়োগের পরেও একটি প্রশ্নের উত্তর ভুলের জেরে আদালতের রায়ে আরও ৯০০ জনের চাকরি হয়। ২০১৪-র টেটের ভিত্তিতে দু'দফায় ৪২,৯৪৯ ও সাড়ে ১৬ হাজার শিক্ষক নিয়োগের পর ছ'টি প্রশ্ন ভুল নিয়ে মামলায় দফায় দফায় আরও অসংখ্য (১৩০, ৯৭, ৪৭৪ ও ৭৩৮) নিয়োগ হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, অতিরিক্ত এক নম্বর পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগে ২৬৯ জনের চাকরিও বাতিল করেছে হাইকোর্ট। ২০১৭-য় ২০টি এবং ২০২২-এর টেটের প্রশ্ন ও উত্তরের অপশনে ২৪টি ভুল সংক্রান্ত মামলায় যথাক্রমে বিশ্বভারতী ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে দায়িত্ব দিয়েছিল হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ। তা চ্যালেঞ্জ করে পর্ষদ ডিভিশন বেঞ্চে গেছে। পর্ষদের যুক্তি, প্রশ্ন বা উত্তরে ভুল রয়েছে কিনা, তা যাচাইয়ে সবচেয়ে উপযোগী পর্ষদের বিশেষজ্ঞ কমিটিই। আর এই কমিটিতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিও রয়েছেন। তবে চাকরিপ্রার্থীদের বক্তব্য, প্রশ্ন বা উত্তরের অপশনে ভুল নির্ধারিত হওয়ার আগেই নিয়োগ হয়ে যায়। পরবর্তীতে সেই প্রশ্ন ভুলে সব পরীক্ষার্থী বা সব মামলাকারীর চাকরি কিন্তু বিবেচনা করা হয় না।

দুই কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদন : একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে এলাকার মানুষকে পরিষেবা দেওয়াই হল মূল ধর্ম। দলের মধ্যে সৌহার্দ্যের পরিবেশ নষ্ট করে ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতি মোটেই বরদাস্ত করবে না তৃণমূল কংগ্রেস। দক্ষিণ কলকাতার দুই কাউন্সিলরের মধ্যে বিবাদের ঘটনায় এই বার্তাই দিল তৃণমূল। এই ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ নিয়ে দুই কাউন্সিলরকেই শোকজ নোটিশ পাঠিয়েছেন সুব্রত বক্সি। টালিগঞ্জ-যাদবপুর অঞ্চলের ১০৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তারকেশ্বর চক্রবর্তী ও ১১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর স্বরাজ মণ্ডলকে চিঠি পাঠিয়ে ৭ দিনের মধ্যে জবাব চেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। তৃণমূলের সাফ বক্তব্য, দলের অন্দরে কোনও ঘটনা

স্বরাজ মণ্ডল

তারকেশ্বর চক্রবর্তী

ঘটলে সেটা দলের নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে জানাতে হয়। দলের কাউকে কিছু না জানিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খোলা কোনওভাবেই বরদাস্ত করবে না দল। অদূর ভবিষ্যতে এ-ধরনের ঘটনা যেখানেই ঘটুক না কেন, দল কড়া পদক্ষেপ নিতে পিছপা হবে না।

শুক্রবার রাতে দুই কাউন্সিলরকেই ডেকে পাঠান টালিগঞ্জ-যাদবপুরের পরিদর্শক তথা রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার বার্তা দেন তিনি। শুক্রবার কলকাতা পুরসভার মাসিক অধিবেশনের পর স্বরাজ মণ্ডলকে নিজের ঘরে ডেকে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

শিয়ালদা থেকে ১২ কামরার লোকাল ট্রেন চালু

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ কয়েকদিন ধরে চলা যাত্রীদের হয়রানি ও যন্ত্রণার অবসান ঘটালো পূর্ব রেল। শনিবার থেকে পূর্ব রেল নিয়ে এল যাত্রীদের জন্য সুখবর। শিয়ালদা স্টেশনে ১,২,৫ নম্বর প্লাটফর্ম থেকে ১২ কোচের ইএমিউ লোকাল ট্রেন পরিষেবা চালু শুরু হয়েছে। এছাড়াও আর কয়েক দিনের মধ্যে ৩, ৪ নম্বর প্লাটফর্ম সম্প্রসারণের কাজও শেষ হয়ে যাবে। আর এই দুটি প্লাটফর্ম থেকেও ১২ কামরার লোকাল ট্রেন ছাড়বে। ভারতের ব্যস্ততম রেলস্টেশনগুলির. মধ্যে অন্যতম স্টেশন শিয়ালদা। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ যাত্রীর যাতায়াত করেন। পূর্ব রেল সর্বদা শিয়ালদা স্টেশনের পরিষেবাকে উন্নত থেকে উন্নততর করার প্রচেষ্টা করে চলেছে এমনটাই দাবি করা হয়েছে পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে। আর এই প্রচেষ্টারই নবতম সংযোজন শিয়ালদা স্টেশনের জন্য অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং কেবিনের প্রতিস্থাপন। শিয়ালদা বিভাগের প্রায় ৮৯২ টি লোকাল ট্রেন চলাচল করে প্রতিদিন। যদিও প্লাটফর্মে দৈর্ঘ্য কম থাকার জন্য শিয়ালদা স্টেশনে ১ থেকে ৫ নম্বর প্লাটফর্ম পর্যন্ত ১২ কামরার ট্রেন চালানো যেত না। এতদিন ৬ এবং ৭

নম্বর প্লাটফর্ম থেকে ১২ কামরার এমু লোকাল চলতো বলে যাত্রীরা বিভিন্ন ভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করতেন। তবে পূর্ব রেল যাত্রী স্বচ্ছন্দের কথা মাথায় রেখেই ১ থেকে ৫ নম্বর প্লাটফর্মের সম্প্রসারণ করেছে। এর মধ্যে ৩ ও ৪ নম্বর প্লাটফর্ম সম্প্রসারণও খুব তাড়াতাড়ি শেষ হবে বলেই জানান হয়েছে। এর ফলে যাত্রীরা আরও স্বচ্ছন্দের সঙ্গে লোকাল ট্রেনে যাতায়াত করতে পারবে। ১২ কামরার ট্রেন হওয়ার ফলে একটি ট্রেনে যত সংখ্যক যাত্রীকে নিয়ে যাওয়া হতো তার চেয়ে অনেক বেশি যাত্রী স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারবে। খুব দ্রুততার সঙ্গে ১, ২ ও ৫ নম্বর প্লাটফর্ম সম্প্রসারণের কাজ শেষ হওয়ায় এই প্লাটফর্ম গুলি থেকে ১২ কামরার লোকাল ট্রেন চালানো সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে ৯ কামরার পরিবর্তে ১২ কামরার ট্রেন চলার ফলে প্রতি ট্রেনে প্রায় ১০০০ জন অতিরিক্ত যাত্রী যাতায়াত করতে পারবে বলেই পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে।

যদিও এর আগে ১, ২ ও ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে যেসব ট্রেন ছাড়ত, সেগুলো ছিল ৯ কামরার। শিয়ালদা রেল স্টেশনের যাত্রী পরিষেবায় ১, ২ ও ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ১২ কামরার ট্রেন চালু হওয়ার ফলে যাত্রীদের যাতায়াত আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় এবং সহজসাধ্য হওয়ার দাবি জানিয়েছে পূর্ব রেল। শিয়ালদা স্টেশন থেকে বারাসাত, ব্যারাকপুর, শান্তিপুর, নৈহাটি, শ্যামনগর, বনগাঁ, ডানকুনি, সোদপুর, খড়দহ- সহ বিভিন্ন স্থানের যাত্রীরা যাতায়াত করে থাকেন।

৯ কামরার ট্রেনে বিধাননগর ও দমদম স্টেশন থেকে যাত্রীদের উঠতে অনেক অসুবিধা হতো। তবে ১২ কামরার ট্রেন চালু হওয়ার ফলে তাদের উঠতে এবং বসতে সুবিধা হয়েছে। যাত্রীরাও এই পরিবর্তনে খুবই খুশি এবং সন্তুষ্ট। এছাড়াও, ৯ কামরার ট্রেনের থেকে ১২ কামরার ট্রেনে সিট সংখ্যা ২৫ শতাংশ বেশি হওয়ায় যাত্রীদের যাতায়াতে আরও সুবিধা হবে।

বিষয়টি নিয়ে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানিয়েছেন, 'পূর্ব রেলওয়ে নির্ভরযোগ্য ও যাত্রী-কেন্দ্রিক রেল পরিষেবা প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং ১, ২ ও ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ১২ কামরার ট্রেন চালু হওয়ার ফলে যাত্রীরা আরও সুবিধাজনক এবং নিরাপদ ভ্রমণ করতে পারবে।'

ফের আগুন, ভস্মীভূত গার্স্টিন প্লেস

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহর কলকাতায় ফের আগুন। কাকভোরে গার্স্টিন প্লেসে ভয়াবহ আগুন। ব্যাঙ্কশাল কোর্টের পাশে একটি পুরনো বাড়িতে আগুন লাগে এদিন ভোরে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৪টি ইঞ্জিন। আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে দমকল দফতরের আধিকারিকদেরও বেশ খানিকটা বেগ পেতে হয় তা নিয়ন্ত্রণের জন্য। আশেপাশের বাড়িতে যাতে আগুন ছড়িয়ে না পড়ে, সেই চেষ্টা করা হয়। পরে আরও ৩টি ইঞ্জিন বাড়িয়ে আগুন অ্যারেস্ট করা হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছে হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশও। সাদা ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার ভোর ৪টে নাগাদ এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এদিকে বাড়ির ভিতর থেকে বারবার

বিস্ফোরণের শব্দও শুনতে পাওয়া যায়। অনুমান এগুলি গ্যাস সিলিন্ডার ফাটারই শব্দ।

এদিকে স্থানীয়দের অভিযোগ, খবর দেওয়া সত্ত্বেও দমকল প্রায় ৩০-৪০ মিনিট পর ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। ৫ নম্বর গার্স্টিন স্ট্রিটের এই বাড়িটি ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সন্তোষ পাঠকের আদি বাড়ি। তবে কেউ থাকতেন না এই বাড়িতে। স্থানীয় বাসিন্দারাই আগুন দেখে দমকলে খবর দেন। তবে ওই বাড়িতে কেউ বসবাস করতেন না বলেই জানা গিয়েছে। মূলত আইনজীবীদের চেম্বার রয়েছে ওখানে।

সম্পাদকীয়

অভিভাবক ও সরকারকে ভাবতেই হবে কেন পড়ুয়ারা আজকের এই ইঁদুর দৌড়ে আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে

রাজস্থানের এই কোটা শহরে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পড়তে আসা একের পর এক ছাত্রছাত্রীর মর্মান্তিক আত্মহননের ঘটনার কথা বহু বার সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছে। এ বার উঠে এল, সেখানে পড়তে যাওয়া ১৯ বছরের রাজেন্দ্র মীনার নিরুদ্দেশ হওয়ার ঘটনা। মা'কে পাঠানো তার বার্তাটি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে এক অপ্রিয় প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল। এই অভূতপূর্ব সমস্যার সমাধানে অভিভাবক তো বটেই, রাষ্ট্র ও সমাজ কোনও ভাবেই দায় এড়াতে পারে না। ক্রমবর্ধমান এই সব ঘটনার আকস্মিকতায় কোচিং সেন্টারগুলির উপর নজরদারি-সহ সরকারকে সেখানে ঘটে চলা ভয়াবহ পরিস্থিতিতে কঠোর পদক্ষেপ করতেই হবে। এক দিকে, কোটায় পড়তে পাঠানো ছাত্রছাত্রীদের থেকে অভিভাবকদের গগনচুম্বী আশা- আকাঙ্ক্ষা- প্রত্যাশা, অন্য দিকে কোটায় গজিয়ে ওঠা অসংখ্য কোচিং সেন্টারের এই লাভজনক ব্যবসায়িক রমরমা ও নিজ 'সুনাম' বজায় রাখার স্বার্থে আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের উপর অমানুষিক চাপ সৃষ্টি, এই জাঁতাকলে পড়ে যা হওয়ার তাই হচ্ছে। এত সব অসহনীয় চাপের কাছে নতিস্বীকার করে ছাত্রছাত্রীদের কেউ কেউ অনন্যোপায় হয়ে আত্মহননের পথটাই বেছে নিচ্ছে। কোটা তাই আজ 'আত্মহননের শহর' হিসেবে সংবাদ শিরোনামে উঠে আসছে। প্রসঙ্গত, আজকের এই কর্পোরেট দুনিয়ার সৌজন্যে শিক্ষা-পাঠ নিতে যাওয়া ও সেই সঙ্গে মোটা বেতনের চাকরির হাতছানিতে পড়ে প্রত্যেক বছর কত পড়ুয়া-প্রতিভাকে অঙ্কুর অবস্থায় এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে, তার খবর অভিভাবকদের কি আদৌ বোধগম্য হয়? সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা আরও যে কত নির্মম কোটা আছে, তার খবর আমরা কতটুকুই বা রাখি? পরিশেষে, মহামান্য ভারতীয় শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণকে শ্রদ্ধা জানিয়েই বলা যায়, অভিভাবকদের সীমাহীন চাহিদার জন্য আজ অসহায় সন্তানদের অকাল মৃত্যুমিছিল প্রতি বছর চোখের সামনে ভেসে উঠছে। অন্য দিকে, রাজেন্দ্রর মতো সন্তানদের অজানা ঠিকানায় নিরুদ্দেশ হতে হচ্ছে। অভিভাবকদের তাই গভীর ভাবে ভাবার সময় এসেছে। বর্তমানে ঘটে চলা এই ধারাবাহিক 'নির্মম এপিসোড'-এর শেষ কোথায় এই অশনি সঙ্কেতের প্রেক্ষাপটে এই প্রশ্ন মনের গভীরে তোলপাড় করে চলেছে।

আনন্দকথা

শিখরা বলেছিল, 'ঈশ্বর দয়াময়'; আমি তাঁদের বলেছিলাম, দয়াময় কেন বলব? তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে আমাদের মঙ্গল হয়, তা যদি করেন সে কি আর আশ্চর্য! মা-বাপ ছেলেকে পালন করবে, সে আবার দয়া কি? সে তো করতেই হবে, তাই তাঁকে জোর করে প্রার্থনা করতে হয়। তিনি যে আপনার মা, আপনার বাপ! ছেলে যদি খাওয়া ত্যাগ করে, বাপ-মা তিন বৎসর আগেই হিস্যা ফেলে দেয়। আবার যখন ছেলে পয়সা চায়, আর পুনঃপুনঃ বলে, 'মা, তোর দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে দুটি পয়সা দে', তখন মা ব্যাজার হয়ে তার ব্যাকুলতা দেখে পয়সা ফেলে দেয়।

''সাধুসঙ্গ করলে আর একটি উপকার হয়। সদসৎ বিচার। সৎ — নিত্য পদার্থ অর্থাৎ ঈশ্বর। অসৎ অর্থাৎ অনিত্য।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

রাজ বব্বর

১৯৩৪ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বীরভদ্র সিংয়ের জন্মদিন।
১৯৫২ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা রাজ বব্বরের জন্মদিন।
১৯৫৬ বিশিষ্ট আইনজীবী প্রশান্তভূষণের জন্মদিন।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

স্বপনকুমার মণ্ডল

প্রত্যয়ের সোপানে প্রত্যাশার আগমন ঘটে। সেই আগমনই আভিজাত্যবোধে আবির্ভাবে স্বপ্নরঙিন হয়ে ওঠে। সেদিক থেকে বাংলার সঙ্গীতের আসরে রবীন্দ্রনাথের আগমনকে কোনোভাবেই আবির্ভাব বলা সমীচীন নয়। কেননা তাঁর সঙ্গীতের স্বতন্ত্র আবেদনের পরিসর আকস্মিকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেনি, তেমনই তার প্রতি সর্বজনীনতার অভাববোধ সুদীর্ঘকাল সক্রিয় ছিল এবং এখনও বর্তমান। অর্থাৎ রবীন্দ্রসঙ্গীতের আগমনে আবির্ভাবের দীপ্তি ছিল না, ছিল না তার আবেদনে বিস্ময়কর নবদিগন্তের মুগ্ধতাবোধ। অথচ রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত গানের বিষয়ে যেভাবে তার স্থায়িত্বে আত্মপ্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন, আপাতভাবে তা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ মনে হবে। 'বিচিত্রের দূত' হিসাবে বহুমুখী প্রতিভার অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের আধারে তাঁর পরিচয় ক্রমশ বিস্ময়কর হিসাবেই মান্যতা লাভ করেছে। বাংলা সাহিত্যের প্রায় (মহাকাব্য বা আখ্যানকাব্য প্রভৃতিতে তিনি সচেতনভাবেই বিরত ছিলেন।) সব শাখাতেই তাঁর অবাধ বিস্তার এবং উৎকর্ষমুখর আবেদনে তিনি অগ্রদূতের ভূমিকায় সফলকামও হয়েছেন। অথচ তারপরেও তাঁর আত্মিক পরিচয়ে কবির বিনয়ী অভিব্যক্তিই প্রকট হয়ে উঠেছে। জীবনের উপান্তে এসে তাঁর সেই বিনয়ী প্রকৃতি সবুজ সজীবতা লাভ করে । সপ্ততিতম জন্মদিবসে প্রদত্ত ভাষণে রবীন্দ্রনাথ সেকথাই স্মরণ করিয়ে দেন। 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮) তাঁর বক্তব্যে সেই আত্মিক পরিচয়টি প্রকট করে তুলেছেন। তিনি জানিয়েছেন 'জীবনের এই দীর্ঘপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেক্তে পেলাম তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র। আমার চিত্ত নানা কর্মের উপলক্ষে ক্ষণে ক্ষণে নানা জনের গোচর হয়েছে। তাতে আমার পরিচয়ের সমগ্রতা নেই।' সেক্ষেত্রে আনন্দমুখর সৃষ্টির বৈচিত্র্যে 'বিচিত্রের দূত' হলেও কবি-পরিচিতিতেই তাঁর আত্মিকতা স্পষ্টতা লাভ করেছে। বক্তব্যের শেষে তারই নিবিড় অভিব্যক্তি 'যারা মাটির কোলের কাছে আছে, যারা মাটির হাতে মানুষ, যারা মাটিতেই হাঁটতে আরম্ভ করে শেষকালে মাটিতেই বিশ্রাম করে, আমি তাদের সকলের বন্ধু, আমি কবি।' সেই কবি-পরিচিতি নিয়েও কবির প্রত্যয় যেমন প্রত্যাশার আধারে প্রকট না হয়ে বরং কবি-কল্পনায় বিস্তার ঘটেছে মাত্র, তা নিয়ে চিরন্তনতার দাবির আস্ফালন নেই। অন্যদিকে তাঁর কবিসত্তার বিস্তারের অভাববোধ কবিকে অকপট করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবিতকালের শেষ কাব্য 'জন্মদিনে'র ১০ নং কবিতায় (২১ জানুয়ারি ১৯৪১) সেকথা সবিনয়ে নিবেদন করেছেন । কবির ভাষায় 'আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি / আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি, / এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক — / রয়ে গেছে ফাঁক ।' সেই 'ফাঁক'টি আরও স্পষ্ট করেছেন কবি 'আমার কবিতা, জানি আমি, / গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।' এজন্য কবির প্রতীক্ষাও ব্যক্ত হয়েছে 'যে আছে মাটির কাছাকাছি, / সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।' সেদিক থেকে তাঁর স্বরচিত গানের আবেদনে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার কথায় সক্রিয় হয়ে উঠেছেন, তা শুধু ব্যতিক্রমই নয়, অভাবনীয়ও বটে। সেই গানের কথাও এসেছে ১০ নং কবিতাটিতে এবং তাতেও রয়েছে অপূর্ণতাবোধ। কবির ভাষায় 'জীবনে জীবন যোগ করা / না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা। / তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা /আমার সুরের অপূর্ণতা।' অথচ তাতেও রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশা বর্ণহীন হয়ে পড়ে না, ব্রাত্যতায় প্রান্তিক মনে হয় না । কেননা তাঁর আত্মবিশ্বাসের বহুধা ব্যাপ্তিই সেকথাই প্রত্যয়সিদ্ধ করে তোলে। এজন্য এবার সেই প্রত্যাশার সোপানটি ফিরে দেখা প্রয়োজন।

উনিশ শতকীয় কলকাতাকেন্দ্রিক নবজাগরিত পরিসরে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির পালাবদলে সক্রিয় জোড়াসাঁকো ঠাকুরপরিবারের শিক্ষাশোভন সাঙ্গীতিক পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ বেড়ে উঠেছেন । সেখানে তাঁর সঙ্গীতচর্চা সাহিত্যচর্চার মতোই স্বতঃস্ফূর্ত সহজাত প্রতিভায় বিকশিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, সাহিত্যের পাশাপাশি সঙ্গীতের প্রতি তাঁর সমান আগ্রহ প্রথমাবধি সচল ছিল। সেখানে তাঁর কাব্যভাষার মতো গানের ভাষায় নিজেকে মেলেধরা সদিচ্ছা স্বাভাবিকতা লাভ করে। প্রায় একই সময়ে দুটি ধারায় নিজেকে সক্রিয় করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ । সেদিক থেকে কাব্যচর্চার পাশাপাশি সঙ্গীতে স্বতন্ত্র আভিজাত্য বজায় রেখে তার বিপুল আয়োজনে স্বনামেই বাংলা গানের ভাঁড়ারটি শুধুমাত্র সমৃদ্ধ করেননি, দিয়েছেন বনেদি আভিজাত্য। সুদীর্ঘ সত্তর বছর ধরে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন, সুর দিয়েছেন, স্বরলিপি প্রস্তুতিতে সক্রিয় থেকেছেন এবং প্রথমাবধি গান নিয়ে ভেবেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিলেতে যাওয়ার(১৮৮১) পূর্বে মেডিকেল কলেজের হলের সভায় প্রথম যে প্রবন্ধটি পড়েছিলেন, সেটির বিষয় ছিল সঙ্গীত ('সঙ্গীত ও ভাব', 'ভারতী', জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮)। সেদিক থেকে তাঁর সঙ্গীত নিয়ে চিন্তাভাবনার সূচনা কাব্যচর্চার কালেই । শুধু তাই নয়, তাঁর আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রেও কাব্য ও সঙ্গীতের মেলবন্ধনের পরিচয় প্রথম দিকের কাব্যপ্রবাহেই প্রতীয়মান। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'(১৮৮১), 'প্রভাতসঙ্গীত' (১৮৮২), 'ছবি ও গান' (১৮৮৪) সবেতেই সঙ্গীতের অনুষঙ্গ বর্তমান। অন্যদিকে কাব্যচর্চার প্রায় সমান তালে সঙ্গীতচর্চার ফসলও প্রকাশিত হয়েছে। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১২৯১), 'রবিচ্ছায়া'(১২৯২), 'গানের বহি ও বাল্মীকিপ্রতিভা' (১৩০০) প্রভৃতি। সেইসঙ্গে তাঁর কাব্যগ্রন্থেও স্বরচিত গানের অন্তর্ভুক্তিও লক্ষণীয়। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে গানে তাঁর স্বকীয়তার পরিচয় শুধু আত্মিকতায় পূর্ণ নয়, সহজাত প্রতিভায় প্রকাশমুখর । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একসময় ('গীতাঞ্জলি' পর্বে) তাঁর গানের প্রাচুর্যে কাব্যরসের অভাববোধের সমালোচনাও কবিকে শুনতে হয়েছিল। অর্থাৎ তাঁর সঙ্গীতচর্চা কাব্যচর্চাকেও ছাপিয়ে যাওয়ার কথাও উঠে এসেছিল। দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে আলাপচারিতায় (শান্তিনিকেতন, ৩১ ডিসেম্বর ১৯২৬) রবীন্দ্রনাথ সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন । তাঁর কথায় 'একদিন আমার পাঠকেরা দুঃখ করে বলেছিলেন ইদানীং আমি কেবল গানই লিখছি। বলেছিলেন — আমার কাব্যকলায় কৃষ্ণপক্ষের আবির্ভাব, রচনা তাই ক্ষয়ে ক্ষয়ে বচনের দিকে ছোটো হয়েই আসছে।' অন্যদিকে নানাভাবে তাঁর গানের বিপুল বিস্তারই বাংলা গানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। দেশ-বিদেশের সুরে কথা বসিয়ে রচনা করেছেন অজস্র গান যার প্রকৃত সংখ্যা নিয়েই বির্তক বর্তমান। তাঁর 'গীতবিতান'-এ প্রায় দুই হাজার (সুরারোপিত গান ১৯১৫) গানের গীতিকার স্বয়ং তিনি। বর্তমানে তাঁর গানের স্বরলিপি ৬৬টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে ৩২ জন স্বরলিপিকারের উপস্থিতি বর্তমান। সেক্ষেত্রে বাংলা গানের বিপুল ভাণ্ডারী হিসাবে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী সত্তায় তাঁর সঙ্গীতের ভূমিকা যে অনস্বীকার্য, তা সহজেই অনুমেয়। শুধু তাই নয়, প্রকাশের আভিজাত্যে গানের প্রতি তাঁর দুর্বলতাবোধ যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে, অন্যকোনো মাধ্যমে তা হয়নি। এবিষয়ে তাঁর প্রত্যাশাও স্বাভাবিকভাবেই অসাধারণ হয়ে উঠেছে।

জীবনের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের বিষয়ে গভীর আস্থা ব্যক্ত করেছেন এবং তা যে ফলপ্রসূ হয়েছে, সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন রবীন্দ্রস্নেহধন্য রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী শান্তিদেব ঘোষ। 'দেশ'-এর সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯৮ তথা রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরে তাঁকে ফিরে দেখার আয়োজনে শান্তিদেব ঘোষ 'বাঙ্গালী জীবনে রবীন্দ্রসংগীত' শীর্ষক প্রবন্ধে সেই প্রত্যাশার অবতারণা করেছেন এবং তার প্রাপ্তিতে স্বীকৃতিও জানিয়েছেন অকুণ্ঠচিত্তে। রবীন্দ্রনাথের কথায় '...জীবনের আশি বছর অবধি চাষ করেছি অনেক। সব ফসলই যে মরাইতে জমা হবে তা বলতে পারি নে । কিছু ইঁদুরে খাবে, তবু বাকি থাকবে কিছু। জোর করে বলা যায় না। যুগ বদলায়, কাল বদলায়; তার সঙ্গে সবকিছুই তো বদলায়। তবে সবচেয়ে স্থায়ী আমার গান এটা জোর করে বলতে পারি। বিশেষ করে বাঙালীরা, শোকে দুঃখে, সুখে আনন্দে, আমার গান না গেয়ে তাদের উপায় নেই । যুগে যুগে এ গান তাদের গাইতেই হবে।' গুরুদেবের বলিষ্ঠ প্রত্যাশা দীর্ঘদিন পরে 'সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে' বলে শান্তিদেব ঘোষের মনে হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলায় সবচেয়ে বেশি গানের রচয়িতা হিসাবে নন্দিত কাজি নজরুল ইসলামও তাঁর গানের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন। সরাসরি গানের ভাষাতেই তাঁকে নয়, তাঁর গানকে ভালোবাসার কথা বলেছেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে তা নিবিড় করে তুলেছেন, তা তাঁর অন্যকোনো সৃষ্টিকর্মের জন্য প্রয়োজনবোধ করেননি। আর এখানেই তাঁর গানের প্রতি নিবিড় আত্মিকযোগের বিষয়টি প্রত্যাশার নেপথ্যে প্রত্যয়ের সোপানে আমাদের সামিল করে। আসলে রবীন্দ্রনাথ বাংলা গানেও তাঁর স্বকীয় মনীষার প্রতিফলনে সক্রিয় হয়ে তার পালাবদলে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। সেদিক থেকে বাংলা গানের বদ্ধভূমিকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা যেমন অভিনব, তেমনই বৈপ্লবিক। অথচ সেই অভিনবত্ব যেমন সাধারণ্যে সমাদর লাভ করেনি, তাঁর বৈপ্লবিক প্রয়াসও বিতর্ককে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। সেই বিতর্কের জবারের আধারেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতভাবনার পরিচয় নানাভাবে উঠে এসেছে। তাঁর 'সঙ্গীতচিন্তা'র সিংহভাগ রচনাই সেই বিতর্কের ফসল। অন্যদিকে জনমানসে সমাদর লাভ না করলেও তাঁর গান সম্পর্কে উচ্চধারণার প্রত্যয় ছিল বলে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে গান না শেখার ব্যর্থতার কথায় পঞ্চমুখ হয়েছেন । যেন গান না শেখার জন্যই তাঁর গানের উৎকর্ষমুখর স্বকীয়তা লাভ করেছে। আদতে কিন্তু তা নয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বনেদি সাঙ্গীতিক পরিসর লাভের কথায় মুখর হয়েছেন। অথচ তাতে গান না শেখার কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। 'জীবনস্মৃতি'র 'গীতচর্চা'য় তিনি জানিয়েছেন 'আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গানচর্চার মধ্যেই বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার সুবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার অসুবিধাও ছিল। চেষ্টা করিয়া গান আয়ত্ত করিবার উপযুক্ত অভ্যাস না হওয়াতে, শিক্ষা পাকা হয় নাই। সংগীতবিদ্যা বলিতে যাহা বোঝায় তাহার মধ্যে কোনো অধিকার লাভ করিতে পারি নাই।' শিক্ষানবিশির কথায় শুধু তাই নয়, গানের সঙ্গে বেড়ে ওঠার কথাতেও তাঁর শ্লাঘাবোধও বর্তমান। 'জীবনস্মৃতি'র 'গীতচর্চা'র পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে, 'কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না।' অথচ সেই গানের চর্চায় নিবিড়ভাবে আত্মনিয়োগ করতে না পারার জন্য তাঁর কোনো আফশোস নেই। বরং না শেখাই যে তাঁর পক্ষে ভালো হয়েছে, সে-কথায় আত্মতৃপ্তিবোধের পরশকে ছড়িয়ে দেওয়ায় তাঁকে জীবনের উপান্তেও সক্রিয় মনে হয়। ১৯৪০-এর ৩০ জুন 'গীতালি' নামে রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উদ্‌বোদনী ভাষণে রবীন্দ্রনাথ সেকথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কথায় 'বাল্যকালে আমাদের ঘরে ওস্তাদের অভাব ছিল না; সুদূর থেকে, অযোধ্যা গোয়ালিয়র ও মোরাদাবাদ থেকে, ওস্তাদ আসত। তাছাড়া বড়ো বড়ো ওস্তাদ ঘরেও বাধাঁ ছিল। কিন্তু আমার একটা গুণ আছে — তখনো কিছু শিখি নি, মাস্টারির ভঙ্গি দেখলেই দৌড় দিতাম। ... আমি অত্যন্ত 'পলাতকা' ছিলুম বলে কিছু শিখি নি, নইলে কি তোমাদের কাছে আজকে খাতির কম হত? এ ভুল যদি না করতুম, পালিয়ে না বেড়াতুম, তা হলে আজকে তোমাদের মহলে কি নাম হত না? সেটা হয়ে উঠল না, তাই আমি এক কৌশল করেছি — কবিতার-কাছঘেঁষা সুর লাগিয়ে দিয়েছি। লোকের মনে ধাঁধা লাগে; কেউ বলে সুর ভালো, কেউ বলে কথা ভালো, সুরের সঙ্গে কথা, কবি কি না। কবির তৈরি গান, এতে ওস্তাদি নেই।'এই 'ওস্তাদি' না-থাকার মধ্যেই যে তাঁর গানের অভিনবত্ব বর্তমান, তা রবীন্দ্রনাথের কথাতেই প্রতীয়মান। সেক্ষেত্রে তাঁর অভিনব প্রয়াসই যে বিতর্কে আমন্ত্রণ জানিয়েছে এবং তার অগ্রহণীয় প্রকৃতিকে সবুজ করে তুলেছে, তাও স্পষ্ট করে তুলেছেন তিনি। উক্ত বক্তব্যের অব্যবহিত পরেই তাঁর সখেদ অভিমান ব্যক্ত হয়েছে 'ভারতীয় সংগীত ব'লে যে-একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার আছে, আমার জন্মের পর তার নাকি ক্ষতি হয়েছে — অপমান নাকি হয়েছে। তার কারণ আমার অক্ষমতা । বাল্যকালে আমি গান শিখি নি — এত সহজে শেখা শেখা যায় না, শিখতে কষ্ট হয়, সেই কষ্ট আমি নেই নি।' সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে গান না শেখার অজুহাতে কবির গানের বিনয়ের আধারে 'ওস্তাদি'হীনতার পরিচয়ে তাঁর স্বতন্ত্র ভূমিকা রচনা করেছেন, তাতে অশিক্ষার অভাব নয়, বরং স্বকীয় সুশিক্ষার চেতনার আলোয় সৃষ্টির প্রয়াস বর্তমান। ভারতীয় হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রতি তাঁর আবাল্য আকর্ষণ ছিল এবং তার বনেদি আবেদনে তিনিও ছিলেন রসিক । শুধু তাই নয়, তার শ্রেষ্ঠত্বে তাঁর শ্রদ্ধাও ছিল অটুট। তার রাগ-রাগিনীর ওজস্বিতা সম্পর্কে তাঁর যে পুরোদস্তুর ধারণা ছিল, সেবিষয়ে তাঁকে বিতর্কের সূত্রে আরও বেশি সক্রিয় হতে হয়েছে। তিনি যে স্বেচ্ছায় সক্রিয় উদ্যোগে সামিল হয়ে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধারাকে অস্বীকার করেছেন, তা বোঝানোর জন্য তাঁকে রীতিমতো তাঁর অবস্থানকে স্পষ্ট করে তুলতে হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁকে স্বকীয় সঙ্গীতসাধনায় হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রতি বিমুখতা নিয়ে প্রায় জবাবদিহির শিকার হয়ে উঠেছিলেন। অথচ তাঁর স্পষ্ট অবস্থানে যে দেশজ সঙ্গীতের প্রতি হীন বা হেয় ধারণা ছিল না, সেকথা শুধু জানাননি, মান্যতার কথাও বারবার শুনিয়েছেন। ১৯৩৮-এর ২৮ মার্চ বরানগরে দিলীপকুমার রায়কে রবীন্দ্রনাথ আলাপচারিতায় সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কথায় '...হিন্দুস্থানী সংগীত আমি সর্বান্তকরণে ভালোবাসি — আজ ব'লে নয়, বাল্যকাল থেকেই। মনে করি ভালোবাসা উচিত। প্রতি সুন্দর সৃষ্টি পুরানো হলেও রসিকের মনে আনন্দের সাড়া তুলবে এই তো হওয়া উচিত।' কিন্তু সেই ভালোবাসার অভাব না থাকলেও তার স্বভাবে অভাববোধ তো মহৎ প্রতিভাবানেরই পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথ সেই পরিচয়কেই আত্মপরিচয়ের সোপান তৈরি করেছিলেন। এজন্য তিনি দিলীপকুমারকে ঐ অনুষঙ্গেই স্মরণ করিয়েছেন 'উৎকৃষ্ট হিন্দুস্থানী সংগীত আমি ভালোবাসি বলেছি বহুবারই। কেবল আমি বলি যে, ভালো জিনিসকেও ভালোবাসতে হবে কিন্তু মোহমুক্ত হয়ে। সব রকমের মোহ সর্বনেশে। ... হিন্দুস্থানী সংগীত ভালোলাগে ব'লেই যে ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি করতে হবে এ একটা কথাই নয়।' রবীন্দ্রনাথের মতো মহৎ প্রতিভাবানের কাছে তাই 'পুনরাবৃত্তি'র নয়, নবসৃষ্টিই প্রাধান্য পেয়েছে।

আসলে মহৎ প্রতিভাশালীর উৎকর্ষবোধে দাসত্বের চেয়ে রাজত্বের নবদিগন্ত আপনাতেই হাতছানি দেয়। আর সেই রাজত্বের জন্য দাসত্ব মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। সেজন্যে রবীন্দ্রনাথ দেশজ সঙ্গীতকে তার মৃতপ্রায় বদ্ধ পরিসরকে থেকে মুক্ত করার প্রয়াসে সামিল হয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে দেশের ঐতিহ্যপ্রাচীন সঙ্গীতের ধারাকে ভাঙাগড়া করে যেভাবে তিনি স্বকীয় প্রতিভায় অভিনব সঙ্গীতের প্রয়োজনকে আয়োজনে সামিল করেছিলেন, তা তাঁর সঙ্গীতচিন্তার মধ্যেই প্রতীয়মান। সেদিক থেকে দেশজ সঙ্গীতের দাসত্বমোচনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর উদ্যোগ যে বৈপ্লবিক ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। যে-কারণে তাঁকে শেখার কষ্টের চেয়ে প্রতিষ্ঠার সাধনায় আজীবন সক্রিয় থাকতে হয়েছে। তাঁর গানের আবেদনে বিমুখতার পাশাপাশি বিতর্কের মুখরতা উভয়ই তাঁকে আজীবন অস্বস্তি প্রদান করেছে। সেই গানে যখনই একটু স্বস্তি পেয়েছেন, আত্মতুষ্টিতে পঞ্চমুখ হয়েছেন। আসলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বকীয় সঙ্গীতচিন্তায় যেভাবে বাংলা গানের নবদিগন্ত উন্মোচন করতে চেয়েছিলেন, তা শুধু প্রচলিত দাসত্বমোচনের প্রয়াসই নয়, সেইসঙ্গে সময়ের দাবিতে রাজত্বের হাতছানিও বটে। তাঁর সেই বৈপ্লবিক উদ্যোগের পরিচয় প্রথমাবধি লক্ষণীয়। এজন্য প্রয়োজনে তিনি নিজেকেও ভেঙে গড়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধটি প্রথম সভায় পাঠ করেছিলেন, সেই 'সঙ্গীত ও ভাব'-এর বক্তব্য থেকেও তিনি সরে এসেছিলেন। 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি সেকথা তুলেধরেছেন। 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ'— এ তিনি প্রসঙ্গক্রমে জানিয়েছেন 'কিন্তু যে মতটিকে তখন এত স্পর্ধার সঙ্গে ব্যক্ত করেছিলাম সে মতটিযে সত্য নয়, সে কথা আজ স্বীকার করিব। গীতিকলার নিজেরই একটি বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাজ আছে। গানে যখন কথা থাকে তখন কথার উচিত হ্য় না সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া, সেখানে সে গানেরই বাহনমাত্র। গান নিজের ঐশ্বর্যেই বড়ো — বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে। বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানেই গানের আরম্ভ। যেখানে অনির্বচনীয় সেইখানেই গানের প্রভাব । বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে । এইজন্য গানের কথাগুলিতে কথার উপদ্রব যতই কম থাকে ততই ভালো।' সেদিক থেকে গানে কথার প্রাধান্যকে অস্বীকার করলেও রবীন্দ্রনাথ তাতে সুরের আধিপত্যকে স্বীকার করেননি। উক্ত অভিমতের অব্যবহিত পরের বাক্যেই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, 'হিন্দুস্থানি গানের কথা সাধারণত এতই অকিঞ্চিৎকর যে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া সুর আপনার আবেদন অনায়াসেই প্রচার করিতে পারে।' আর সেখানেই রবীন্দ্রনাথের আপত্তি। অন্যদিকে বাংলাদেশে কথার আধিপত্যে সঙ্গীতের বিশুদ্ধতা স্বাধীনভাবে বিস্তার করতে পারেনি। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ দেশজ সঙ্গীতের বিস্তারের সঙ্কীর্ণতা কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রথম থেকেই তাঁর বৈপ্লবিক চেতনা লক্ষণীয়। 'সংগীত ও ভাব'-এর মধ্যেও তার পরিচয় বর্তমান। সেখানে মৃতপ্রায় সঙ্গীতকে প্রাণিত করার আবেদন মূর্ত হয়ে উঠেছে।

সঙ্গীতের উদ্দেশ্যই যেখানে ভাব প্রকাশ করা, সেখানে রবীন্দ্রনাথ তার অভাববোধে হতাশা ব্যক্ত করেছেন। 'সংগীত ও ভাব'-এ দেশের সেই সুদিন ফিরে আসার কথায় তাঁর সেই আবেদনমুখর নিবেদনই পরবর্তীতে পরিবর্তনকামী আহ্বান প্রকট হয়ে উঠেছে। সেখানে সঙ্গীতের অচলায়তনের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলে তার আবেদনকে সাধারণ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার বার্তা ক্রমশ মুখর হয়ে উঠেছে। প্রৌঢ়ত্বের দ্বার অতিক্রান্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সংগীতের মুক্তি' ('সবুজ পত্র, ভাদ্র ১৩২৪) প্রবন্ধে সেকথাই নিবিড় করে তুলেছেন। প্রকাশের সঙ্কীর্ণতায় দরবারি সঙ্গীতের রুদ্ধগতিকে মুক্ত করার স্বার্থেই তার বিস্তার প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের কথায় ' ... গান যদি কেবল বৈঠকখানার ভোগবিলাস হয়, তবে তাহাতে নির্জীবতা প্রমাণ করে। প্রকাশের যত রকম ভাষা আছে সমস্তই মানুষের হাতে দিতে হইবে। কেননা, যে পরিমাণে মানুষ বোবা সেই পরিমাণে সে দুর্বল, সে অসম্পূর্ণ। এইজন্য ওস্তাদের গড়খাই-করা গানকে আমাদের সকলের করা চাই। তাহা হইলে জীবনের ক্ষেত্রে গানও বড়ো হইবে, সেই গানের সম্পদে জীবনও বড়ো হইবে।' লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানকে সাধারণ্যে আবেদনক্ষম করার লক্ষ্যে প্রথম থেকেই সক্রিয় হয়েছিলেন, তার পরিচয় পূর্বোক্ত অভিমতেই স্পষ্ট। সেক্ষেত্রে সমাজমানসের গানের রক্ষণশীলতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রগতিশীল বৈপ্লবিক আহ্বান ছিল প্রত্যাশিত। সেজন্য তাঁর আহ্বানে সঙ্গীতের মুক্তি তীব্রতা লাভ করেছে । তাঁর কথায় 'দেশের সকল শক্তিই আজ জরাসন্ধের কারাগারে বাঁধা পড়িয়াছে। তারা আছে মাত্র, তারা চলে না — দস্তরের বেড়িতে তারা বাঁধা। সেই জরার দুর্গ ভাঙিয়া আমাদের সমস্ত বন্দী শক্তিকে বিশবে ছাড়া দিতে হইবে — তা সে কী গানে, কী সাহিত্যে, কী চিন্তায়, কী কর্মে, কী রাষ্ট্র কী সমাজে।' অন্যদিকে বাংলা গানের ক্ষেত্রে সেই পরিবর্তন যে কতটা প্রয়োজনীয় ছিল, তার হদিশও দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। আসলে তাঁকে তাঁর সঙ্গীতকে সুধীজনের কাছে প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে কতটা উদ্যোগী হতে হয়েছিল, তার পরিচয় বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদির মধ্যে নানাভাবে উঠে এসেছে। সেখানে দেশজ সঙ্গীতের হালহকিকত সবই তাঁকে যেভাবে বিশ্লেষণের আলোয় তুলেধরার সক্রিয় হতে হয়েছে, তাতেই তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠার তীব্রতা নিবিড় হয়ে আসে। এভাবে আর কোনো শিল্প-সাহিত্যের শাখায় আমরা তাঁকে সক্রিয় হতে দেখি না। তাঁর ১৯২১-এর জুলাই-এ পাশ্চাত্য দেশ থেকে বিপুল সমাদর লাভের পর স্বদেশে ফিরে 'সংগীত-সংঘের বার্ষিক উৎসব'-এ প্রদত্ত বক্তৃতা 'আমাদের সংগীত'('সবুজ পত্র', ভাদ্র ১৩২৮)-এও তার পরিচয় বর্তমান। বাংলা দেশে সাহিত্যের স্বাভাবিকতা সঙ্গীতে নেই। সেখানে 'বাণীর প্রতিই বাঙালির অন্তরের টান ; এইজন্যেই ভারতের মধ্যে এই প্রদেশেই বাণীর সাধনা সবচেয়ে বেশি হয়েছে।' অন্যদিকে 'বাংলা দেশে সংগীতের স্বতন্ত্র পঙ্‌ক্তি নয়, বাণীর পাশেই তার আসন।' সে কীর্তনের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। কেননা 'পদের সঙ্গে মিলন হয়ে তবেই এর সার্থকতা।' তাছাড়া 'বাংলার আপন কোনো যন্ত্র নেই, এবং প্রাচীনকালেই হোক আর আধুনিক কালেই হোক, যন্ত্রে যাঁরা ওস্তাদ তাঁরা বাংলার নন।' বাংলার উক্ত প্রতিকূলতাতেই 'কাব্যের সহযোগে সংগীতের' 'বিকাশে' 'অপরূপ জিনিস'-এর কল্পনা রবীন্দ্রমানসে নিবিড়তা লাভ করেছিল। অবশ্য সেখানে বাণী ও সুরের পারস্পারিক সমন্বয়ের প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় '...উভয় পক্ষেরই নিজের জিদ কিছু-কিছু না ছাড়লে মিলন সুন্দর হয় না। এইজন্যে গানে বাণীকেও সুরের খাতিরে কিছু আপস করতে হয়, তাকে সুরের উপযোগী হতে হয়।' শুধু তাই নয়, তার অব্যবহিত পরেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সদিচ্ছাকে প্রকট করে তুলেছেন 'যাই হোক, বাংলা দেশে এই এক জাতের কাব্যকলা ক্রমশ ব্যাপক হয়ে উঠবে বলে আমি মনে করি। অন্তত আমার নিজের কবিত্বের ইতিহাসে দেখতে পাই---গান-রচনা, অর্থাৎ সংগীতের সঙ্গে বাণীর মিলন-সাধনই এখন আমার প্রধান সাধনা হয়ে উঠেছে।'

রবীন্দ্রনাথের সেই সাধনা কতটা ফলপ্রসূ হয়েছিল, তার পরিচয় তাঁর অভিমতের মধ্যেই প্রতীয়মান। বিভিন্ন পরিসরে তাঁর সখেদ আবেদনে ও আত্মতৃপ্তির আড়ম্বরের মধ্যে তার পরিচয় নিবিড় হয়ে উঠেছে। তাঁর মতো আত্মপ্রচারবিমুখ মানুষও সেক্ষেত্রে প্রকাশমুখর হয়ে উঠেছেন। ১৯৪০-এর জুনের 'গীতালি'-তে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে স্বকীয় আবেদন প্রকট হয়ে উঠেছে। তাঁর কথায় 'আমার গান যাতে আমার গান ব'লে মনে হয় এইটা তোমরা কোরো ।আরো হাজারো গান হয়তো আছে — তাদের মাটি করে দাও-না, আমার দুঃখ নেই। কিন্তু তোমাদের কাছে আমার মিনতি — তোমাদের গান যেন আমার গানের কাছাকাছি হয়, যেন শুনে আমিও আমার গান বলে চিনতে পারি। এখন এমন হয় যে, আমার গান শুনে নিজের গান কি না বুঝতে পারি না। মনে হয় কথাটা যেন আমার, সুরটা যেন নয়। নিজে রচনা করলুম, পরের মুখে নষ্ট হচ্ছে, এ যেন অসহ্য। মেয়েকে অপাত্রে দিলে যেমন সব-কিছু সইতে হয়, এও যেন আমার পক্ষে সেই রকম।' সেই 'অপাত্র'-এর অসন্তোষের কথা রবীন্দ্রনাথ কত ভাবেই না ব্যক্ত করেছেন, তা ভাবলে বিস্ময় জাগে। তাঁর মতো স্থিতধী মানুষও সেক্ষেত্রে 'সানুনয় অনুরোধ' জানাতেও দ্বিধা করেননি। তাঁর সেই মরীয়া আবেদন 'গীতালি'র শেষেও নিবিড়তা লাভ করেছে। তাঁর কথায় '— এঁদের একটু দরদ দিয়ে, একটু রস দিয়ে গান শিখিয়ো — এইটেই আমার গানের বিশেষত্ব। তার উপরে তোমরা যদি স্টিম রোলার চালিয়ে দাও, আমার গান চেপটা হয়ে যাবে। আমার গানে যাতে একটু রস থাকে, তান থাকে, দরদ থাকে ও মীড় থাকে, তার চেষ্টা তুমি কোরো।' অন্যদিকে তাঁর গানে যে 'স্টিম রোলার' চালানো যাবে না, তাও রবীন্দ্রনাথ জানতেন। কেননা তাঁর গানের গঠন রেলগাড়ির মতো মজবুত ও স্বপথগামী। লোহার গাড়ি, লোহার চাকা, লোহার দিয়েই তৈরি তার পথ। সেই রেলগাড়ির মত সুদৃঢ় গঠনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানকে সচল করতে চেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, রেলের মতোই তার বহনের বিস্তৃতি, চলনের বিস্তার। সেক্ষেত্রে তাঁর গানের পোষণের ভয় রবীন্দ্রনাথের ছিল না, তা সহজে অনুমেয়। তিনি নিজেই সেই গানের স্বরলিপিতে বাঁধা পথ সচল করে গিয়েছেন। সেদিক থেকে তাঁর গানের গঠনে নয়, চলনে ভয়। কেননা তাঁর গান যাতে স্বপথে চলে, তা নিয়েই তাঁর ভাবনা অস্থির করে তুলেছিল। এজন্য তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেমন অভাববোধে সরব হয়েছিলেন, তেমনি তার ন্যূনতম পরিচয়ে তাঁর মুগ্ধতাবোধে তৃপ্তির উল্লাস উঠে এসেছে। সাহানাদেবীর কণ্ঠে নিজের গান শোনার তৃপ্তিবোধের কথায় তাঁর উচ্ছ্বাসে তার পরিচয় মেলে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ১৯৩৮-এর ৪ এপ্রিলে লেখা চিঠিতে সাহানাদেবীকে জানিয়েছেন 'তুমি যখন আমার গান করো শুনলে মনে হয় আমার গান রচনা সার্থক হয়েছে — যে গানে যতখানি আমি আছি ততখানি ঝুনুও (সাহানাদেবী) আছে — এই মিলনের দ্বারা যে পূর্ণতা ঘটে সেটার জন্যে রচয়িতার সাগ্রহ প্রতীক্ষা আছে। আমি যদি সেকালের সম্রাট হতুম তাহলে তোমাকে বন্দিনী করে আনতুম লড়াই করে কেননা তোমার কণ্ঠের জন্যে আমার গানের একান্ত প্রয়োজন আছে।' সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের শূন্যতাবোধেই তাঁর গানের প্রত্যাশিত সাফল্যের বিষয়টি প্রশ্নাতুর করে তোলে। অথচ তিনি যে তাতে ব্যর্থ, তাও বলা সমীচীন নয়।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

মায়াপুর ইসকনে স্নানযাত্রার পরে জ্বরে কাবু হয়ে গৃহবন্দি জগন্নাথ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: মহাসাড়ম্বরে মায়াপুর ইসকন পরিচালিত রাজাপুর জগন্নাথ মন্দিরে সম্পন্ন হল জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা। আর এই স্নানের পরেই জ্বরে কাবু হয়ে গৃহবন্দি হয়ে রইলেন জগন্নাথ। রথের আগের দিন পর্যন্ত এভাবেই গৃহবন্দি হয়ে থাকবেন তিনি। রথের দিন রাজ বেশে রাজ রথে করে পুনরায় ভক্তদের মধ্যে আবর্তিত হবেন জগন্নাথ বলদেব এবং সুভদ্রা মহারানি। ইসকন পরিচালিত রাজাপুর জগন্নাথ মন্দিরে স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে নেমেছে ভক্তদের ঢল। দেশ-বিদেশের অসংখ্য ভক্ত উপবাস করে বিভিন্ন রকম ফলের রস ডাব গঙ্গাজল দুধ ও বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যাদি দিয়ে স্নান করালেন জগন্নাথ দেবকে। আর স্নানের পর জ্বরে কাবু হয়ে বন্দি দশায় থাকবেন জগন্নাথ বলদেব এবং সুভদ্র মহারানি। এ বিষয়ে ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, প্রতিবছরের মতো এবছরও মহা ধুমধামের সঙ্গে পালিত হচ্ছে ইসকন থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে রাজাপুর জগন্নাথ মন্দিরে জগন্নাথ স্নানযাত্রা উৎসব। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে হাজার হাজার দেশীয় বিদেশি ভক্ত সমবেত হয়েছে এই স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে। এই স্নানযাত্রার পর জগন্নাথ দেব জ্বরে কাবু হয়ে বন্দি দশায় গৃহবন্দি হয়ে থাকবেন। পুনরায় রথের দিন রাজ বেশে রাজ রথে করে রাজাপুর জগন্নাথ মন্দির থেকে মায়াপুর ইসকন চন্দ্রোদয় মন্দিরের গুন বিচার প্রবেশ করবেন। ইতিমধ্যেই রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মায়াপুর ইসকনে চলছে চূড়ান্ত প্রস্তুতি। তিনটে পৃথক রথে করে জগন্নাথ বলদেব এবং সুভদ্রা মহারানি রাজাপুর জগন্নাথ মন্দির থেকে ইসকনের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন হাজার হাজার ভক্ত সমন্বয়ে হরিনাম সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে।

ভাড়াটিয়া ও বাড়ির মালিকের অশান্তি মেটাতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ

মাথা ফাটল এএসআই'র, নামানো হয় র‍্যাফ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রঘুনাথগঞ্জ: ভাড়াটিয়া বাড়ি মালিকের বচসা মেটাতে গিয়ে গ্রামবাসীর হাতে আক্রান্ত হল পুলিশ। ঘটনায় মাথা ফাটল এক এএসআই এর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার দুপুরে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিল রঘুনাথগঞ্জ থানার এমাকান্তপুরে। জঙ্গিপুর পুলিশ ফাঁড়ির আক্রান্ত পুলিশ কর্মীর নাম কিশোর ঘোষ। তাঁকে জঙ্গিপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পরে এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে ধড়পাকড় শুরু করে। আতঙ্কে এলাকা ছাড়ে বহু মানুষ। তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ঘটনায় জড়িত ১১ জনকে আটক করে নিয়ে আসে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি চালের আড়তের সামনে চায়ের দোকান বসিয়েছিলেন এক ব্যক্তি। এই নিয়ে ব্যবসায়ী ও বাড়ি মালিকের মধ্যে বচসা শুরু হয়। পরে জল গড়ায় দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে। শুরু হয় দু'পক্ষের ইট বৃষ্টি। এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলে দু'পক্ষের দাপাদাপি। খবর পেয়ে জঙ্গিপুর পুলিশ ফাঁড়ির এএসআই কিশোর ঘোষের নেতৃত্বে এলাকায় যায় পুলিশ বাহিনী। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট বৃষ্টি শুরু করে দুষ্কৃতীরা। ইটের আঘাতে মাথা ফাটে কিশোর ঘোষের। সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে পিছু হটতে হয় পুলিশ বাহিনীকে।

ঘটনা এখানেই শেষ নয়। পুলিশ ফিরে যেতেই দুই পক্ষ ফের সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এরপর ফের এলাকায় ঢোকে জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার বিশাল বাহিনী। শুরু হয় ধড়পাকড়। লাঠি চার্জের অভিযোগ ওঠে। সংঘর্ষে জড়িত ছিল বহু মহিলা। পুলিশ তিনজন মহিলা সহ মোট ১১ জনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের ভয়ে এলাকা ছাড়া হয়েছেন বহু মানুষ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকার দখল নিয়েছে পুলিশ বাহিনী।

ছাত্রের ব্যাগ থেকে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র, আটক ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, রেজিনগর: সরকারি বিদ্যালয়ে ছাত্রের কাছ থেকে উদ্ধার হল আগ্নেয়াস্ত্র । বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির এক ছাত্র গেটম্যানকে গুলি করার জন্য ওই আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এসেছিল বলেই অভিযোগ উঠেছে। শনিবার স্কুল খুলতেই ওই ঘটনায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে রেজিনগর থানার আন্দুলবেড়িয়া হাইস্কুলে। দশম শ্রেণির ওই ছাত্রের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে রেজিনগর থানার পুলিশ। ওই স্কুলের গেটম্যানের দাবি কয়েকদিন আগে তার সাইকেলের সিট খুলে নিয়ে যাওয়ায় কয়েকজন ছাত্রকে তিনি বকাঝকা করেছিলেন। ওই ঘটনার বদলা নিতেই শনিবার দশম শ্রেণির এক ছাত্র গুলি ভর্তি পিস্তল নিয়ে এসে তাকে গুলি করার কথা অন্য ছাত্রদের জানিয়েছিল। বিষয়টি জানাজানি হতেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য শিক্ষকরা ক্লাসে গিয়ে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ওই ছাত্রের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নিয়ে পুলিশের খবর দেয়। ঘটনাস্থলের রেজিনগর থানার পুলিশ পৌঁছে আগ্নেয়াস্ত্রটি উদ্ধার করে। ওই ছাত্রের দাবি সে রাস্তা মামার বাড়িতে পেয়েছিল আগ্নেয়াস্ত্রটি। বন্ধুদের দেখানোর জন্য নিয়ে এসেছিল। বিষয়টি স্বীকার করে স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন, স্কুলের মধ্যে কিভাবে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এল সে বিষয়ে ওই ছাত্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রেজিনগর থানার পুলিশ।

বিদ্যালয়ের প্রধাম শিক্ষক জাহাঙ্গির হোসেন বলেন, ক্লাসে গিয়ে তল্লাশি চালিয়ে দশম শ্রেণির এক ছাত্রের ব্যাগ থেকে আগ্নেয়াস্ত্রটি উদ্ধার হয়েছে। রেজিনগর থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় দুই ছাত্রকে আটক করা হয়েছে।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে রণক্ষেত্র আমডাঙা: বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আমডাঙার বোদাই গ্রাম পঞ্চায়েতের খড়িগাছি গ্রামে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে রণক্ষেত্র চেহারা নেয়। দু'পক্ষের আহত হয় চারজন। রক্তাক্ত অবস্থায় আমডাঙা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে, দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে রেফার করা হয়।শুক্রবার সকালে ফের অশান্তি শুরু হয় খড়িগাছি গ্রামে, দু'জন আহত হয় একজনের ল্যাপটপ ভেঙে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ দায়ের হয়েছে আমডাঙা থানায়। আহত দু'জনকে চিকিৎসার জন্য আমডাঙা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আমডাঙা থানায় লিখিত অভিযোগ জানান ১৬ জনের নামে। চারজনকে আমডাঙা থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে এবং তাদেরকে বারাসাত আদালতে তোলা হয়। অভিযুক্তরা হলেন আবুসাম মণ্ডল, আব্দুল সালাম মণ্ডল, এবাদুল মণ্ডল, সাবির মণ্ডল, এদের সবারই বাড়ি আমডাঙার বোদাই গ্রাম পঞ্চায়েতের খড়িগাছি গ্রামে।

তৃণমূল বিজেপির সংঘর্ষে আহত খানাকুলের পঞ্চায়েত প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত আরামবাগ মহকুমার বেশ কিছু জায়গায়। এবার এই মহকুমার তৃণমূল বিজেপির সংঘর্ষে উত্তপ্ত খানাকুল। পার্টি অফিস দখলকে কেন্দ্র করে তৃণমূল বিজেপির সংঘর্ষে আহত বিজেপির পঞ্চায়েত প্রধান। যদিও অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের। ঘটনায় আহত ধান্যঘরী পঞ্চায়েতের প্রধান কার্তিক ঘড়া। জানা গেছে, শুক্রবার রাতে ওই এলাকার তৃণমূলের পার্টি অফিস দখল করতে গিয়েছিল বিজেপির দুষ্কৃতীরা। আর সেই সময়ই দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে আহত হন বিজেপির পঞ্চায়েত প্রধান। এই ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। এই ঘটনায় বিজেপির পঞ্চায়েত প্রধানের অভিযোগ পঞ্চায়েতের সামনে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। সেই সময়ই তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা তার উপর হামলা চালায়। এরপরে তাকে মারধর শুরু করে। যদি এই অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল নেতৃত্ব। তাদের অভিযোগ পঞ্চায়েত প্রধান তার দলবল নিয়ে তাদের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। তাদেরকে পাল্টা মারধর করা হয়েছে। অপরদিকে, খানাকুলের বার নন্দনপুর এলাকায় বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ও তার স্বামীকে রাতের অন্ধকারে বেধরক মারধরের অভিযোগ ওঠে। গুরতর আহত হন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বিষ্ণুপ্রিয়া কাজী ও তার স্বামী। গুরুতর জখম অবস্থায় তাদেরকে খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনায় ওই বিজেপি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যার অভিযোগ হরিনাম সংকীর্তন শুনতে যাওয়ার পথে তার স্বামী ও তাকে বেধরক মারধর শুরু করে তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনী। অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল নেতৃত্ব। তাদের অভিযোগ ওই এলাকার স্থানীয় তৃণমূল কর্মীকে একা পেয়ে বেধরক মারধর শুরু করে ওই পঞ্চায়েত সদস্য ও তার স্বামী। বিজেপি কর্মী আহত হওয়ার ঘটনার খবর পেয়েই রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। আহত কর্মীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

তিনি এই ঘটনা তীব্র নিন্দা করেন। দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি করেন প্রশাসনের কাছে। এই বিষয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি শাসক দল তৃণমূল। তৃণমূলের আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী এই ঘটনা বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বলেই দাবি করেন তিনি।

বাঙালি বধূর সাজে ব্রাজিলিয়ান তরুণী বিয়ে করল নবদ্বীপের কার্তিককে

নিলয় ভট্টাচার্য

নদিয়া: আর পাঁচটা সাধারণ বিয়ের মতোই বাঙালি বধূর সাজে সেজে সুদূর ব্রাজিল থেকে আসা তরুণী নবদ্বীপের পাত্র কার্তিক মণ্ডলের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। প্রায় ছয় বছর আগে থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলাপ। তারপর দীর্ঘ প্রেম। আর প্রেমের টানেই সুদূর ব্রাজিল থেকে চৈতন্য ভূমি তীর্থনগরী নবদ্বীপের ফরেস্ট ডাঙায় ছুটে এসেছেন ব্রাজিলিয়ান তরুণী। সম্পূর্ণ বাঙালি রীতি নীতি মেনে বাঙালি বধূর সাজে দু'চোখ পান পাতা দিয়ে ঢেকে বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন ব্রাজিলিয়ান তরুণী। গান্ধর্ব মতে শুভদৃষ্টি থেকে শুরু করে হস্ত বন্ধন মালা বদল থেকে সিঁদুর দান সবটাই হল। যদিও মাঝেমধ্যেই ভাষা সমস্যার জন্য থমকে যেতে হয়েছিল পুরোহিত থেকে শুরু করে নববধূকে। পাত্র কার্তিক বিভিন্ন ভাবে তার জীবন সঙ্গিনীকে মোবাইলে বাংলা থেকে পর্তুগিজ ভাষায় বদল করে দিচ্ছিল। তবুও পুরোহিতের সঙ্গে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় মন্ত্র উচ্চারণ করলেন ব্রাজিলিয়ান তরুণী। ব্রাজিল থেকে ভারতে এসেছেন তারই মধ্যে কিছু কিছু বাংলাও শিখেছেন তরুণী। বিয়ে করে খুব ভালো লাগছে এ কথাটিও জানাতে ভুললেন না নববধূ ম্যানুয়েলা আলভেস দ্যা সিলভা। এ বিষয়ে পাত্র কার্তিক মণ্ডল জানান, তা ছয় বছর আগে থেকে ফেসবুকের মাধ্যমে আলাপ হয়। তারপর প্রেম সেটা ধীরে ধীরে আজ পূর্ণতা লাভ করল। ভাষা সমস্যা হচ্ছে ঠিকই কিন্তু স্ত্রী মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। সব সময় হাতে মোবাইল নিয়ে ভাষা পরিবর্তন করে বাংলা বলারও চেষ্টা করছে সে।

চা বাগান দখলকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের সংঘর্ষ, চলল গুলি, গুলিবিদ্ধ ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: চা বাগান দখলকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের সংঘর্ষ। সংঘর্ষে গুলি চালানো অভিযোগ। ছররা গুলিতে আহত দু'জন। এছাড়াও সংঘর্ষের ঘটনায় আহত দুই পক্ষের বেশ কয়েকজন। এই ঘটনার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে চোপড়া থানার পুলিশ। আহতদের চোপড়া দলুয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আনা হয়েছে। এদিন সকালে ঘটনাটি ঘটেছে চোপড়া ব্লকের নীচাখালি গ্রামে ডানকানের আনারকলি চা বাগানে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ডানকান সংস্থা ৭০ বিঘা এই আনারকলি চা বাগান লাভজনক না হওয়ায় বেশ কয়েকবছর আগে তারা বাগান ছেড়ে চলে যান। চা বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম সমস্যার মধ্যে পড়েছিল বাগানের শ্রমিকরা। বাগানের শ্রমিকরাই বাগানের একাংশ নিয়ে কোনওক্রমে সংসার চালাচ্ছিলেন। বেশ কিছুদিন যাবৎ এই বাগান নিজেদের কব্জায় আনতে উদ্যোগী হন চোপড়া ব্লকের ভবানীপুর এলাকার হাসিবুল ইসলাম সহ তার সঙ্গীরা। শুরু হয় দুই পক্ষের বিবাদ। বিবাদ মেটাতে চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমানের বাড়িতে সালিশি সভা হলেও তাতে সমাধান সূত্র মেলেনি।

শনিবার সকালে হাসিবুল ইসলামে সহযোগিরা বাগান দখল করতে এলে বাগান দখলে থাকা শ্রমিকরা তাদের বাধা দেন। শুরু হয় দুই পক্ষের সংঘর্ষ। অভিযোগ এই সংঘর্ষের ঘটনায়

Situation Vacant

CHINSURAH COLLEGE OF EDUCATION

(Recognized by NCTE & Affiliated to the University of WBUTTEPA and WBBPE)
Jagannathbati, Chinsurah Station Road, Hooghly, Pin-712102, Ph. 9330412319

Applications are invited for the post of **H.O.D** and **Faculties** required in following subjects for **D.EL.Ed** Course: **Education, Mathematics, Science, Social Science, Language, Fine Arts, Health Education.**

Details of Essential Qualification/ Experience/ Salary : As per NCTE Norms and must be NET/SET (UGC) qualified.

Candidates are required to come to the College Campus on **06/07/2024** at **11:00 A.M** for the interview.

President / Secretary
Chinsurah College of Education

জঞ্জাল করের সিদ্ধান্ত নিতেই পুরসভা ও জেলার ব্যবসায়ী মহলে শুরু দ্বন্দ্ব!

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদা শহরে জঞ্জাল সংগ্রহের কর বসানোর সিদ্ধান্ত নিতেই ইংরেজবাজার পুরসভা এবং জেলার ব্যবসায়ী মহলের মধ্যে বাদানুবাদকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ইতিমধ্যে ইংরেজবাজার পুরসভার এই সিদ্ধান্ত কোনওভাবেই মানতে চাইছেন না জেলা সর্ববৃহৎ ব্যবসায়ী সংগঠন মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স। অন্যদিকে কর না দিলে পুরসভার জায়গায় ময়লা ফেলতে দেওয়া হবে না বলেও সাফ জানিয়েছে ইংরেজবাজার পুরসভা কর্তৃপক্ষ। আর এই ঘটনায় দুই পক্ষের তুমুল সংঘাত শুরু হয়েছে।

এদিকে মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হওয়ার কথাও জানিয়ে দিয়েছে। পাশাপাশি এই জোরপূর্বক নাগরিকদের কাছে জঞ্জাল করের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে ইংরেজবাজার পুরসভা কর্তৃপক্ষ বলেও অভিযোগ একাংশ শহরবাসীর। আগামী দিনে জঞ্জাল করের বিরুদ্ধে পুর নাগরিকদের একসঙ্গে আন্দোলনে নামবে বলেও জানিয়ে দিয়েছে মালদার ব্যবসায়ী মহল।

উল্লেখ্য, ইংরেজবাজার পুরসভার বোর্ড অফ কাউন্সিলের সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বাড়ি বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহের জন্য দৈনিক এক টাকা, বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে পাঁচ টাকা এবং হোটেল ও রেস্টুরেন্টের জন্য ২৫ টাকা জঞ্জাল পুর কর ধার্য হয়েছে।

কিন্তু মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি জয়ন্ত কুন্ডুর অভিযোগ, গত বছর জুন মাসে এ নিয়ে পুরসভা তাদের চিঠি করেছিল। তারপর তারা পাল্টা চিঠিতে পুরসভাকে তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়েছিল। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে পুরসভা তাদের সঙ্গে কোনও রকম আলোচনা করেনি। এইভাবে কর সংগ্রহ অনৈতিক। মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি জয়ন্ত কুন্ডু আরো বলেন, একেই করোনার পর ব্যবসায়ীদের পরিস্থিতি খারাপ। তারপর আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজন হলে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেব। ব্যবসায়ীরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ইংরেজবাজার পুরসভার জঞ্জাল করের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নামব।

ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী জানিয়েছেন, শহরকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। শহরের বিভিন্ন বড় রেস্তোরাঁ এবং শপিংমল থেকে রাতের অন্ধকারে নোংরা আবর্জনা ফেলে দেওয়া হচ্ছে। নদীর ধারে জমে থাকছে আবর্জনা। আর কেন্দ্রের পঞ্চদশ অর্থবর্ষের টাকার মধ্যে জল এবং জঞ্জাল পরিষ্কারের জন্য যে টাকা দেওয়া হত তা বন্ধ করা হচ্ছে। তাই আলোচনা করে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এখনো তা কার্যকরী হয়নি।

দক্ষিণ মালদা বিজেপির সভাপতি পার্থসারথী ঘোষ জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষ বস্তিবাসীর কাছ থেকে পুরসভা যদি এই কর নেয়। তবে তা অমানবিক। প্রয়োজনে তখন আন্দোলনে নামব।

ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীর বলেন, মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের কথা তো দৈববাণী নয়। শহর পরিচ্ছন্ন রাখতে আমাদেরকেও উদ্যোগ নিতে হবে। কেউ কর না দিলে আমরাও তাকে আমাদের জায়গায় ময়লা ফেলতে দেব না। শহরকে পরিষ্কার রাখতে হলে জঞ্জালে কর নিতে হবে।

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम — A Govt. of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর
রিকভারি এন্ড লিগ্যাল সেকশন,
জিনতা এনক্লেভ, ডেইরি মোড়ের কাছে
সাগরভাঙ্গা, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২১১

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা কার্য্যকর নোটিশ দেওয়া হল যে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিগুলি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এবং এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর বিধানের অধীনে দখল নেওয়া হয়েছে, ই-অকশনের মাধ্যমে অনলাইনে বিক্রি করা হবে নিম্নরূপ- নিম্নলিখিত শর্তাবলীতে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির জন্য আগ্রহী ক্রেতাদের কাছ থেকে অফারগুলি আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

ক্র. নং.	ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ক) দ্বায়বদ্ধতা (তদুপরি বকেয়া সুদ) খ) সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) সেকশন ১৩(৪) অধীনে দখলের তারিখ	সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মুল্য খ) ইএমডি গ) বিড বর্ধিত মুল্য ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি শাখা এবং আঞ্চলিক অফিস ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট
১.	**ক. কানাড়া ব্যাঙ্ক আসানসোল-২ শাখা** **খ. মেসার্স ব্রাদার অ্যান্ড সিস্টার এন্টারপ্রাইজ,** নং ১, মহিশিলা কলোনি, শিমুলতলা, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১৩৩০১	**ক) ২১.৮৯ লক্ষ টাকা** (৩১.০৫.২০২৪ থেকে আরও প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ সহ) **খ) ২১.১০.২০২১** **গ) ২৭.০১.২০২২**	ফ্ল্যাট নং এইচ যার সুপার বিল্ট আপ এলাকার পরিমাপ প্রায় ৬৫০ বর্গফুট। আসানসোল মৌজায় অবস্থিত জি +৪ তলা আরসিসি ফ্রেমযুক্ত কাঠামোর 'শৈল অ্যাপার্টমেন্ট',আবাসিক ভবনের ৪র্থ তলায় জেএল নং ৩৫, আরএস প্লট নং ১৩৪, খতিয়ান নং ২১০,২১১,২১২,২১৭, হোল্ডিং নং ১১০(এন), ১ নং মহিশীলা কলোনীতে অবস্থিত, শিমুলতলা, আসানসোল-৭১৩৩০৩, থানা-আসানসোল পৌর সীমার অধীনে ১৯ নং ওয়ার্ডের অধিক্ষেত্র এবং আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মধ্যে, **শ্রী অনুজ চক্রবর্তী এবং মিস দুলু চক্রবর্তীর নামে,** জেলা-বর্ধমান । **সম্পত্তিটি নিম্নলিখিত ভাবে পরিবেষ্টিত :** উত্তর, জি +১ তলা বিল্ডিং, দক্ষিণ, জি +১ তলা বিল্ডিং, পূর্ব, জি +২ তলা বিল্ডিং, পশ্চিম - ১৬ ফুট প্রশস্ত সিসি রোড। **(সম্পত্তিটি আমাদের বাস্তবিক দখলের অধীনে)।**	**ক) ৯.৪০ লক্ষ টাকা** **খ) ০.৯৪ লক্ষ টাকা** **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** **ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি- কানাড়া ব্যাঙ্ক, আসানসোল - ২ শাখা (মো.) ৬২৯২২ ৪৩৪০৫** **ঙ) এ/সি. নং : ২০৯২৭২৪৩৪** **আইএফএস কোড CNRB0019520**

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ১০.০৭.২০২৪ সকাল ১১.৩০ থেকে দুপুর ১.৩০টা, ইএমডি এর শেষ তারিখ: ০৬.০৭.২০২৪ বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত

অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলী-
১. সম্পদগুলি "**যেখানে যেমন আছে**", "**যা আছে তা আছে**" এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
২. রিজার্ভ মূল্যের নিচে সম্পদ বিক্রি করা হবে না
৩. একক দরদাতার ক্ষেত্রে, দরদাতা/ক্রেতাকে একটি ইনক্রিমেন্ট সহ বিড করতে হবে।
৪. নিলাম/বিডিং শুধুমাত্র "**অনলাইন ইলেকট্রনিক মোড**" দ্বারা পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট **http://www.indianbankseauction.com** মাধ্যমে করতে হবে।
৫. পরিষেবা প্রদানকারী **মেসার্স ক্যানব্যাঙ্ক কম্পিউটার সার্ভিসেস লিঃ -এর যোগাযোগের নম্বর হল ০৮৫৫৩৬৪৩১৪৪ এবং ০৯৪৮০৬৯১৭৭৭ ইমেল আইডি: eauction@ccsl.co.in**
৬. সম্পদগুলি **২৪.০৬.২০২৪ থেকে ০৫.০৭.২০২৪ পর্যন্ত দুপুর ১২-০০ থেকে বিকাল ৪-০০ টা** পর্যন্ত পরিদর্শন করা যেতে পারে সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করার পর।
৭. সফল ক্রেতা/সর্বোচ্চ দরদাতা সর্বোচ্চ/সফল ঘোষণার সাথে সাথে বিক্রয় মূল্যের ২৫% (ইতিমধ্যে পরিশোধিত ইএমডি সহ) জমা দিতে হবে এবং বিক্রয় আয়ের অবশিষ্ট ৭৫% বিক্রয় নিশ্চিতকরণ তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। যদি সফল দরদাতা/ক্রেতা উপরে উল্লিখিত বিক্রয় মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তার জমাকৃত আমানত বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৮. স্ট্যাম্প ডিউটি এবং রেজিস্ট্রেশন চার্জ, যেকোনো সংবিধিবদ্ধ বকেয়া/হার/কর/রেজিস্ট্রেশন ফি/বিবিধ খরচ/সরকারি পাওনা/কোন কর্তৃপক্ষের বকেয়া চার্জ ইত্যাদি সফল দরদাতা/ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
৯. এটি উপরোক্ত ঋণের ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের জন্যও একটি নোটিশ যা উপরোক্ত তারিখ, সময় এবং স্থানে নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হবে, যদি তাদের বকেয়া পাওনা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা না হয়।
১০. ব্যাঙ্ক যেকোনও বা সমস্ত অফার বা বিড/গুলি গ্রহণ/প্রত্যাখ্যান করার, বিক্রি বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে কোনও কারণ না দেখিয়ে ।
১১. ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এতদ্বারা ই-নিলামের তারিখের আগে আপ-টু-ডেট সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ সহ যদি থাকে সুদ এবং খরচ সহ উপরে উল্লিখিত অর্থ প্রদানের জন্য অবহিত করা হয়েছে, এতে ব্যর্থ হলে সম্পত্তি নিলাম/বিক্রয় করা হবে।
১২. আরও বিশদ বিবরণ কানাড়া ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.canarabank.com** -এ উপলব্ধ

তারিখ:২১.০৬.২০২৪ / স্থান: দুর্গাপুর — **অনুমোদিত অফিসার / কানাড়া ব্যাঙ্ক**

বিজেপি বিধায়কের হস্তক্ষেপে বৈঠক

ডিভিসির ছাই পুকুরের জলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে চাকরির প্রতিশ্রুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের থার্মাল পাওয়ার সাপ্লাই প্রজেক্টের জন্য রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের পাবড়া গ্রামের সামনে ছাই পুকুর তৈরির পর সেখানকার চাষের জমির ক্ষতিগ্রস্তদের দীর্ঘ আন্দোলন ও বিজেপি বিধায়কের হস্তক্ষেপে তাদের কাজে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল ডিভিসি কর্তৃপক্ষ। শনিবার দুপুরে আন্দোলনকারীদের নিয়ে এলাকার তথা পারা বিধানসভার বিজেপির বিধায়ক নদীয়ারচাঁদ বাউরির উপস্থিতিতে ডিভিসির কর্তৃপক্ষ রঘুনাথপুর থার্মাল পাওয়ার সাপ্লাই কারখানার কনফারেন্স হলে একটি বৈঠক করেন। তাতে মাসখানেক সময়ের মধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি থেকে ২৫ জনকে ওই বিদ্যুৎকেন্দ্রে কাজে নিয়োগ করার আশ্বাস দেওয়া হয়।

বিধায়ক নদিয়ারচাঁদ বাউরি বলেন, 'আমি এলাকার একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে রয়েছি। কারখানার জন্য চাষযোগ্য জমি নষ্ট হবে, আর ক্ষতিগ্রস্তরা কাজও পাবে না আর জমিতে চাষও করতে পারবে না, তা মেনে নিতে পারব না। শনিবার আন্দোলনকারীদের নিয়ে আমার উপস্থিতিতে ডিভিসির রঘুনাথপুর থার্মাল পাওয়ার সাপ্লাই কারখানার কনফারেন্স হলে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি থেকে ২৫ জনকে ওই তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রে কাজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে মাসখানেকের মধ্যেই।'

রঘুনাথপুর থার্মাল পাওয়ার সাপ্লাই কেন্দ্রের প্রকল্প আধিকারিক চৈতন্য প্রকাশকে বিষয়টি নিয়ে ফোন করা হলেও তিনি বলেন,'২০১৬ সাল থেকে ক্ষতিগ্রস্তের জন্য আন্দোলনকারীরা যে আর্থিক সাহায্য দাবি করছেন তা মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।' আর কাজের বিষয়ে তিনি বলেন, 'এই মুহূর্তে তো প্ল্যান্টে কাজ নেই। তবে আগামী দিনে প্ল্যান্টে কাজের সুযোগ হলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার গুলি থেকেই কাজে নেওয়া হবে।'

উল্লেখ্য, পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের থার্মাল পাওয়ার সাপ্লাই প্রজেক্টের জন্য রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের পাবড়া গ্রামের সামনে ছাই পুকুর তৈরি করে পাম্প হাউস তৈরি করেছে ডিভিসি কর্তৃপক্ষ। ওই ছাই পুকুরের জল দীর্ঘদিন ধরে পাবড়া গ্রামের কিছু চাষিদের চাষের জমিতে প্রবেশ করে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে চাষবাস এমনই অভিযোগ তুলে বেশ কয়েকবার পাম্প হাউস ঘিরে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন ক্ষতিগ্রস্তরা। ডিভিসি কর্তৃপক্ষ বার বার তাদের আশ্বাস দেওয়ার পরেও কাজ হয়নি বলে দাবি। এবার আন্দোলনকারীরা পাবড়া জমি ক্ষতিগ্রস্ত কমিটি গঠন করে ওই ব্যানারে শুক্রবার সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত পাবড়া গ্রামের অদূরে পাম্প হাউস বন্ধ করে দিয়ে বিক্ষোভ দেখান।

খবর পেয়ে আন্দোলনকারীদের কাছে যান এলাকার তথা পারা বিধানসভার বিজেপির বিধায়ক নদীয়ারচাঁদ বাউরি। তিনি আন্দোলনকারীদের দাবি নায্য সম্মত বলে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। শুক্রবার গভীর রাতে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসার আশ্বাস দেয় ডিভিসি কর্তৃপক্ষ। সেইমতো আন্দোলনকারীরা রাতেই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন।

প্রধান শিক্ষককে মেরে আঙুল ভাঙার অভিযোগ স্কুলেরই শিক্ষকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: শনিবার রানিগঞ্জ বয়েজ হাইস্কুলের শিক্ষক বিজয় দাসের বিরুদ্ধে স্কুলের প্রধান শিক্ষককে মারধর ও আঙুল ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ উঠল।

ঘটনার বিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রতীম চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, ২০১৪ সালে বিজয় দাস স্কুলে নিয়োগ হওয়ার পর থেকেই তিনি এবং তাঁর স্ত্রী পাপিয়া মণ্ডল স্কুলে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছেন। বিজয় দাস এমন আচরণ করেন যে তিনিই স্কুলের সর্বেসর্বা, বিজয়বাবু যখন-তখন স্কুলের প্রতিটি শিক্ষককে গালিগালাজ করেন, পড়াশোনা সংক্রান্ত কোনও কাজ দিলেও করেন না। এদিনও তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রী পাপিয়া মণ্ডলকে ক্লাস করতে বলা হলে বিজয়বাবু ধাক্কা দিয়ে আঙুল ভেঙে দেন তাঁর বলে অভিযোগ।

প্রতীমবাবুর আরও দাবি, বিজয় দাস স্কুলের পরিবেশ এতটাই নষ্ট করেছেন যে, ২০১৭ সালে তিনি স্কুলের কিছু শিক্ষককে আক্রমণ করার জন্য স্কুলের কিছু ছাত্রকে প্ররোচিত করেছিলেন। তিনি তাঁর উর্ধ্বতনদের এ বিষয়ে জানিয়েছেন যে বিজয় দাসের কর্মকাণ্ডের কারণে তাঁর পক্ষে স্কুল চালানো খুব কঠিন হয়ে পড়েছে, এই ঘটনায় রানিগঞ্জ থানায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

অন্যদিকে স্কুলের শিক্ষক পাপিয়া মণ্ডলের দাবি, প্রতীমবাবু যেদিন থেকে এই বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হয়ে এসেছেন, সেদিন থেকেই স্কুলের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। তিনি প্রধান শিক্ষকের তোলা অভিযোগ অস্বীকার করে পালটা অভিযোগ করেন, প্রধান শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের ওপর মানসিক নির্যাতন চালাচ্ছেন। স্কুলের শিক্ষিকা পাপিয়া মণ্ডল স্কুলের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার আহ্বান জানান।

পালিশ করার নামে সোনার অলংকার চম্পটের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: সোনার অলংকার পালিশ করে দেওয়ার নাম করে দু'জনের কাছ থেকে আংটি, কানের দুল নিয়ে পালাল দুষ্কৃতীরা। শুক্রবার ঘটনা দু'টি ঘটেছে অণ্ডাল বাজার ও অণ্ডাল মোড় সংলগ্ন একটি আবাসন এলাকায়।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালের দিকে অণ্ডাল বাজারে একটি দোকানে আসেন দু'জন যুবক। সোনার অলংকার পালিশ করার কাজ করেন বলে পরিচয় দেন তাঁরা। দোকানের ব্যক্তি তাঁর হাতের একটি আংটি তাঁদেরকে পালিশ করার জন্য দেন। অভিযোগ, সুযোগ বুঝে সেই আংটি নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। কিছুক্ষণ পর একই ঘটনা ঘটে অণ্ডাল মোড় সংলগ্ন গীতাঞ্জলি পার্ক নামে একটি আবাসন এলাকায়। এখানে গাড়ি ক্লিনিংয়ের দোকান চালানো মিন্দ কাউর নামে এক বৃদ্ধা ও তাঁর ছেলে থাকেন। ঘটনার সময় দোকানে বৃদ্ধা একাই ছিলেন। প্রতারকরা বৃদ্ধার কানের দুল পালিশ করার নাম করে সেগুলি নিয়ে চম্পট দেয় বলে দাবি।

গোটা ঘটনাটা ধরা পড়ে দোকানের সিসিটিভি ক্যামেরায়। দোকান থেকে বেরনোর সময় সিসিটিভি ক্যামেরার ছবিতে দেখা যায় প্রতারক দু'জনের পরনে ছিল জিন্স প্যান্ট, জুতো। একজনের গলায় ঝোলানো ছিল সাইড ব্যাগ। শনিবার ওই বৃদ্ধা মহিলা জানান, ঘটনার পর তিনি অণ্ডাল থানায় বিষয়টি জানিয়েছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাংলাদেশের নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্তের অভিযোগে আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বাংলাদেশের নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে কাঁকসার মীরেপাড়া থেকে এক যুবককে আটক করল রাজ্য পুলিশের এসটিএফের একটি দল। পাশাপাশি ওই যুবকের বাবাকেও আটক করা হয়েছে। শনিবার দুপুরে সূত্র মারফত খবর পেয়ে অভিযানে নামে একটি দল। কাঁকসার মীরেপাড়ার বাসিন্দা মহম্মদ হাবিবুল শেখকে তার বাড়ি থেকে আটক করা হয়। বাংলাদেশের নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে তাকে আটক করে এসটিএফ। জানা গিয়েছে, বেশ কিছু সামগ্রী তার বাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে এসটিএফের আধিকারিকরা কোনো মন্তব্য করতে চাননি।

যুবককে ব্লেড চালানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার এক: পূর্ব বর্ধমান জেলার গুসকরায় এক যুবককে গলায় ব্লেড চালিয়ে দেওয়ার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করে শনিবার ধৃতকে বর্ধমান আদালতে পেশ করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম পবন তুড়ি। তার বাড়ি গুসকরার বেনিয়াপুকুর পাড় এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গুসকরা পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা দুই যুবকের মধ্যে মাদকাসক্ত অবস্থায় শুক্রবার দুপুরে সামান্য কিছু টাকা নিয়ে বচসা বাধে। সেই সময় বেনিয়াপুকুর এলাকায় সঞ্জয় রায় নামের এক যুবকের গলায় ব্লেড চালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ধৃতের বিরুদ্ধে। তারপর ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযোগের ভিত্তিতে গুসকরা এলাকা থেকে শুক্রবার রাতে পবন তুড়িকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের অভিযোগে শনিবারও থমথমে মোগলমারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়না: দলীয় কার্যালয় দখলকে কেন্দ্র করে পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়নায় দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের অভিযোগ প্রকাশ্যে আসে, শনিবারও এলাকা থমথমে। আতঙ্কে রয়েছেন এলাকার মানুষজন। মোগলমারি গ্রামের ঘটনা।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগে ধৃত ১০ জনকে শুক্রবার বর্ধমান আদালতে পেশ করে রায়না থানা পুলিশ। তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ও বিধায়ক গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের জেরেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। রায়না ১ নম্বর ব্লকের সেহারা অঞ্চলের মোগলমারি বাজারে অবস্থিত তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় কোন গোষ্ঠীর অধীনে থাকবে সেই নিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে শুরু হয় দ্বন্দ্ব। ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন রায়না এক নম্বর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি বামদেব মণ্ডল ও রায়না বিধানসভার বিধায়ক শম্পা ধারার অনুগামীরা।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শম্পা ধারার অনুগামীরা দলীয় কার্যালয়ে বসে নিজেদের মধ্যে খোশমেজাজে গল্প করছিলেন। অভিযোগ, সেই মুহূর্তে ব্লক সভাপতি বামদেব মণ্ডলের লোকজন মোগলমারি বাজারে দলীয় কার্যালয়টি দখল নিতে গেলে বাধা দেয় শম্পা ধারার অনুগামীরা। তখনই শুরু হয়ে যায় ঝামেলা এবং তারপরই শুরু হয় দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যে হাতাহাতি। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রায়না থানার অন্তর্গত সেহারাবাজার ফাঁড়ির পুলিশ এবং রায়না থানার ওসি সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করে পুলিশ। নামে কমব্যাট ফোর্স সহ আধা সামরিক বাহিনী। বিভিন্ন ভাবে অভিযান চালিয়ে এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি করার অপরাধে দু'টি গোষ্ঠীর মোট ১০ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে শুক্রবার বর্ধমান আদালতে পেশ করে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে বিধায়ক গোষ্ঠীর শেখ রহমত (৪২), শেখ ইনামুল (৪৮), শেখ সোমেদ আলি (৪৩), সেখ সারুপ উদ্দিন (২৬) ও শেখ নাসিম রাজ (২৪)। ধৃতদের মধ্যে ব্লক সভাপতি গোষ্ঠীর শেখ লিয়াকত আলি (২২), শেখ মাসুদ আলি (২৫), রহিম মণ্ডল (৫১), শেখ মসরত আলি (৫৩) এবং শেখ নুরুল হোসেন (৩২)।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ব্লক সভাপতি ও বিধায়কের গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব এই প্রথম নয় এটি দীর্ঘদিনের। তবে ক্রমাগত দু'টি গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত আকার নিলেও উচ্চ নেতৃত্ব কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় দুশ্চিন্তায় এলাকার তৃণমূল নেতৃত্ব ও কর্মীরা সহ সাধারণ মানুষরা।

জলের দাবিতে পথ অবরোধ কুলটিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল পুরনিগমের ১০৪ ও ১০৫ নম্বর ওয়ার্ডের কুলটির শাকতোড়িয়া নুনিয়া বস্তি এলাকার মানুষরা ফের জলের দাবিতে আসানসোল থেকে পুরুলিয়াগামী রোড অবরোধ করেন পোস্ট অফিস মোড় ও হোসেনিয়া মোড় নামে দু' জায়গায়। এই গরমে ব্যাপক জলের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে ১০৪ ও ১০৫ নম্বর এলাকার বিভিন্ন জায়গার মানুষেরা বলে অভিযোগ।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, অতীতে জল পেলেও এই গরমে তাঁরা সঠিক ভাবে জল পাচ্ছেন না। এলাকার মানুষ বারবার স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়ে কোনও ফল না মেলায় শেষমেশ তাঁরা পথ অবরোধ করা সিদ্ধান্ত নেন। শনিবার সকাল আটটা থেকে পথ অবরোধ শুরু হয়।

অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার: রানিগঞ্জের ৯৩ নম্বর ওয়ার্ডের স্কুল পাড়া ইউকো ব্যাংকের পেছনে এক পুকুরের পাশে জঙ্গলে এক মাঝ বয়স্ক ব্যক্তির দেহ পড়ে থাকার বিষয়টি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। এদিন রানিগঞ্জ থানার পুলিশ এই ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করতে তৎপর হয়। স্থানীয়দের প্রাথমিক অনুমান কোনও ভবঘুরে ওই জঙ্গল এলাকায় গিয়ে পড়ে যাওয়ার কারণে ঘটে এই বিপত্তি।

বেহাল রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু গ্রামবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়না: মেঘালয়ের সব থেকে পরিচ্ছন্ন গ্রাম মাওলিনং থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে রাস্তা তৈরির উদ্যোগ পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না ২ নম্বর ব্লকের নন্দনপুর গ্রামে। মাওলিনং গ্রামে সাধারণ মানুষ নিজেদের গ্রাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রেখেছে আর তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে পঞ্চায়েত। তাই সেই গ্রামের অনুকরণেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নির্মল গ্রাম গড়ে তোলাই একমাত্র লক্ষ্য গ্রামবাসী সহ উদ্যোক্তাদের।

তবে শুধুমাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাই নয়, পাশাপাশি গ্রামে সবুজায়ন করতে বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আপাতত পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে নন্দনপুর গ্রামকে সর্বাধিক পরিচ্ছন্ন গ্রাম হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছেন উদ্যোক্তারা। তারপর সারা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাধিক পরিচ্ছন্ন গ্রাম হওয়ার লক্ষ্য পূরণ করার ক্ষেত্রে আশাবাদী বলে জানান ডাক্তার উদয় চৌধুরী।

পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না ২ নম্বর ব্লকের নন্দনপুর গ্রামে মাতৃগৃহের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত ডক্টর ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য চৌধুরীর রেখে যাওয়া অর্থ ও ডাক্তার উদয় চৌধুরী এবং গ্রামবাসীদের সাহায্যে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল রাস্তা সারাইয়ের কাজ। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার অবস্থা বেহাল থাকায় গ্রামবাসীদের হাঁটাচলা করতে খুবই সমস্যায় পড়তে হত বলে দাবি। তাই মাতৃগৃহ নামক এক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এবং তার প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য চৌধুরীর রেখে দেওয়া অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না দুই নম্বর ব্লকের উচালন অঞ্চলের অন্তর্গত নন্দনপুর গ্রামে রাস্তা তৈরি শুরু হয়েছে।

এছাড়াও গ্রামবাসী সহ বেশ কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও অর্থ সাহায্য করেছে বলে জানা গিয়েছে। আর এই রাস্তা তৈরির কাজে হাত লাগিয়েছে গ্রামের মানুষ। ভালো করে খুঁড়ে সেখানে মোরাম দেওয়া থেকে শুরু করে সমস্ত কাজ হচ্ছে গ্রামবাসীদের সহযোগিতায়। নন্দনপুর সাধুর ঢাল থেকে ডাক্তার ঢাল পর্যন্ত এই রাস্তাটি তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়াও যে রাস্তাগুলি অবহেলিত রয়ে গিয়েছে, সেই রাস্তগুলিও নতুন করে তৈরি করা হচ্ছে।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতকে রাস্তা তৈরির বিষয়ে জানানো হয়েছে। রাস্তা তৈরির অনুমতি মেলার পাশাপাশি আগামীতে রাস্তা তৈরির খরচ দিয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পঞ্চায়েত। কিছুদিনের মধ্যেই বর্ষাকাল শুরু হয়ে গেলে রাস্তা তৈরি করা আর হবে না। তাই রাস্তা তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তা স্বপন সেন। এই রাস্তা তৈরি হলে এলাকার সাধারণ মানুষ ভীষণ ভাবে উপকৃত হবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

মালদার তীব্র যানজট ও ফুটপাত দখলের পরিস্থিতি পরিদর্শনে প্রশাসন ও ইংরেজবাজার পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদা শহর জুড়ে তীব্র যানজট এবং জবরদখল হয়ে থাকা ফুটপাতের পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন করল মালদা জেলা প্রশাসন এবং ইংরেজবাজার পুরসভা কর্তৃপক্ষ। শনিবার মালদা শহরের ব্যস্তবহুল এলাকা যথা রথবাড়ি মোড়, রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ, মকদমপুর, কেজে স্যান্ডাল রোড সহ বিভিন্ন জায়গার রাস্তার যানজট এবং বেআইনিভাবে দখল হয়ে থাকা ফুটপাতের পরিস্থিতির তদারকি করে জেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট পুরসভা কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তারা।

এদিন দুপুর বারোটা নাগাদ মালদা শহরের রথবাড়ি, রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ, আইটিআই মোড়, ঘোড়াপীর মোড় সহ শহরের মূল প্রবেশদ্বারগুলিতে অভিযান চালায় জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। নিত্যদিন মালদা শহরে যানজট এবং জবর দখলকারী নিয়ে বিভিন্ন মহলে বিস্তার অভিযোগ উঠেছে। শহরের বেশিরভাগ ফুটপাত দখলের অভিযোগ তুলেছেন শহরবাসী। প্রায় দিনই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে যানজটের সৃষ্টি হয়।

মালদা শহরে যানজট ও জবরদখল মুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয় উচ্চ দপ্তর থেকে। উচ্চ দপ্তরের নির্দেশ পেয়ে এদিন বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। উপস্থিত ছিলেন, ডিএসপি ট্রাফিক সুশীল গুরুং, জেলা আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিক সুরজ কুমার দাস, ইংরেজ বাজার পুরসভার কাউন্সিলর শুভময় বসু, গৌতম দাস, প্রসেনজিৎ ঘোষ সহ অন্যান্য আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা।

মালদার আরটিও সুরোজ কুমার দাস বলেন, এদিন শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় যানজট পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হয়েছে। পাশাপাশি যে সব এলাকায় বেআইনিভাবে ফুটপাত দখল হয়ে আছে সেগুলিও পরিদর্শনের করে দেখা হয়েছে। খুব শীঘ্রই পরিস্থিতি বুঝে যানজট ও জবরদখল মুক্ত করতে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

মাহেশে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রাকে গঙ্গাজল, দুধে স্নান

নিজস্ব প্রতিবেদন, মাহেশ: ভগবান শ্রী জগন্নাথ দেবের ৬২৮তম স্নানযাত্রা সম্পন্ন হল হুগলির শ্রীরামপুরের মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরে। এই স্নানযাত্রা উপলক্ষে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়। এবার একটু অন্য মাত্রায় শ্রী জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা সম্পন্ন হয়। কারণ স্নানযাত্রা এবার সকাল ছ'টা কুড়ি মিনিটে মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরে স্নান পিরীর মাঠে সম্পন্ন হয়।

জানা গেল, আজ থেকে ৪৭ বছর আগে ১৯৭৭ সালে ঠিক এমন ভাবে ভোরবেলায় প্রভু জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা হয়েছিল। তার কারণ এবার অম্বুবাচী শনিবার সকাল আটটা পঞ্চাশে লেগে যায় সেই জন্যই এবার তিথি অনুযায়ী হয় না হলে স্নানযাত্রা একটু বেলা করেই হয় যথারীতি সকাল ছ'টা কুড়ি মিনিটে জগন্নাথ দেব, বলরাম, সুভদ্রাকে নিয়ে আসা হয় স্নানযাত্রা মঞ্চে মন্দির থেকে তারপর ২৮ রুপোর কলসি গঙ্গাজল, দেড়মণ গেরুর দুধ সহকারে স্নান করানো হয়। এই স্নানযাত্রা দেখতে দূর দূরান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়। অত সকালে কাশর ঘণ্টার শব্দ শোনা যায়, এরপর তিন ভাই বোনকে স্নান মঞ্চেই সারাদিন রাখা হবে।

ঠিক সন্ধেবেলায় জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রাকে হাতে তৈরি বড় বড় লুচি সহ ভোগ দেওয়া হবে এবং লাড্ডুও দেওয়া হবে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনের মহেশ জগন্নাথ মন্দির কমিটির সম্পাদক পিয়াল অধিকারী জানান, আজ থেকে ৪৭ বছর আগে ১৯৭৭ সালে খুব সকালে স্নানযাত্রা সম্পন্ন হয়েছিল। শনিবার সকালে মন্দির থেকে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রাকে স্নান মঞ্চে নিয়ে আসা হয়, তারপর ২৮ কলসি গঙ্গাজল দেড়মণ গোরুর দুধ দিয়ে স্নান করানো হয়। তারপর প্রথমে অবকাশ বেশ তারপর শৃঙ্গার বেশ ও গজবেশ ধারণ করানো হয়।

সারাদিন এখানেই থাকবেন তাঁরা, সন্ধ্যায় ভোগ দিয়ে তারপর গর্ভগৃহে নিয়ে যাওয়া হবে, রবিবার থেকে মন্দির বন্ধ থাকবে। কিন্তু অম্বুবাচীর কটা দিন এখানে পুজো হবে মন্দিরে বিধবারা এসে ভোগ নিয়ে যাবেন। এর মধ্যে তাদের জ্বর হয় চিকিৎসক নিয়ে আসতে হবে তার ওষুধ সেবন করে সুস্থ হবেন। আগামী ৫ জুলাই পুনরায় মন্দির খুলবে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা মন্দিরে আসবেন তখন ভোগ দেওয়া হবে ৭ জুলাই শুরু হবে রথযাত্রা।

এবার বুলডোজার রাজনীতি অন্ধ্রে

জগন্মোহনের দপ্তর গুঁড়িয়ে দিল চন্দ্রবাবু সরকার

অমরাবতী, ২২ জুন: উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথের পরে এ বার বুলডোজার রাজনীতি অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুর। আর তার নিশানা হল সদ্যপ্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগন্মোহন রেড্ডির দল ওয়াইএসআর কংগ্রেসের সদর দপ্তর। শনিবার ভোরে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার নিয়ন্ত্রিত 'ক্যাপিটাল রিজিওন ডেভেলপমেন্ট' (সিআরডিএ) বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিল গুন্টুর জেলার ওই দপ্তর।

চন্দ্রবাবু সরকারের দাবি, মঙ্গলগিরি তাড়েপল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এলাকায় বেআইনি ভাবে ওই বিশাল ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছিল। যদিও নয়া বিধানসভার বিরোধী দলনেতা জগন্মোহন এই ঘটনাকে 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা' বলেছেন। চলতি মাসেই বিধানসভা ভোটে জিতে অন্ধ্রে সরকার গড়েছে তেলুগু দেশম পার্টি (টিডিপি), জনসেনা পার্টি এবং বিজেপির জোট সরকার। টিডিপি প্রধান চন্দ্রবাবু মুখ্যমন্ত্রী এবং জনসেনা সভাপতি পবন কল্যাণ উপমুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন।

২০১৯ সালের বিধানসভা ভোটে জগনের কাছে গো-হারা হেরে রাজ্য রাজনীতিতে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছিলেন চন্দ্রবাবু। গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের তহবিল কেলেঙ্কারি মামলায় জেলেও যেতে হয়েছিল তাঁকে। ৫৩ দিনের ওই জেল সফরে কার্যত তাঁর প্রতি আমজনতার সহানুভূতির ঝড় ওঠে। জগন সরকার প্রতিশোধের লক্ষ্যেই নাইডুকে জেলে পাঠিয়েছে বলে চন্দ্রবাবুর পাশে দাঁড়ান পবনও। বিজেপি সেই জোটে শামিল হওয়ার পরে এবারের বিধানসভা ভোটে মুখ থুবড়ে পড়ে জগনের দল।

ঘটনাচক্রে, মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার তিন সপ্তাহের মধ্যেই চন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার অভিযোগ উঠল। জগন শনিবার এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'চন্দ্রবাবু প্রতিহিংসার রাজনীতিকে নতুন স্তরে নিয়ে গেলেন। স্বৈরাচারী একনায়কের মতো আমাদের দলের সদর দপ্তর বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিলেন।' ওয়াইএসআর কংগ্রেসের তরফে জানানো হয়েছে, চন্দ্রবাবুর বুলডোজার রাজনীতির বিরুদ্ধে তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হবেন। টিডিপির দাবি, জগন মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বেআইনি ভাবে মঙ্গলগিরি পাহাড়ের কোলে দু'একর জমিতে ওই বিশাল দপ্তর নির্মাণ করা হয়েছিল। দপ্তর সংলগ্ন ১৫ একর জমি ওয়াইএসআর কংগ্রেস জবরদখল করেছিল বলেও চন্দ্রবাবুর দলের দাবি।

সরকারি কর্মীদের অফিসে ঢোকার সময় বেঁধে দিল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২২ জুন: সরকারি কর্মচারীদের অফিসে ঢোকার সময় বেঁধে দিচ্ছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কর্মরত সব আধিকারিককে ওই নির্দিষ্ট সময় মেনে দপ্তরে প্রবেশ করতে হবে। এক মিনিট দেরি করলেও হবে শাস্তি। তেমনটাই জানাচ্ছে 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'-র একটি রিপোর্ট। ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, কেন্দ্রের কর্মী এবং প্রশিক্ষণ বিভাগ এই নিয়ম চালু করেছে। সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত সিনিয়র আধিকারিকদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। কারও জন্য বিশেষ কোনও ছাড়ের বন্দোবস্ত নেই। নির্ধারিত সময় মেনে ঘড়ি ধরেই সব কর্মচারীকে অফিসে ঢুকতে হবে।

রিপোর্ট বলছে, প্রতি দিন সকাল ৯টার মধ্যে সরকারি কর্মচারী এবং আধিকারিকদের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ঢুকতে বলা হয়েছে। ১৫ মিনিট দেওয়া হয়েছে 'গ্রেস টাইম' হিসাবে। অর্থাৎ, দপ্তরে প্রবেশের সরকারি সময় সকাল ৯টা। সব চেয়ে দেরি হলে ৯টা ১৫ মিনিটের মধ্যে তাঁরা দপ্তরে ঢুকতে পারবেন। এর চেয়ে বেশি দেরি করা যাবে না।

কর্মীদের বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে উপস্থিতি নথিভুক্ত করাতে হবে নির্দিষ্ট দপ্তরে। অর্থাৎ, নিজ নিজ পরিচয়পত্র দপ্তরে ঢোকার সময়ে যন্ত্রের মাধ্যমে পাঞ্চ করাতে হবে। তাতেই উপস্থিতি নথিভুক্ত হবে। ৯টা ১৫ মিনিটের পর কেউ নিজের কার্ড পাঞ্চ করালে তাঁর পৌঁছতে দেরি হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

যে কোনও সরকারি কর্মচারীর সারা বছরে নির্দিষ্ট সংখ্যক কিছু দিনের ছুটি বরাদ্দ থাকে। কোনও প্রয়োজনে সেখান থেকে ছুটি নিতে পারেন তিনি। এই ধরনের ছুটিকে বলে 'ক্যাজুয়াল লিভ'। কোনও কর্মী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দপ্তরে না পৌঁছলে সেই বরাদ্দ ছুটির মধ্যে থেকে অর্ধদিবস কাটা যাবে তাঁর। অর্থাৎ, দু'দিন দেরি হলেই হাতছাড়া হবে একটি আস্ত ছুটির দিন। এ ছাড়াও কোন দপ্তরে কোন কর্মচারী কখন আসছেন, কখন যাচ্ছেন, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের তার দিকে নজর রাখতেও বলা হয়েছে।

বিহারে অব্যাহত সেতু বিপর্যয়, ভেঙে পড়ল আরও একটি সেতু

পাটনা, ২২ জুন: ফের বিহারে ভেঙে পড়ল সেতু। শনিবার সকালে সিওয়ানে গন্ডক খালের উপর নির্মিত সেতুটি ভেঙে পড়ে। ভেঙে পড়ার সময় তীব্র শব্দ হয়। যা পাশের দ্বারভাঙা জেলার রামগড় থেকেও শোনা যায় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। যার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কয়েকদিন আগেই বাংলার প্রতিবেশী এই রাজ্যে একটি নবনির্মিত সেতু ভেঙে পড়েছিল। এক সপ্তাহ কাটার আগেই আরও একটি সেতু ভেঙে পড়ায় নির্মাণকাজ ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এদিনের সেতু ভেঙে পড়ার ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। সেতু ভেঙে পড়ার মুহূর্তের ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, মহারাজগঞ্জ জেলার পাতেধি বাজারের সঙ্গে দ্বারভাঙার রামগড় পঞ্চায়েতের যোগাযোগের মাধ্যম ছিল এই সেতু। হাজার হাজার মানুষ এই সেতু ব্যবহার করতেন। এই সেতু ভেঙে পড়ায় এখন গন্ডক খালের দুই পারের বাসিন্দাদের দীর্ঘ পথ ঘুরে যাতায়াত করতে হবে।

সেতু রক্ষণাবেক্ষণে অবহেলার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের বক্তব্য, সেতুটি অনেক পুরনো। প্রায় ৪০ বছর আগে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু, ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি। এমনকি, খাল সংস্কারের সময় ঠিকমতো পদক্ষেপ না করায় সেতুর পিলারের চারদিকে মাটি সরে যায়। স্থানীয়দের দাবি, সেতু ভেঙে পড়ার এটি অন্যতম কারণ।

এর আগে গত ১৮ জুন বিহারের আরারিয়াতে একটি নবনির্মিত সেতু ভেঙে পড়ে। উদ্বোধনের আগেই বকরা নদীর উপর ওই সেতুর একটি অংশ ভেঙে পড়ে। সেতুটি নির্মাণে ১২ কোটি টাকা ব্যয় হয়। সেতুর নির্মাণকাজ নিয়ে প্রশ্ন উঠে। চলতি বছরের শুরুতে বিহারের সুপলেও একটি নির্মীয়মাণ সেতু ভেঙে পড়েছিল। সেই ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছিল এবং আরও ১০ জন আহত হয়েছিলেন।

যৌন কেলেঙ্কারিতে ফাঁসানোর হুমকি এবার রেভান্নার ভাইকে

বেঙ্গালুরু, ২২ জুন: সেক্স স্ক্যান্ডালে মূল অভিযুক্ত প্রজ্জ্বল রেভান্নার ভাইকে মিথ্যা যৌন মামলায় ফাঁসানোর হুমকি দেওয়া হয়েছে। এমনই অভিযোগ করলেন দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দেবেগৌড়ার নাতি সুরজ। কর্নাটক বিধান পরিষদের জেডিএস সদস্যের সহকারী শিব কুমার তাঁর হয়ে পুলিশে অভিযোগ করেছেন ইতিমধ্যেই।

সুরজের নিশানায় জেডিএসের যুব শাখার কর্মী চেতন কেএস ও তাঁর শ্যালক। এদিকে চেতনও সুরজের বিরুদ্ধে তাঁকে যৌন হেনস্তার পালটা অভিযোগ এনেছেন। প্রসঙ্গত, সুরজ বিধায়ক এইচ ডি রেভান্নার ছেলে। শিব কুমারের অভিযোগ, চেতন সুরজের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলেন। এবং পরে 'সুরজ রেভান্না ব্রিগেডে'র হয়ে কাজ শুরু করেন। সম্প্রতি চেতন পারিবারিক খরচ চেয়েছিলেন। কিন্তু সুরজ তা প্রত্যাখ্যান করেন। এর পরই চেতন হুমকি দেন, তিনি সুরজ রেভান্নার বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ আনবেন। প্রথম পাঁচ ও দুকোটি টাকা চাওয়া হয়েছিল বলে সুরজ ও শিবকুমার দাবি করেছেন।

মে মাসেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন প্রজ্জ্বল। এই মুহূর্তে তিনি রয়েছেন জেলে। এদিকে এক নির্যাতিতাকে অপহরণের অভিযোগে প্রজ্জ্বল-সুরজের বাবা এইচ ডি রেভান্নাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তবে তিনি পরে জামিন পেয়ে গিয়েছিলেন। লোকসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পরে দেখা যায়, কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে হেরে গিয়েছেন যৌন কেলেঙ্কারির মূল অভিযুক্ত। যদিও দ্বিতীয়বার সাংসদ হওয়ার লড়াইয়ে চেষ্টার কমতি ছিল না রেভান্নার।

আমেরিকায় বন্দুকবাজের হামলায় প্রাণ হারালেন ৩ জন

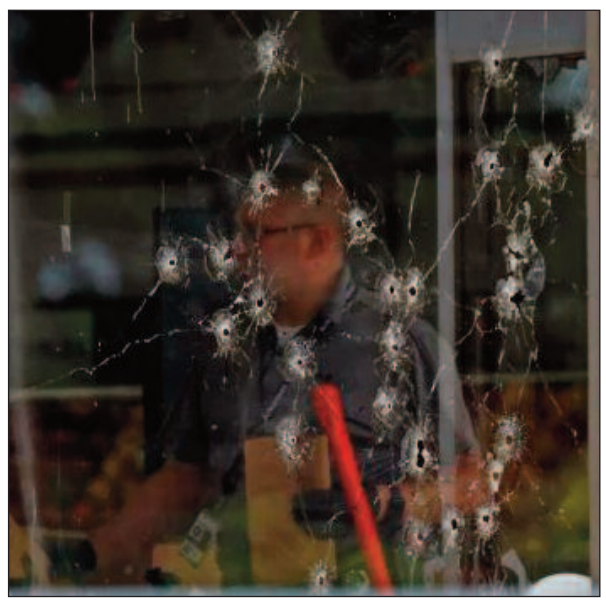

ওয়াশিংটন, ২২ জুন: ফের বন্দুকবাজের হামলায় উত্তপ্ত আমেরিকা! একটি মুদিখানা দোকানে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৩ জন। আহত ১০। যাঁদের মধ্যে কয়েকজনের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে। পুলিশের পালটা গুলিতে জখম হয়েছে অভিযুক্তও।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, শুক্রবার স্থানীয় সময় বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটে আরকানসাস প্রদেশে। রোজকার মতো এদিনও ওই মুদির দোকানে ভিড় জমিয়েছিলেন বহু মানুষ। সকলেই ব্যস্ত ছিলেন কেনাকাটায়। হঠাৎই সেখানে বন্দুক নিয়ে ঢুকে পড়ে ওই আততায়ী। সামনে যাকে পায় লক্ষ্য করে এলোপাথারি গুলি চালাতে শুরু করে। গুলির আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন বেশ কয়েকজন। এর মাঝেই খবর দেওয়া হয় স্থানীয় পুলিশে।

খবর পেয়ে দ্রুত সেখানে পৌঁছয় আরকানসাস পুলিশ। ওই আততায়ীর সঙ্গে গুলির লড়াই হয় তাদের। পুলিশের গুলিতে জখম হয় ওই বন্দুকবাজ। তার পর আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। এই ঘটনার পর মাইক হাগার নামে এক আরকানসাস পুলিশের এক আধিকারিক সংবাদমাধ্যমে জানান, ওই বন্দুকবাজের নাম ট্র্যাভিস ইউজিন। তাকে ইতিমধ্যে হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে তিনজনকে খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে। পুলিশের গুলিতে সেও জখম হয়েছে। তবে তার আঘাত গুরুতর নয়। কয়েকদিনের মধ্যে তাকে কোর্টে তোলা হবে।

চিন সীমান্ত ঘেঁষা শান প্রদেশে হামলা জুন্টার

নেইপেইদ, ২২ জুন: চিনের মদতে যুদ্ধবিরতি সমঝোতা ভেঙে অসামরিক এলাকায় হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল সামরিক জুন্টা সরকারের সেনার বিরুদ্ধে। সে দেশের সশস্ত্র বিদ্রোহী সংগঠনগুলির যৌথমঞ্চ ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্সের অন্যতম শরিক আরাকান আর্মি (এএ) এই অভিযোগ তুলেছে। তাদের দাবি, আকাশপথে নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করা হচ্ছে অসমারিক অঞ্চলে।

ঘটনাচক্রে, চিনের মধ্যস্থতাতেই জানুয়ারির শেষপর্বে বিদ্রোহী জোট এবং জুন্টা ফৌজের যুদ্ধবিরতি সমঝোতা হয়েছিল। সেই সমঝোতা অনুযায়ী পশ্চিম মায়ানমারের জনজাতি অধ্যুষিত শান প্রদেশটি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্সের হাতে তুলে দিতে সম্মত হয়েছিল মায়ানমার সেনা। কিন্তু পরে পশ্চিম মায়ানমারের আর এক প্রদেশ রাখাইনে দু'পক্ষের সংঘর্ষ চলতে থাকে। আরাকান আর্মির অভিযোগ, জুন্টা সেনা নতুন করে হামলা শুরু করেছে চিন সীমান্ত ঘেঁষা শান প্রদেশে। সেখানকার জনজাতি বাসিন্দাদের খাদ্য এবং অত্যাবশকীয় পণ্য সরবরাহেও বাধা দেওয়া হচ্ছে!

প্রসঙ্গত, মায়ানমারের তিন বিদ্রোহী গোষ্ঠী; 'তাঙ ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি' (টিএনএলএ), 'আরাকান আর্মি' (এএ) এবং 'মায়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স আর্মি' (এমএনডিএএ)-র জোট 'ব্রাদারহুড অ্যালায়্যান্স' ২০২৩ সালের নভেম্বরের গোড়া থেকে সে দেশের সামরিক জুন্টা সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছিল। ওই অভিযানের পোশাকি নাম 'অপারেশন ১০২৭'।

তামিলনাড়ুর বিষমদকাণ্ডে মৃত বেড়ে ৫৫

চেন্নাই, ২২ জুন: তামিলনাড়ুর বিষমদকাণ্ডে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৫। এখনও চিকিৎসাধীন বহু। এর মাঝেই বিষমদ সরবরাহের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় সে-ই মূল অভিযুক্ত। এর আগেই এই ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে গ্রেপ্তার হয়েছে ৭ জন। এবার পুলিশের জালে মূল পান্ডা। এমনকী সেরাজ্যের তিরুচিরাপল্লী জেলা থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে প্রায় আড়াইশো লিটার অবৈধ মদ। এখনও চলছে তল্লাশিঅভিযান।

গত বুধবার রাতে তামিলভূমের কল্লাকুড়িছি জেলায় বিষমদ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন বহু মানুষ। হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সকলকে। বৃহস্পতিবার তাঁদের মধ্যে ২৫ জনের মৃত্যুর খবর মেলে। তার পর গত দুদিনে পাল্লা দিয়ে বাড়ে অসুস্থের সংখ্যা। অন্তত ১৯৩ জন হাসপাতালে ভর্তি হন। শনিবার জানা গিয়েছে, বিষমদ খেয়ে এখনও পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন ৫৫ জন। কল্লাকুরিচি মেডিক্যাল কলেজ,পুদুচেরির, সালেম, ভিলুপুরম এবং জিপমের সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোতে চিকিৎসা চলছে বাকিদের। বুধবারের এই কাণ্ডের পরই মূল অভিযুক্তকে ধরতে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ।

শনিবার, কল্লাকুড়িছি পুলিশ জানিয়েছে, চিন্নাদুরাই নামে এক ব্যক্তিকে বিষমদ সরবরাহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশের অনুমান, সে করুণাপুরমে চোলাই মদ সরবরাহ করত। সেখান থেকে তা নানা প্রান্তে পৌঁছে যেত। আর ঘটনায় শাসকদলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছে বিরোধীরা। অভিযুক্তের কড়া শাস্তির দাবিতে প্রতিবাদে সামিল হয়েছে সাধারণ মানুষ।

ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ করার কথা আগেই জানিয়েছিলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তিনি বলেছেন, 'এই ঘটনায় আমি স্তম্ভিত। কল্লাকুড়িছিতে বিষমদ খেয়ে যাঁদের মৃত্যু হয়েছে তাঁদের পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা রয়েছে। যারা এই ঘটনার জন্য দায়ী তাঁদের প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাশাপাশি যে আধিকারিকরা এই কাণ্ড রুখতে ব্যর্থ হয়েছেন তাঁদের বিরুদ্ধেও কড়া পদক্ষেপ করা হবে। এই ঘটনা খুবই দুঃখজনক।' তার পরই জেলা কালেক্টর এবং জেলা পুলিশ সুপারের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেন স্ট্যালিন। তাঁর নির্দেশে শুরু হয় তল্লাশি। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন পুলিশকে সাসপেন্ডও করে দেওয়া হয়েছে।

ফের প্যালেস্তিনীয়দের ক্যাম্পে বোমাবর্ষণ, মৃত ২৫

জেরুজালেম, ২২ জুন: ফের রাফায় ভয়ংকর হামলা চালাল ইজরায়েল। আল মাওয়াসি এলাকায় ঘরহারা নিরীহ প্যালেস্তিনীয়দের ক্যাম্পে 'বোমাবর্ষণ' করে ইজরায়েলি ফৌজ। আর এই আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ২৫ জন। আহতের সংখ্যা ৫০। এমনটাই অভিযোগ জানিয়েছে গাজার স্বাস্থ্যমন্ত্রক।

গত আট মাস ধরে হামাস নিধনে গোটা গাজা ভূখণ্ড গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ইজরায়েল। আন্তর্জাতিক মহলের চাপ উপেক্ষা করে প্যালেস্তিনীয়দের 'শেষ' আশ্রয় রাফাতেও ঢুকে পড়েছে তারা। শরণার্থী শিবিরগুলোতেও হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিরুদ্ধে। ফের একবার নিরীহ মানুষদের আশ্রয়তে আক্রমণ শানানোর আঙুল উঠেছে তেল আভিভের বিরুদ্ধে। সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, গাজার স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার মাওয়াসি এলাকায় আছড়ে পড়ে একের পর এক ইজরায়েলি বোমা। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২৫ জনের।

এদিকে, ইজরায়েলের অভিযানের ফলে গাজায় তীব্র হয়েছে ওষুধের সংকট। যা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো। গাজায় জারি রয়েছে মৃত্যুমিছিল। হাসপাতালগুলো উপচে পড়ছে মৃতদেহের ভিড়ে। আহতের সংখ্যাও দিন দিন বেড়েই চলেছে। ফলে সবকিছু সামাল দিকে হিমশিম খেতে হচ্ছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোকে। এর মাঝেই এপ্রিল মাস থেকে দেখা দিয়েছে ওষুধের আকাল।

উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের বুকে বেনজির হামলা চালায় প্যালেস্টাইনের জঙ্গি সংগঠন হামাস। যার বদলা নিতে গাজায় যুদ্ধ ঘোষণা করে দেন নেতানিয়াহু। তার পর থেকে জারি রয়েছে এই রক্তক্ষয়ী লড়াই। এই আট মাসে বহু হামাস নেতাকে খতম করেছে ইজরায়েলি ফৌজ। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে জেহাদিদের ডেরা। কিন্তু বুধবার ইজরায়েলি সেনার মুখপাত্র রিয়ার অ্যাডমিরাল ড্যানিয়েল হাগারি ইজরায়েলের এক সংবাদমাধ্যমে জানান, হামাস একটা আদর্শ। আমরা কখনও আদর্শকে মুছে ফেলতে পারব না। তবে ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী নিজেদের লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁর এই বক্তব্যের পরই প্রতিক্রিয়া দিয়েছে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয়। সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, হামাসের পরাজয় না হওয়া পর্যন্ত গাজায় লড়াই চলবে।

পরিচারকদের ওপর অত্যাচারের অভিযোগ ভারতীয় বংশোদ্ভূত হিন্দুজা পরিবারের বিরুদ্ধে

জেনেভা, ২২ জুন: দৈনিক ১৮ ঘণ্টা পরিশ্রম। অথচ বেতন সামান্য। একটু 'ত্রুটিবিচ্যুতি' ঘটলেই চলত অকথ্য নির্যাতন। এমনই অভিযোগে ভারতীয় বংশোদ্ভূত হিন্দুজা পরিবারের চার সদস্যকে সাজা শোনাল জেনিভার আদালত। চার থেকে সাড়ে চার বছরের সাজা শোনানো হয়েছে অভিযুক্তদের।

বর্তমানে সুইস নাগরিক হিন্দুজা পরিবারের সদস্যরা। যে চারজনকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে তাঁরা হলেন প্রকাশ হিন্দুজা, তাঁর স্ত্রী, ছেলে ও পুত্রবধূ। এঁদের মধ্যে প্রকাশ ও তাঁর স্ত্রীকে সাড়ে চার বছর এবং তাঁদের পুত্র-পুত্রবধূকে শোনানো হয়েছে চার বছরের সাজা। তবে তাঁরা এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলে জানা গিয়েছে।

সুইস আদালত রায়ে জানিয়েছে, পরিচারক, পরিচারিকা ও পাচকদের প্রত্যেককে অমানুষিক পরিশ্রম করানো হত। কথায় কথায় চলত নির্যাতন। অথচ বেতন ছিল সামান্য। মিলত না ছুটি। এমনকী প্রাসাদোপম বাড়ি থেকে বেরনোর সুযোগ মিলতই না। কেড়ে নেওয়া হত পাসপোর্ট। এক কর্মীর কথায়, কুকুরদের জন্য যা খরচ হত তার চেয়েও কম বেতন দেওয়া হত তাঁদের। বেতনও দেওয়া হত ভারতীয় টাকায়। সুইস ফ্রাঁ দিয়ে নয়। কার্যতই যেন ক্রীতদাস করে রাখা হয়েছিল তাঁদের। তবে ভারত থেকে পাচারের মাধ্যমেই নিয়ে আসা হয়েছিল ওই পরিচারকদের, এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে আদালত। জানিয়েছে, যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা সকলেই পুরো বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয়েই এসেছিলেন।

গত শতকের আটের দশকের শেষে সুইজারল্যান্ডে বসবাস শুরু করে হিন্দুজা পরিবার। তথ্যপ্রযুক্তি, সংবাদমাধ্যম, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে রিয়েল এস্টেট নানা ক্ষেত্রে ছড়িয়ে রয়েছে তাঁদের ব্যবসা। ফোর্বসের তথ্য অনুযায়ী, হিন্দুজা পরিবারের মোট সম্পদ ২০ বিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশকে হারিয়ে বিশ্বকাপের শেষ চারে এক পা ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি: টসেই বোধহয় ম্যাচের ভাগ্য নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। টস জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। তিনি বলেন, ১৫০-১৬০ রানের মধ্যে ভারতকে আটকানোর চেষ্টা করবেন। কিন্তু প্রথমে ব্যাট করে ১৯৬ রান করে ভারত। বাংলাদেশের প্রত্যাশার থেকে অন্তত ৩০ রান বেশি। সেটাই ম্যাচের ভাগ্য নিশ্চিত করে দেয়। শেষ পর্যন্ত ৫০ রানে হারে বাংলাদেশ। প্রথমে আফগানিস্তান ও তার পর বাংলাদেশকে হারিয়ে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের পথে এগিয়ে গেলেন রোহিত শর্মারা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচটি ম্যাচ খেলে সব ক'টিই হারল বাংলাদেশ। পর পর দুই ম্যাচ হেরে শাকিব আল হাসানদের বিশ্বকাপের স্বপ্ন প্রায় শেষ হয়ে গেল।

বিশ্বকাপের শুরু থেকে ভারতের ব্যাটিং তাদের সমস্যায় ফেলছিল। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ফর্মে ফিরলেন ব্যাটারেরা। বিশেষ করে দলের মিডল অর্ডার। অর্ধশতরান করলেন হার্দিক পাণ্ড্য। রান করলেন শিবম দুবেও। পরে বল হাতে নজর কাড়লেন কুলদীপ যাদব। তবে এখনও বিরাট কোহলি ও রোহিতের ফর্ম ভারতকে চিন্তায় রাখবে। তাঁরা শুরুটা করলেও বড় রান করতে পারছেন না। বাজে শট খেলে উইকেট দিয়ে আসছেন। বড় দলের বিরুদ্ধে এই ভুল করলে সমস্যায় পড়তে হবে দলকে।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ব্যাটিং শুরু করেন রোহিত ও বিরাট। মাঠের এক দিক থেকে অন্য দিকে দ্রুত হাওয়া বইছিল। হাওয়ার দিকে শট খেললে ধরতে সমস্যা হচ্ছিল ফিল্ডারদের। প্রথম তিন ওভারে ৩০ রান পার হয়ে যায় ভারতের। শাকিবের বলে একটি ছক্কা মেরেছিলেন রোহিত। আবার ছক্কা মারতে গিয়ে ফেরেন তিনি। ১১ বলে ২৩ রান করেন রোহিত। বিরাটও বেশি কয়েকটি বড় শট খেলেন। দেখে মনে হচ্ছিল, অ্যান্টিগার মাঠে বড় রান করবেন তিনি। কিন্তু তানজিম সাকিবের বলে উইকেট ছেড়ে মারতে গিয়ে বলের লাইন মিস্ করেন বিরাট। ২৮ বলে ৩৭ রান করে আউট হন তিনি।

সূর্য।

ভারতকে বড় ধাক্কা দেন তানজিম। একই ওভারে সূর্যকুমার যাদবকে আউট করেন তিনি। প্রথম বলে ছক্কা মারেন সূর্য। পরের বলে উইকেটরক্ষকের পাশ দিয়ে খেলতে যান। কিন্তু তানজিমের বল পড়ে একটু বেশি লাফায়। ফলে সূর্যের গ্লাভসে লেগে উইকেটরক্ষক লিটনের হাতে ক্যাচ যায়। ভুল করেননি লিটন। ৬ রানে আউট হন সূর্য।

তিন নম্বরে নেমে এই ম্যাচেও ফর্মে ব্যাট করছিলেন ঋষভ পন্থ। শুরুর কয়েকটি বল বাদ দিয়ে চেনা ফর্মে শট মারতে শুরু করেন। দলের রানকে ১০০-র গণ্ডি পার করান। কিন্তু আরও এক বার নিজের উইকেট ছুড়ে এলেন পন্থ। আগের ম্যাচেও রিভার্স সুইপ মারতে গিয়ে আউট হয়েছিলেন। এই ম্যাচেও সেই রিভার্স সুইপ মারতে গেলেন। দেখে মনে হল, আগে থেকেই মনস্থির করে নেন পন্থ। ঝুঁকি আছে জেনেও সেই শট খেলেন। আরও এক বার রিভার্স সুইপ ফেরাল পন্থকে। ২৪ বলে ৩৬ রান করেন তিনি।

১০৮ রানে ৪ উইকেট পড়ায় কিছুটা চাপে পড়ে যায় ভারত। সেখান থেকে দলকে টানলেন শিবম ও হার্দিক। বিশ্বকাপ যত এগোচ্ছে তত আত্মবিশ্বাস বাড়ছে শিবমের। হার্দিক আগের ম্যাচেও ভাল খেলেছিলেন। এই ম্যাচে আরও ভাল খেললেন তিনি। প্রথম কয়েকটি বল দেখে খেললেন তাঁরা। তার পরে হাত খুললেন। হাওয়ার সাহায্য নিয়ে শট খেললেন। ফলে বড় শট মারতে সমস্যা হল না। দু'জনের মধ্যে ৫৩ রানের জুটি হয়। ২৪ বলে ৩৪ রান করে আউট হন শিবম।

শেষ কয়েকটি ওভারে আরও হাত খোলেন হার্দিক। শেষ বলে চার মেরে অর্ধশতরান করেন তিনি। মাত্র ২৭ বলে ৫০ রান করেন তিনি। ২০ ওভারে ৫ উইকেটে হারিয়ে ১৯৬ রান করে ভারত। বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে তানজিম ও রিশাদ হোসেন ২টি করে উইকেট নেন। ১টি উইকেট নেন শাকিব। তবে হতাশ করলেন মুস্তাফিজুর রহমান। ৪ ওভারে ৪৮ রান দিলেন তিনি। একটিও উইকেট পাননি তিনি।

জবাবে রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভাল করে বাংলাদেশ। তানজিদ হাসান ও লিটন শুরু থেকে বড় শট খেলার চেষ্টা করছিলেন। বাংলাদেশকে প্রথম ধাক্কা দেন সেই শাকিব। লিটনকে ১৩ রানের মাথায় আউট করেন তিনি। তিন নম্বরে নামা অধিনায়ক শান্তর সঙ্গে ভাল জুটি বাঁধেন তানজিদ। পাওয়ার প্লে কাজে লাগিয়ে দ্রুত রান করছিলেন তাঁরা।

ভারতের স্পিনারেরা বলে আসতেই বাংলাদেশের রানের গতি কমে যায়। চাপ বাড়ে ব্যাটারদের উপর। কিন্তু উইকেট পড়ছিল না। ভারতের হয়ে উইকেট নেওয়ার দায়িত্ব নেন কুলদীপ। তিনি বল করতে আসার পরে টানা ৪ ওভার বল করেন। মাত্র ১৯ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন তিনি। তানজিদ (২৯), তৌহিদ হৃদয় (৪) ও শাকিব (১১)-কে ফেরান ভারতের এই বাঁহাতি স্পিনার।

ধীরে ধীরে জয় থেকে দূরে যাচ্ছিল বাংলাদেশ। শেষ ৫ ওভারে জিততে দরকার ছিল ৮৯ রান। অধিনায়ক শান্ত, মাহমুদুল্লাদের পক্ষে তা করা অসম্ভব ছিল। বাংলাদেশের ব্যাটারদের দেখে মনে হল, জেতার চেষ্টাও করছেন না তাঁরা। কোনও রকমে ভারতের রানের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করছেন।

প্রথম স্পেলে বুমরার বলে পন্থ ক্যাচ ছাড়লেও দ্বিতীয় স্পেলে এসে উইকেট নিলেন বুমরা। অধিনায়ক শান্তকে ৪০ রানে ফেরান তিনি। বাংলাদেশের সব আশা সেখানেই শেষ হয়ে যায়। রিশাদ ও মাহমুদুল্লা চেষ্টা করলেও দলকে জয়ের কাছে নিয়ে যেতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৪৬ রানে শেষ হয় বাংলাদেশের ইনিংস। ৫০ রানে ম্যাচ জেতে ভারত।

যুক্তরাষ্ট্রকে ছক্কা, বৃষ্টিতে ভাসাল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি: পাঁজরের চোটে ব্র্যান্ডন কিং ছিটকে না গেলে এই ম্যাচে হয়তো খেলাই হতো না শাই হোপের। সেই হোপ ঘরের মাঠ বার্বাডোজে সুযোগের সদ্ব্যবহার কী দারুণভাবেই না করলেন! ওপেনিংয়ে নেমে একাই মারলেন ৮ ছক্কা। ৩ ছক্কা মেরে তাতে যোগ দিলেন নিকোলাস পুরান।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দুই স্বাগতিকের লড়াইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের এমন ছক্কা-বৃষ্টিতেই উড়ে গেল যুক্তরাষ্ট্র। কেনসিংটন ওভালে আজ টস হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে ১২৮ রানে অলআউট হয় যুক্তরাষ্ট্র। ওয়েস্ট ইন্ডিজ মাত্র ১ উইকেট হারিয়ে ৫৫ বল হাতে রেখেই লক্ষ্য টপকে গেল।

এ জয়ে সেমিফাইনালে ওঠার দৌড়ে ভালোভাবেই টিকে রইল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আর টানা দুই হারে যুক্তরাষ্ট্রের বিদায় প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেল।

হোপ ৩৯ বলে ৮২ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলেছেন। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এটি তাঁর ক্যারিয়ারসেরা। তবে ম্যাচসেরা হয়েছেন বার্বাডোজের আরেক সন্তান রোস্টন চেজ। এই অফ স্পিন অলরাউন্ডার করেছেন ক্যারিয়ারসেরা বোলিং। ১৯ রানে ৩ উইকেট নিয়ে তিনিই যুক্তরাষ্ট্রের সংগ্রহকে বড় হতে দেননি।

সেন্ট লুসিয়ায় গত বৃহস্পতিবার ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৮০ রান করেও বাজেভাবে হেরে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। জস বাটলারের দল রান তাড়া করে ৮ উইকেটে আর ১৫ বল বাকি রেখে। ওই হারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের নেট রানরেটেও নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে আজ তাই আগের ম্যাচের ক্ষতিই যেন পুষিয়ে দিতে নেমেছিল ক্যারিবীয়রা। হোপ-পুরানের ব্যাটিং,তাণ্ডব সেটা পুষিয়ে তো দিয়েছেই; সঙ্গে সুপার এইটের গ্রুপ ২-এ নেট রানরেটেও সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। এই গ্রুপে টানা দুই জয়ে ৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে দক্ষিণ আফ্রিকা। সমান ২ পয়েন্ট করে হলেও নেট রানরেটে ইংল্যান্ডকে পেছনে ফেলে দুইয়ে উঠে এসেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

রান তাড়ায় আজ জনসন চার্লসকে নিয়ে পাওয়ারপ্লেতে ৫৮ রান এনে দেন হোপ। সপ্তম ওভারের শেষ বলে চার্লস ব্যক্তিগত ১৫ রানে আউট হলেও এরপর যুক্তরাষ্ট্রের বোলারদের ওপর দিয়ে 'মহাপ্রলয়' বইয়ে দিয়েছেন হোপ ও পুরান। ৮ ওভার শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান ছিল ১ উইকেটে ৭৫। জয়ের জন্য দরকার ৭২ বলে ৪৯। হোপ-পুরান এখান থেকে বাকি কাজ সেরেছেন মাত্র ১৭ বলেই।

এর আগে টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নামা যুক্তরাষ্ট্র শুরুতে স্টিফেন টেলরকে হারালেও আন্দ্রিস গুস ও নীতীশ কুমারের দারুণ ব্যাটিংয়ে পাওয়ারপ্লেতে তোলে ৪৮ রান। কিন্তু সপ্তম ওভারে এ জুটি ভাঙতেই মার্কিনদের ইনিংসে মড়ক লাগে। সব ব্যাটসম্যান যেন আসা-যাওয়ার মিছিলে যোগ দেন। শেষ পর্যন্ত ১২৮ রান করতে পারলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে থামানোর জন্য তা মোটেও যথেষ্ট ছিল না।

ছক্কা মারা ওয়েস্ট ইন্ডিজের নেশা;তা সবার জানা। এ ম্যাচ সেটাই নতুন করে মনে করিয়ে দিল। চারের (৭টি) চেয়ে ক্যারিবিয়ানদের ছক্কার (১১টি) সংখ্যাই বেশি।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

যুক্তরাষ্ট্র ১৯.৫ ওভারে ১২৮ অলআউট

(গুস ২৯, নীতীশ ২০, মিলিন্দ ১৯, শালকভিক ১৮; চেজ ৩/১৯, রাসেল ৩/৩১, জোসেফ ২/৩১, মোতি ১/১৪)।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১০.৫ ওভারে ১৩০/১

(হোপ ৮২*, পুরান ২৭*, চার্লস ১৫; হারমিত ১/১৮)

ফল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৯ উইকেটে জয়ী।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ রোস্টন চেজ (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)।

পছন্দের মাংস পাচ্ছেন না রশিদেরা, টি২০ বিশ্বকাপে নিজেরাই রান্না করে খাচ্ছেন আফগান ক্রিকেটারেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে গিয়ে নিজেদের রান্না করে খেতে হচ্ছে আফগানিস্তানের ক্রিকেটারদের। ভারতের বিরুদ্ধে বার্বাডোজে সুপার ৮-এর খেলা ছিল রশিদ খানদের। কিন্তু সেখানকার হোটেলে হালাল (বিশেষ পদ্ধতিতে মাংস কাটা) করা মাংস পাওয়া যাচ্ছে না। তাই নিজেরাই হালাল করা মাংস জোগাড় করছেন রশিদেরা। তার পর সেটা রান্না করতে হচ্ছে নিজেদেরই।

গত বছর এক দিনের বিশ্বকাপ হয়েছিল ভারতে। রশিদদের তখন কোনও সমস্যা হয়নি। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে হালাল করা মাংস পাওয়া যায়। কিন্তু তা সব হোটেল এবং রেস্তরাঁয় পাওয়া যায় না। সেই কারণে সমস্যা হচ্ছে রশিদদের। বিশ্বকাপে খেলার সঙ্গে তাই এই দিকটাও সামলাতে হচ্ছে তাঁদের।

আফগানিস্তানের এক ক্রিকেটার সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে বলেন, তআমাদের হোটেলে হালাল করা মাংস পাওয়া যায় না। আমরা কখনও নিজেরা রান্না করে খাই। কখনও বাইরে গিয়ে কোনও রেস্তরাঁ থেকে খেয়ে আসি। ভারতে গত বছর যখন বিশ্বকাপ খেলতে গিয়েছিলাম, তখন এমন কোনও সমস্যাই হয়নি। এখানে হালাল করা মাংস সব জায়গায় পাওয়া যায় না। তিনি আরও বলেন, সেন্ট লুসিয়ায় আমরা হালাল করা মাংস পেয়েছিলাম। কিন্তু সেটা সব শহরে নেই। আমাদের এক বন্ধু যোগাড় করে দিয়েছিল। আমরা রান্না করেছিলাম।

সুপার ৮-এ ভারতের গ্রুপে রয়েছে আফগানিস্তান। রোহিত শর্মাদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে হেরে গিয়েছে তারা। পরের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলবেন রশিদেরা। রবিবার সকালে হবে সেই ম্যাচ। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের ম্যাচ বাকি। তা হবে ২৫ জুন। সেমিফাইনালে উঠতে হলে এই দু'টি ম্যাচ জিততেই হবে আফগানিস্তানকে।

অন্য পুইয়াকে দলে নিল ইস্টবেঙ্গল! তিন বছরের জন্য লাল-হলুদে সই জোথানপুইয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি: আপুইয়াকে সই করানো নিয়ে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের মধ্যে দড়ি টানাটানি চলছে। মিজোরামের এই মিডফিল্ডার শেষ পর্যন্ত কোথায় সই করবেন চূড়ান্ত নয়। এর মাঝে আর এক পুইয়াকে সই করাল লাল-হলুদ। ২২ বছরের ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার মার্ক জোথানপুইয়াকে দলে নিল ইমামি ইস্টবেঙ্গল। তিন বছরের জন্য তাঁর সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। এর আগে হায়দরাবাদ এফসি-তে খেলতেন ভারতের অনূর্ধ্ব-২৩ দলের এই ফুটবলার।

ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়ে জোথানপুইয়া বলেন, ইস্টবেঙ্গলের মতো বড় ক্লাবে খেলতে পারা যে কোনও ভারতীয় ফুটবলারের কাছে স্বপ্ন। ভারতীয় ফুটবলের মক্কা বলা যায় কলকাতাকে। লাল-হলুদ সমর্থকদের চিৎকার শোনার জন্য অপেক্ষা করছি। কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতের কাছে আমি ঋণী। তিনি আমার উপর বিশ্বাস রেখেছেন।

চার দিন আগে ডেভিড লালানসাঙ্গাকে সই করানোর কথা জানিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। এ বার আরও এক তরুণ ভারতীয়কে নিল তারা। আগামী দিনের কথা ভেবে দল তৈরি করছে লাল-হলুদ। কোচ কুয়াদ্রাত বলেন, মার্ক খুব প্রতিভাবান। একাধিক জায়গায় খেলতে পারে। আইএসএলে খেলার

অভিজ্ঞতাও আছে ওর। কেরিয়ারের সঠিক সময়ে লাল-হলুদে সই করল জোথানপুইয়া। ওকে বেড়ে ওঠার সব রকম সুযোগ করে দেব আমরা।

হায়দরাবাদের হয়ে ২০২০-২১ মরসুমে প্রথম বার আইএসএল খেলেন জোথানপুইয়া। ২৪টি ম্যাচ খেলেছেন হায়দরাবাদের হয়ে। তার মধ্যে আইএসএলে খেলেছেন ১৮টি। কলিঙ্গ কাপে তিনটি এবং ডুরান্ড কাপে তিনটি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। জোথানপুইয়া মিডফিল্ডার হলেও রক্ষণভাগে খেলতে পারেন। অনূর্ধ্ব-২৩ ভারতের হয়ে লেফট ব্যাকে খেলেছেন তিনি।

২০ বছর পর পেরু, চিলির ড্রয়ে শীর্ষেই থাকল আর্জেন্টিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইউরোয় গোলশূন্য ড্র দেখা গেছে ২১তম ম্যাচে। ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডসের ম্যাচে গতকাল রাতে গোল করতে পারেনি কোনো দলই। তবে এর আগে হওয়া ২০ ম্যাচের প্রতিটিতে মিলেছিল গোলের দেখা। কোপা আমেরিকায় অবশ্য দ্বিতীয় ম্যাচেই দেখা গেল গোলশূন্য ড্র। আজ ভোরে গ্রুপ 'এ'তে পেরু ও চিলির ম্যাচে গোল পায়নি কোনো দলই। এই ড্রয়ে শেষ হলো ২০ বছরের এক ধারাও।

গত ২০ বছরে পেরু ও চিলির মুখোমুখি হওয়া কোনো ম্যাচই ড্রয়ে নিষ্পত্তি হয়নি। ২০ বছরের মধ্যে এই প্রথম ড্র দেখল দুই দল। মুখোমুখি দ্বৈরথে এটি অবশ্য দুই দলের ষষ্ঠ গোলশূন্য ড্র। এর আগে সর্বশেষ পেরু,চিলির ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়েছিল ১৯৮৯ সালে।

এই ড্রয়ে গ্রুপ 'এ'তে নিজেদের সম্ভাবনা ভালোভাবেই বাঁচিয়ে রাখল এ দুই দল। এই গ্রুপের প্রথম ম্যাচে গতকাল কানাডাকে ২,০ গোলে হারিয়েছিল আর্জেন্টিনা। যারা এই মুহূর্তে গ্রুপের শীর্ষস্থানও ধরে রেখেছে। মূলত আর্জেন্টিনার বিপক্ষে পারফরম্যান্সের ওপরই নির্ভর করছে এই গ্রুপে অন্য তিন দলের ভাগ্য।

টেক্সাসে দাপটের সঙ্গেই ম্যাচ শুরু করে পেরু। শুরুতে চিলিকে চাপেও রাখে তারা। তবে ঘুরে দাঁড়িয়ে খুব দ্রুত ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় চিলি। ম্যাচজুড়ে আক্রমণ ও সুযোগ তৈরিতেও পেরুর ওপর আধিপত্য দেখিয়েছে চিলি। ম্যাচে ৬৫ শতাংশ বলের দখল রেখে ১১টি শট নেয় চিলি। তবে লক্ষ্যে রাখতে পেরেছে শুধু একটি শট। অন্যদিকে ৩৫ শতাংশ বলের দখল রাখা পেরু ৭টি শট নিয়ে ৪টিই লক্ষ্যে রাখে। তবে দুই দলের কোনো প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত গোলে রূপান্তরিত হয়নি। ড্রতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় দুই দলকে।

আগামী বুধবার চিলি নিজেদের পরের ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে। একই দিন অন্য ম্যাচে পেরুর প্রতিপক্ষ কানাডা।

ড্রয়ে বাড়ল ফ্রান্স-নেদারল্যান্ডসের শেষ ষোলোর অপেক্ষা

ফ্রান্স ০ ০ নেদারল্যান্ডস

নিজস্ব প্রতিনিধি: ম্যাচটা প্রথমার্ধেই তিন গোলে এগিয়ে যেতে পারত ফ্রান্স। কিন্তু পারেনি, কারণ আঁতোয়ান গ্রিজমান একের পর এক সুযোগ নষ্ট করে গেলেন। গোল হলো না কোনো।

দ্বিতীয়ার্ধে এগিয়ে যেতে পারত নেদারল্যান্ডসও। দুর্ভাগ্য তাদেরও। জাভি সিমন্স বল ফ্রান্সের জালে পাঠানোর পর সেটা বাতিল হয়ে যায় অফসাইডের কারণে। সিদ্ধান্তটা অবশ্য বিতর্কিত মনে হয়েছে।

তবে গোল নষ্ট করার মহড়া আর বিতর্কিত অফসাইডের সিদ্ধান্তে শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স-নেদারল্যান্ডস ম্যাচটা থেকে গেল ০-০ ড্র। এবারের ইউরোতে এটাই প্রথম গোলহীন ম্যাচ। তাতে শেষ ষোলোতে জায়গা নিশ্চিত করার অপেক্ষা বাড়ল দুই দলেরই।

লাইপজিগ স্টেডিয়ামে এই ম্যাচের একাদশে ছিলেন না ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় তারকা কিলিয়ান

এমবাপ্পে। নিজেদের প্রথম ম্যাচে অস্ট্রিয়ান ডিফেন্ডার কেভিন দানসোর সঙ্গে সংঘর্ষে নাক ভেঙে ফেলেন এমবাপ্পে। তবে ফ্রান্স দলের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছিল, এই ম্যাচে মাস্ক পরে খেলতে পারেন এমবাপ্পে। ফরাসি ফরোয়ার্ড বেঞ্চে বসেই কাটিয়েছেন পুরো ম্যাচ। মাঠে নামা আর হয়নি।

এমবাপ্পে খেলার পরেও আক্রমনেভাগে ফিনিশিংয়ের দুর্বলতা চোখে পড়েছিল ফ্রান্সের আগের ম্যাচে। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে সেটা আরও বেশি করে চোখে পড়ল। গ্রিজমান যেন ভুল বুটজোড়া পরে চলে এসেছিলেন এ দিন। একবার তো ফাঁকা গোলমুখেও বল জালে ঠেলতে পারলেন না! ওদিকে নেদারল্যান্ডসের গোলরক্ষক বার্ট ভেরব্রুখেনও দারুণ সব সেভ করেছেন। ফলাফল প্রথমার্ধ গোলহীন।

দ্বিতীয়ার্ধে আবার সুযোগ নষ্ট করেন গ্রিজমান। তবে ফ্রান্সের এই একের পর এক আক্রমনের মাঝেই সুযোগ পেয়ে পাল্টা আক্রমনে গোল করে বসেন সিমন্স। মেম্ফিস ডিপাইয়ের শট ফ্রান্সের গোলরক্ষক মাইক মাইনন ঠেকিয়ে দেওয়ার পর ফিরতি বল দারুণ এক শটে জালে পাঠান সিমন্স। তবে ডাচ উদযাপনে বাধ সাধে রেফারির পতাকা, দেওয়া হয় অফসাইড। ভিএআর দীর্ঘ সময় নিয়ে যে অফসাইডের সিদ্ধান্ত বহাল রাখে। কিছুটা বিতর্কিত এই সিদ্ধান্তের পর দুই দলের কেউই আর পরিস্কার গোলের সুযোগ তৈরি করতে পারেননি।

গ্রুপে ফ্রান্স নিজেদের শেষ ম্যাচটা খেলবে আগামী মঙ্গলবার পোল্যান্ডের বিপক্ষে। একই দিন একই সময়ে নেদারল্যান্ডসের প্রতিপক্ষ অস্ট্রিয়া।

মেসিকে ট্যাকল করে বর্ণবিদ্বেষের শিকার মোইসে! কোপায় তদন্তের মুখে আর্জেন্টিনার সমর্থকেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোপায় বর্ণবিদ্বেষের ঘটনা। অভিযোগ আর্জেন্টিনার সমর্থকদের বিরুদ্ধে। তদন্তের মুখে পড়বেন লিয়োনেল মেসির সমর্থকেরা।

কানাডার ফুটবলার মোইসে বম্বিটোকে বর্ণবিদ্বেষী আক্রমণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। শুক্রবার কোপা আমেরিকার প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয় আর্জেন্টিনা এবং কানাডা। সেই ম্যাচে মোইসে ট্যাক্লপ করেছিলেন মেসিকে। তার পর থেকেই কানাডার ফুটবলারকে বর্ণবিদ্বেষী আক্রমণ করা হচ্ছে।

গত বার কোপা আমেরিকা জিতেছিল আর্জেন্টিনা। তারা এ বারের প্রতিযোগিতা শুরু করল কানাডাকে হারিয়ে। ২-০ গোলে জেতেন মেসিরা। সেই ম্যাচ ঘিরেই এখন বর্ণবিদ্বেষের অভিযোগ। কানাডার ফুটবল সংস্থা ইতিমধ্যেই উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল সংস্থার কাছে অভিযোগ জানিয়েছে। তারা ফিফার কাছেও যাবে বলে জানা গিয়েছে। তদন্ত করা হবে ঘটনার। সমাজমাধ্যমে কোন

কোন অ্যাকাউন্ট থেকে বর্ণবিদ্বেষী আক্রমণ করা হয়েছে, তা চিহ্নিত করা হবে।

৮২ মিনিটের মাথায় মেসিকে ট্যাক্লা করেছিলেন মোইসে। মেসির ডান গোড়ালিতে চোট লাগে। তবে তা খুব বড় কিছু নয়। সাইডলাইনে গিয়ে শুশ্রূষা করে আবার মাঠে ফিরে আসেন মেসি। পুরো ম্যাচ খেলেন তিনি। ম্যাচে গোল করতে না পারলেও একটি গোলের পাস বাড়িয়েছিলেন মেসি।

চিলি বনাম পেরু

শনিবার ভোরে কোপা আমেরিকায় মুখোমুখি হয় চিলি এবং পেরু। দু'টি দলের মধ্যে পয়েন্ট ভাগ হয়ে যায়। এটাই তাদের প্রথম ম্যাচ ছিল এ বারের কোপায়। এই গ্রুপেই রয়েছে আর্জেন্টিনা এবং কানাডা। পেরুর পরের ম্যাচ কানাডার বিরুদ্ধে। ২৬ জুন হবে সেই ম্যাচ। চিলির পরের ম্যাচ আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে। সেটাও হবে ওই দিনেই।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**